সূচী

ভূমিকায় আমি পাঠক-সাধারণের সুবিধার জন্য ইংলণ্ডের বই সম্বন্ধে অনুজ্ঞাপত্র-দানবিধির একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং সমস্ত 'অ্যারিওপ্যাগিটিকার বিষয়-বস্তুর একটি সারসঙ্কলন দিয়াছি। মূলগ্রন্থে প্রসঙ্গ ভাগ করিয়া বিভিন্ন শিরোনামা দেওয়া নাই, পাঠকের সুবিধার জন্য বঙ্গানুবাদে উহা আমি যোগ করিয়া দিয়াছি। আর একটি কথা; গ্রন্থখানির নামের ইংরেজী উচ্চারণ 'অ্যারিও-প্যাজিটিকা'; কিন্তু মূল শব্দটি গ্রীক্ হইতে গৃহীত বলিয়া বাঙলা অনুবাদে গ্রীক উচ্চারণই অনুসরণ করিলাম।

কলিকাতা

মুখবন্ধ

[সি. ভি. ওয়েজউড্, সি.বি.ই. কর্তৃক লিখিত]

মিল্টনের 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা' চিত্তের সর্ববিধ মুক্তির সমর্থনে একটি মহৎ প্রয়াস। এ-সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা চমৎকার কথা যাহাকিছু এ-যাবৎ লিখিত হইয়াছে তাহারই কতকগুলি কথা পাই আমরা এই বইয়ের মধ্যে। কোথাও কোথাও মিল্টন বেশ সহজ এবং স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারেন; যেমন, নির্বাচন-বিষয়ে যে-স্বাধীনতাকে তিনি মানুষের শাশ্বত অধিকার বলিয়া মনে করেন তাহার সমর্থনে তিনি বলিয়াছেন,—

> "ভগবান্ যখন তাহাকে (মনুষকে) বুদ্ধি দিয়াছেন তখনই তিনি মানুষকে নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়াছেন, কারণ, বুদ্ধিই হইল নির্বাচন-ক্ষমতা।"

আবার তিনি একটা সূক্ষ্ম অথচ সার্বজনীন রূপককেও অনেকখানি প্রসারিত করিয়া ব্যবহার করিতে পারেন; যেমন বইয়ের ভিতরে যে একটা জীবন্ত আত্মা রহিয়াছে সে সম্বন্ধে তিনি উল্লেখ করিয়াছেন একটি প্রসিদ্ধ অনুচ্ছেদে,—

> "যিনি একজন মানুষকে হত্যা করেন তিনি একটি বুদ্ধিজীবী প্রাণীকে হত্যা করেন—ভগবানের প্রতিচ্ছবি হত্যা করেন; যিনি একখানি ভাল বইকে নষ্ট করেন, তিনি বুদ্ধিকেই মারিয়া ফেলেন—ভগবানের মূর্তিকেই মারিয়া ফেলেন।.... একখানি ভাল বই হইল একটি মহৎ আত্মার বহুমূল্য জীবন-শোণিত, এই জীবনের পরে আর একটি জীবনের উদ্দেশ্যে ইহা চিহ্নিত এবং সংরক্ষিত হইয়া আছে।"

তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য উচ্চৈঃস্বরে আবেগপূর্ণ আবেদন জানাইতে পারেন যাহা যুগে যুগান্তে প্রতিধ্বনিত হইতে পারে এবং মানুষের চিত্ত-মুক্তিকে অন্য সর্ববিধ মুক্তি হইতে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিতে পারে; যেমন—

> "সমস্ত স্বাধীনতার ঊর্ধ্বে আমাকে স্বাধীনতা দিন নিজের বিবেক অনুযায়ী জানিবার বলিবার এবং অপ্রতিহতভাবে যুক্তি-তর্ক দিবার।"

'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'র সর্বত্রই প্রতি বাক্যে-বাক্যাংশে মিল্টন একটি কালাতীত ভাষার কথা বলেন। কিন্তু আবার ইহার বহু অংশ রহিয়াছে যেগুলি যে-কালে এবং যে-স্থানে এগুলি লিখিত হইয়াছিল তাহার সহিত ওতপ্রোতভাবে যুক্ত; যে বিশেষ ঘটনা পরম্পরার ভিতর দিয়া এই কথাগুলি মিল্টনের মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল সেইগুলি সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া লইতে পারিলেই এই কথাগুলিকে সমগ্র অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সর্বাপেক্ষা ভাল করিয়া বোঝা যায়।

গ্রন্থখানির নামের মধ্যেই বিশেষ এবং নির্বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়া আছে। প্রথমে দেখিতে পাই একটি সাড়ম্বর গ্রীক্ নাম, সেই নামটি বিষয়-বস্তুকে এথেনে্স এবং ক্ল্যাসিক অতীত কালের ভাবপ্রেরণার সহিত যুক্ত করিয়া দিতেছে। তাহার পরেই দেখিতেছি একটি ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি—"অনুজ্ঞাপত্র ব্যতীত মুদ্রণের স্বাধীনতার জন্য মিঃ মিল্টনের একটি ভাষণ।" এই অংশটি পাঠককে টানিয়া লয় ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দের ইংলণ্ডের রাজনীতির ভিতরে—যখন পণ্ডিত, কবি এবং প্রচারপুস্তিকা-লেখক মিল্টন বিনানুমতিতে খৃষ্টবিরোধী মতামত প্রকাশের জন্য চারিদিক্ হইতে আক্রান্ত হইতেছিলেন এবং মিল্টন নিজেও যখন লণ্ডনে তাঁহার অধ্যয়ন-কক্ষে দিনমানের দীর্ঘকাল বসিয়া বসিয়া এইসব আত্ম-সমর্থন-লিপি রচনা করিতেছিলেন।

তখন রাজা ও পার্লিয়ামেণ্টের ভিতরকার যুদ্ধ ইহার তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করিতেছিল; সেই সময়ে লণ্ডন খাদ্যাভাবে, জ্বালানি-অভাবে এবং যুদ্ধের আরও নানাপ্রকার শ্রান্তিকর চাপে চাপে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সমস্ত দুঃসংবাদ সত্ত্বেও এবং মাঝে মাঝে অভিযোগের বাঁধভাঙ্গা কোলাহল সত্ত্বেও শহরবাসিগণের নৈতিক বল বেশ দৃঢ় ছিল এবং তাঁহাদের মনও বেশ সক্রিয় ছিল। মিল্টন যুদ্ধকালীন এই মনোভাবের একটি জীবন্ত বিবরণ দিয়াছেন:

> "একটি বিশাল নগরীর দিকে তাকাইয়া দেখুন এ নগরী যেন সর্বপ্রকার শরণার্থীর আশ্রয়স্থল, এ নগরী যেন স্বাধীনতার বিরাট প্রাসাদ, চারিদিক্ হইতে প্রতিরোধ-ব্যবস্থা দ্বারা যেন ইহাকে সুরক্ষিত করিয়া রাখা হইয়াছে। অবরুদ্ধ সত্যকে রক্ষার জন্য চাই সশস্ত্র ন্যায়-বিধান, সেই ন্যায়-বিধানের জন্য প্রয়োজন আত্মরক্ষাত্মক এবং আক্রমণাত্মক উভয়বিধ অস্ত্র; সেই সব অস্ত্র তৈয়ার করিবার জন্য এখন এই নগরীতে যতগুলি লেখনী ও মস্তিষ্ক জাগিয়া আছে যুদ্ধকালীন দোকানগুলিতে অস্ত্র-নির্মাণের জন্য ততগুলি নেহাই এবং হাতুড়ি জাগিয়া থাকিত না। ইঁহারা বসিয়া আছেন অধ্যয়নার্থ-প্রজ্বলিত প্রদীপের পাশে, ইঁহারা চিন্তা করিতেছেন—অনুসন্ধান করিতেছেন—আর বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছেন কতকগুলি ভাব ও ধারণাকে।.... অপরে দ্রুত অধ্যয়নে রত, তাঁহারা সকল জিনিসকেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন—আর যুক্তি ও প্রত্যয়ের শক্তির নিকটে নতি স্বীকার করিতেছেন।"

পার্লিয়ামেণ্ট পক্ষের প্রধানকেন্দ্র লণ্ডন তখন বিবিধ কর্মপ্রচেষ্টা এবং ফলাফলের

আশায় অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ। যুদ্ধক্ষেত্রের সৈন্যদের সংবাদ লইয়া প্রত্যহ অশ্বারোহী দূত আসিত, তরবারি-নির্মাতৃগণ এবং বন্দুক-নির্মাতৃগণ সারাদিন-রাত্রি দীর্ঘ সময় বসিয়া কাজ করিত, ব্যবসায়িগণও তাহাদের অবসর সময়ে খোলা মাঠে নামিয়া কুচকাওয়াজ করিত, অথবা পালাক্রমে প্রাচীরের উপর হইতে সতর্ক পাহারা দিত বা প্রতিরোধ-ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিত।

যুদ্ধোদ্যমের এই তীব্রতা একটা মহৎ আধ্যাত্ম-পুনরুত্থান সংঘটিত করিয়া দিল। যে-সব প্রধান প্রশ্ন লইয়া বিবাদ-বিতর্ক সব শ্রেণীর মানুষই সে সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল—নিজেদের মধ্যেই তাহার পক্ষের ও বিপক্ষের যৌক্তিকতা বিচার করিতে লাগিল। বিবদমান এই প্রশ্নগুলি মিল্টন এবং তাঁহার মত আরও অনেকের নিকটে একটিমাত্র প্রশ্নের রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল: সে প্রশ্নটি হইল, সত্যকে কি করিয়া আবিষ্কার করা যায়। সত্যের দ্বারা তাঁহারা বুঝিতেন, ভগবানের নিজের মানুষের নিকট আত্ম-প্রকাশের সত্য, এবং ভগবানের সঙ্গে মানুষের প্রকৃত সম্বন্ধের সত্য। যে-যুগে তাঁহারা আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন মিল্টন এবং তাঁহার ন্যায় অন্যান্য অনেকের কাছে এ-যুদ্ধ ছিল একটি ধর্মযুদ্ধ; ইংলণ্ডে যাহাতে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় ইহাই ছিল এই যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য। তাঁহাদের এই আশা এবং বিশ্বাসও ছিল যে ইংরেজ জাতি যথাসময়ে এই সত্যকে জগতের সকল জাতির মধ্যে প্রচারিত করিতে পারিবে।

আজ আমাদের নিকটে এই আত্ম-প্রত্যয় এবং এই ধর্মযুদ্ধের বিশ্বাস খানিকটা একটা চতুরতা বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু তখন ইহা একটা মহৎ প্রেরণাই ছিল। সমস্ত 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'র ভিতর দিয়া জাতীয় জীবনে আত্ম-প্রত্যয়ের একটা স্পন্দনময় সুর ধ্বনিত হইতেছে। এ-জিনিসটি আমাদের আধুনিক কানে মাঝে মাঝে আসিয়া আঘাত করে: কিন্তু পরবর্তী কালে জাতীয়তাবাদের যে অর্থ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে আমরা তাহাকে যদি ভুলিয়া যাই, এবং ইহার ভিতরকার যে আত্মনির্ভরতা এবং আশা ও আবেগের গূঢ়ার্থ ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দের লণ্ডনে এই 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'র রচনা সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল জাতীয়তাবাদের সেই অর্থকে আমরা যদি স্মরণ করিতে পারি তবে মিল্টন প্রভৃতির পূর্বোক্ত মনোভাব আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব এবং এই মনোভাব মিল্টনের সমগ্রচিন্তাধারার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই যে কিভাবে একটি গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহাও আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

মিল্টনের সমস্ত যুক্তি-তর্কের মধ্যে দুইটি প্রশ্নই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে, একটি হইল চিন্তার স্বাধীনতা, অপরটি হইল মুদ্রণালয়ের স্বাধীনতা। দুইটি প্রশ্নই

ঠিক এক নয়; এ-বিষয়ে মিল্টনের যুক্তি-তর্কের মূল-উৎস কোথায় তাহা খুঁজিতে হইলে ইংরেজ জাতির ইতিহাসের দিকেই একটু ফিরিয়া তাকান আবশ্যক।

রাণী প্রথম এলিজ্যাবেথ্-এর রাজত্বকালে ইংলণ্ডে যে চার্চ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে পাই প্রাচীন ধর্ম ও নূতন ধর্মের মধ্যে একটা আপোস-নিষ্পত্তি। পোপের সর্বময় কর্তৃত্ব অনেক পূর্বেই অস্বীকৃত হইয়াছে; চার্চ জাতীয় প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিল; কিন্তু আর্চবিশপ বিশপ প্রভৃতি লইয়া যে সংগঠন তাহা রহিয়া গেল; চার্চের বিচার ক্ষমতাও রহিয়া গেল, ধর্মযাজক-পরিচালিত আদালতও রহিয়া গেল। অনেকেই চার্চের এই যে সংস্কার ইহাকে অসম্পূর্ণ মনে করিলেন। এক জাতীয় লোকের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, ইহাদিগকে এক সঙ্গে একটি দলের মধ্যে ফেলিয়া শিথিলভাবে 'পিউরিটান্' (Puritan) এই নিন্দা-সূচক নাম দেওয়া হইল। ইহারা একটি দ্বিতীয় এবং আরও সুসম্পূর্ণ সংস্কারের ইচ্ছা পোষণ করিতেছিলেন; তাঁহারা আশা করিতেছিলেন যে বিশপদের একেবারে তুলিয়া দেওয়া যাইবে; আর চার্চের প্রভুত্বের মাধ্যমে রাজাও তখন পর্যন্ত যে ক্ষমতা পরিচালনা করিতেছিলেন তাহাও নেহাৎ নগণ্য ছিল না, তাঁহারা আশা পোষণ করিতেছিলেন যে রাজাকেও এই সব ক্ষমতা হইতে চ্যুত করিতে হইবে।

রাজা প্রথম চার্ল্স্-এর রাজত্বকালে পিউরিট্যান্গণের উত্তরোত্তর ক্ষমতা বৃদ্ধিই তাঁহার এবং পার্লিয়ামেন্টের মধ্যে গৃহ-যুদ্ধের একটি প্রধান কারণ। তাঁহাকে যখন রাজধানী হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হইল এবং ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে সমস্ত দেশ যখন একটা যুদ্ধের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল তখন ইংলণ্ডের চার্চের ভাগ্যেও বিপদ দেখা দিল। পিউরিট্যান্গণ যাঁহাদের 'যাজক' (Prelate) বলিয়া অভিহিত করিতেন সেই বিশপগণকে পার্লিয়ামেন্ট অত্যন্ত কঠোরভাবে দাবাইয়া দিলেন; তাঁহাদের সকল রাজনৈতিক ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইল, তাঁহাদের জমি-জমা বাজেয়াপ্ত করিয়া দেওয়া হইল, তাঁহাদের অনেকে কারারুদ্ধ হইলেন। দেশের যে যে অঞ্চল পার্লিয়ামেন্টের আধিপত্যে ছিল সেই সব অঞ্চল হইতে পিউরিট্যানগণ যে-সব পল্লী-ধর্ম-যাজকগণকে একটা ধোঁয়াটেভাবে 'কলঙ্কস্বরূপ' বলিয়া অভিহিত করিতেন সেই জাতীয় শত শত পল্লী-ধর্মযাজককে তাঁহাদের উপজীব্য বৃত্তি হইতে একেবারে উৎখাত করিয়া দেওয়া হইল। ইংলণ্ডের চার্চের ভিত্তিতেই নাড়া পড়িয়া গেল, কিন্তু ইহার স্থানে তখন পর্যন্ত কোনও সুসংস্কৃত এবং সর্বজনগ্রাহ্য চার্চ গড়িয়া তোলা হইল না। চার্চের চূড়ান্ত এবং সম্পূর্ণ সংস্কারের বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য ১৬৪৩ সনের জুলাই মাসে ওয়েস্টমিন্স্টারে ধর্মনেতৃবর্গের একটি

সম্মেলনের অধিবেশন হইল; কিন্তু শীঘ্রই স্পষ্ট বোঝা গেল যে এ-বিষয়ে পিউরিটান্‌গণের মতও বহুধা বিভক্ত। ইঁহাদের মধ্যে যে দলটি সর্বাপেক্ষা বড় এবং সুগঠিত ছিল তাঁহারা হইলেন ক্যাল্‌ভিন্‌পন্থী, ইংরেজিতে ইঁহারা সাধারণত প্রেস্‌বিটারিয়ান্‌ (Presbyterian) বলিয়া আখ্যাত। তাঁহাদের ইচ্ছা ছিল যে ইংলণ্ডের পুরোহিত-তন্ত্রের চার্চের বদলে চার্চের প্রেস্‌বিটারগণের প্রস্তাবিত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন হউক; কিন্তু তাঁহারা চার্চের যে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা সমভাবেই অনড় ও অসহিষ্ণু ছিল, তাহার মধ্যে অপর কাহারও কোন স্থান ছিল না। তাঁহারা যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা সোজাসুজি হইল এই, এক প্রকারের সর্মবিধিনিয়ন্ত্রিত চার্চের বদলে অন্য প্রকারের সর্মবিধিনিয়ন্ত্রিত চার্চেরই প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত, সেখানে সংখ্যালঘুগণের মতামতের কোনও অবকাশই থাকা উচিত নয়। কিন্তু ক্রমবর্ধমান কিছু সংখ্যক সৎ এবং নিষ্ঠাবান্‌ খৃষ্টান অন্যরূপ একটা ব্যবস্থা চাহিলেন; তাঁহারা চাহিলেন প্রত্যেকটি ব্যক্তির নিজেদের ধর্ম-পরিচালক নির্বাচন করিবার অধিকার এবং নিজেদের ইচ্ছামত পূজাবিধি গ্রহণের অধিকার; এ-ব্যাপারে জনসাধারণ কোনও রূপ সংগঠিত জাতীয় চার্চের প্রভাবমুক্ত থাকিবে।

ইহাই ছিল ১৬৪৪ সালে ধর্মের অবস্থা। পুরাতন চার্চ-ব্যবস্থা স্থগিত ছিল; তখন পর্যন্ত নূতন কোনও ব্যবস্থাও কার্যকারী ভাবে চালু করা হয় নাই; বা সে সম্বন্ধে কোনও ঐকমত্যও দেখা দেয় নাই; কিন্তু সব সমন্বয় ধর্ম সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা পূর্ণোদ্যমেই চলিতেছিল। নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতেছিল, নূতন সব আদর্শ সম্বন্ধেও আলোচনা হইতেছিল। যাঁহারা চিরাচরিত-প্রথাবাদী তাঁহারা তাঁহাদের চারিদিকে যে সব জল্পনা-কল্পনার বাহুল্য দেখা দিল তাহাতে মর্মাহত হইয়া উঠিতে লাগিলেন। মিল্টন কিন্তু ইহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়াছেন।

> "যেখানে জানিবার ইচ্ছা প্রচুর সেখানে স্বাভাবিকভাবেই অনেক যুক্তি-তর্ক, অনেক লেখা, অনেক মতামত দেখা দিবে; কারণ ভাল মানুষের মধ্যে বিবিধ প্রকারের মতামত গড়িয়া ওঠার অর্থই হইল জ্ঞানের গড়িয়া ওঠা। এই নগরীতে ভগবান্‌ জ্ঞানলাভের জন্য এবং সব কিছু বুঝিবার জন্য যে সাগ্রহ এবং সোৎসাহ পিপাসা জাগাইয়া তুলিয়াছেন দলাদলি ও মতানৈক্যের কল্পিত আশঙ্কায় তাহারই প্রতি আমরা অত্যন্ত অবিচার করিতেছি। যে ব্যাপারের জন্য কেহ কেহ শোক প্রকাশ করিতেছেন আমাদের বরঞ্চ তাহার জন্য আনন্দ প্রকাশই করা উচিত। মানুষের মধ্যে এই যে একটা পবিত্র-ভাবপূর্ণ অগ্রসরণের মনোবৃত্তি দেখা দিয়াছে, আমাদের বরঞ্চ ইহারই

প্রশংসা করা উচিত। ধর্মের চিন্তা-ভাবনা সবই একদল লোক ভ্রান্তিবশতঃ অপরের উপরে ছাড়িয়া দিয়া বসিয়াছিল; সেই চিন্তা-ভাবনা পুনরায় যদি তাঁহারা নিজেদের হস্তে গ্রহণ করিয়া থাকেন তবেত তাঁহারা প্রশংসনীয় কাজই করিয়াছেন।"

মিল্টন নিজেকে দৃঢ়ভাবে স্বাতন্ত্র্যবাদিগণের (Independents) দলভুক্ত করিয়া লইলেন। ইঁহারা ছিলেন সত্যের স্বাধীন অনুসন্ধিৎসু। আলাপ-আলোচনার ভিতরে, বক্তৃতায়,—সর্বোপরি প্রচার-পুস্তিকার ভিতর দিয়া ইঁহাদের ভাবধারা ১৬৪৪ সালে সর্বত্রই শোনা যাইত এবং পড়া হইত। কিন্তু মুদ্রিত ভাষণের মাধ্যমে ভাবধারা-প্রচারের এই যে অজস্র প্রসার ইহা প্রেস্‌বিটারগণ কর্তৃক মুখ্যভাবে পরিচালিত পার্লিয়ামেন্টকে শঙ্কিত করিয়া তুলিত; কারণ, এই ধর্মজাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি যে জাগরণ দেখা দিল তাহা ধর্ম-জাগরণ অপেক্ষা একটা নিয়মতান্ত্রিক জাগরণই ছিল বেশি।

রাজা এবং তাঁহার চার্চের বিরুদ্ধে প্রথম আক্রমণে পার্লিয়ামেন্ট ধর্মযাজক-পরিচালিত আদালত রদ করিয়া দিয়াছিল; বিশেষ করিয়া রদ করা হইয়াছিল 'হাই কমিশন কোর্ট' এবং রাজার বিশেষাধিকার-প্রয়োগের আদালত, অর্থাৎ 'স্টার চেম্বার' নামক আদালত। ইহা করার যে একটি ফল হইয়াছিল তাহা পার্লিয়ামেন্টের ব্যবস্থাপকগণ পূর্বে ঠিক হিসাব করিতে পারেন নাই; ফল হইয়াছিল এই যে ঐ সব আদালত রদ করাতে মুদ্রণালয়ের উপরে যত বিধি নিষেধ ছিল তাহাও সব উঠিয়া গেল। এ-কথা সত্য যে প্রত্যেক মুদ্রিত পুস্তক বা পুস্তিকারই 'স্টেশনার্স কোম্প্যানি' (Stationers' Company) কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া প্রচার-অধিকার লাভ করার কথা ছিল; কিন্তু এ-বিষয়ে সব নিয়ম পালন করা শক্ত ছিল—এবং নিয়মগুলি প্রায় অবজ্ঞাতই হইত। যে সব বই চার্চের বা সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করিত সেগুলির লেখক এবং মুদ্রাকরগণকে পূর্বে 'স্টার চেম্বার' বা 'হাই কমিশন' বিচার করিয়া শাস্তি দিত। অবশ্য প্রথম চার্লস্‌-এর সময়ে কতকগুলি ক্ষেত্রে যে বর্বর শাস্তি প্রদান করা হইয়াছিল তাহাতেও রাজার প্রতি বিরোধিতাকে নীরব করাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই, শুধু খুব খোলাখুলিভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করা সম্বন্ধে লোকদের একটু সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই আদালতগুলি যখন একবার উঠিয়া গেল, তখন কাহারই আর কিছু ভয় করিবার ছিল না, এবং নিরুদ্ধ ভাবগুলি অজস্রধারে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

১৬৪১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাস হইতে নিয়মিত পত্রিকা ছাপা হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। যুদ্ধের উত্তেজনা এবং যুক্তি-তর্কের উত্তেজনা উভয়ই যখন একসঙ্গে

বাড়িয়া উঠিতে লাগিল তখন এইসব পত্রিকা এবং প্রচার-পুস্তিকার সংখ্যাও ধীরে ধীরে বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এই কারণেই বিরোধীদের মতামতের ক্রমবর্ধমান প্রচার দেখিয়া পার্লিয়ামেন্টের দুশ্চিন্তা দেখা দিল, অধিক-রক্ষণশীল দলের মধ্যে হইল ভীতির সঞ্চার, প্রেস্‌বিটারিয়ান্‌গণের মধ্যে দেখা দিল তিক্ততা। ১৬৪৪ সালে যুদ্ধের অবস্থা তেমন ভাল চলিতেছিল না। প্রেস্‌বিটারিয়ান্‌গণ তাড়াতাড়ি যুক্তি দিলেন যে যুদ্ধে পরাজয় ভগবানের অসন্তোষেরই ইঙ্গিত বহন করিতেছে, এবং ধর্মসম্প্রদায়গুলির দুর্নীতিদুষ্ট মতামত তখন যেরূপ অবাধভাবে প্রকাশিত হইতেছিল তাহাই বিধাতার রোষের কারণ। ১৬৪৪ সালের জুন মাসে অনুজ্ঞাপত্র-ব্যতীত সর্বপ্রকার মুদ্রণের বিরুদ্ধে পার্লিয়ামেন্ট এক জরুরি বিধান জারি করিল। জুলাই মাসে ম্যার্‌স্‌টন্‌ মুর্‌-এ পার্লিয়ামেন্ট দলের সৈন্যদের বিজয় যেন তাঁহাদের উপরে আবার বিধাতার আশীর্বাদরূপেই দেখা দিল। কিন্তু আগস্ট মাসে পশ্চিম অঞ্চলে তাঁহাদের বাহিনী আরও প্রতিহত এবং বিপর্যস্ত হইল; ইহাতে প্রেস্‌বিটারিয়ান্‌গণ আরও উচ্চৈঃস্বরে দৈবরোষের চিৎকার তুলিলেন।

মিল্টনের আপত্তিকর পুস্তিকাখানি তাঁহার সর্বাপেক্ষা কম কৃতিত্বের এবং সর্বাপেক্ষা দুরদৃষ্টের পুস্তিকা; পুস্তিকাখানি হইল *Doctrine and Discipline of Divorce!* জাগতিক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ লোকে হর-হামেসাই যেরূপ করিয়া থাকে মিল্টনও সেইরূপ অত্যন্ত অবিবেচকের ন্যায় একটি বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে মিল্টনের মতামত কোনরূপেই অর্থহীন ছিল না, সাধারণ প্রয়োগের ক্ষেত্রেও যে এগুলি অচল ছিল তাহা নয়; কিন্তু স্পষ্টতই বোঝা যায়, এ সব মতামত তাঁহার নিজের শোচনীয় অভিজ্ঞতা হইতেই উৎসারিত হইয়াছিল, এবং যেমন করিয়াই হউক তাঁহার এই মতামত সমসাময়িক প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসে প্রচন্ড আঘাত করিল। প্রার্থনামঞ্চ হইতে একজন ধর্মপ্রচারকারী বলিলেন,—'অত্যন্ত খারাপ একখানা বই, পুড়িয়া ফেলান উচিত', এই জাতীয় সমালোচনার চাপে পড়িয়া কমন্‌স্‌-সভাও মিল্টনের বিরুদ্ধে মকদ্দমা দায়ের করিবার একটা ভাসা-ভাসা চেষ্টা করিল। তাহার পরে বেশি আর কিছু হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় না; কিন্তু ১৬৪৪ সালের আগস্টের শেষে তাঁহার উপরে এই আক্রমণের প্রচেষ্টাই মিল্টনকে 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা' রচনা করিতে অনুপ্রেরণা দিল।

সুতরাং একদিক্‌ দিয়া দেখিতে গেলে মূল প্রেরণায় 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'কে একটা ব্যক্তিগত আর্তনাদ বলিয়াই গ্রহণ করা চলে। স্ত্রী কর্তৃক প্রতারিত এবং পরিত্যক্ত হইয়া মিল্টন জগতের সামনে বিবাহ-বিচ্ছেদের একটা নূতন তত্ত্ব প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; আবার তাঁহার নিজেরই একটি পুস্তিকা প্রকাশের

জন্য আক্রান্ত হইয়া মিল্টন মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার একজন উৎসাহী সমর্থক হইয়া উঠিলেন। মিল্টনই একমাত্র লেখক নন যাঁহারা নিজেদের অভিজ্ঞতাসমূহকে প্রসারিত করিয়া দিতে পারেন সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য ভাবধারায় ও তত্ত্বে। এই-জাতীয় একটা 'অস্মিতা' প্রতিভার সহচররূপে অনেক সময়ই দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত কি-সব অপেক্ষাকৃত অকিঞ্চিৎকর ঘটনা মিল্টনকে অনুপ্রেরণা দিয়াছিল সেইটাই বড় কথা হইয়া দেখা দেয় না, মিল্টন তাঁহার যুক্তির মধ্যে কতখানি শক্তি এবং ভবিষ্যদ্দৃষ্টি সঞ্চারিত করিতে পারিয়াছিলেন সেইটাই বড় কথা।

মিল্টন হয়ত তাঁহার নিজের উপরেই একটা আক্রমণের ভয় ছিল বলিয়া মুদ্রণালয়ের স্বাধীনতার কথা ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু এ-সম্বন্ধে তিনি যাহা চিন্তা করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন তাহা তাঁহার সকল ব্যক্তিগত অশান্তি এবং স্বার্থ অতিক্রম করিয়া ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে—তাঁহার নিজের সময়কার সকল রাজনৈতিক বিসংবাদকেও অতিক্রম করিয়া ঊর্ধ্বে উঠিয়াছে। তিনি লিখিয়াছিলেন ভাবীকালের বংশধরগণের জন্য, তিনি তাঁহার স্বাধীনতার ধারণাকে ভাষায় রূপায়িত করিয়াছেন, স্বাধীনতার এই ধারণা সম্পূর্ণ একটি মৌলিক ধারণা না হইলেও জগতে ইহা অন্য সব ধারণার তুলনায় নূতন; (এ বিষয়ে তিনি লর্ড্ ব্রুক্-এর নিকটে ঋণী; লর্ড্ ব্রুক্ ছিলেন পার্লিয়ামেণ্ট পক্ষের একজন অত্যন্ত উৎসাহী সমর্থক, কিছু দিন পূর্বেই তিনি যুদ্ধে মারা গিয়াছিলেন; তিনিই প্রথমে স্বাধীনতার এই ভাবধারা প্রচার করিয়াছিলেন।) মিল্টন এই ভাবগুলিকে এমন ভাষায় রূপ দিয়াছেন যে সমসাময়িক কালের সমস্ত যুক্তি-তর্ককে পিছনে ফেলিয়া তাহা এখনও স্থায়ী হইয়া আছে, সেগুলি অন্যান্য দেশে অন্যান্য শতাব্দীতেও গ্রহণ করিবার এবং প্রয়োগ করিবার যোগ্য,—এবং এগুলি পাশ্চাত্য রাজনৈতিক চিন্তায় এবং সাহিত্যে একটি চিরন্তন স্থান অধিকার করিয়াছে।

'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'র বিষয়বস্তু ধাঁধা এবং বিরোধে পরিপূর্ণ। ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত কারণকে অবলম্বন করিয়াই জাগিয়া উঠিয়াছিল মস্ত বড় একটা রাজনৈতিক বিবৃতি। প্রকাশকালে কিন্তু এই অমর গ্রন্থখানি একটি নবজাতক বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। গৃহ-যুদ্ধের কোলাহলপূর্ণ কয়েকটি বৎসরের ভিতরে যে সব হাজার হাজার প্রচার-পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার ভিতরে আজ 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'কেই পাইতেছি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থরূপে। কিন্তু সেই সময়ে কেহই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এত বিষয়ে যে রাশীকৃত প্রচার-পুস্তিকার রীতি-মতন যুদ্ধ চলিয়াছে তাহার কোথাও ইহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। যে

পার্লিয়ামেন্টকে সম্বোধন করিয়া ইহা রচিত হইয়াছিল সেই পার্লিয়ামেন্টেরও এ-বিষয়ে সাড়া দিবার কোনও লক্ষণ দেখা যায় নাই।

কেহ কেহ বলিবেন, মিল্টন নিজেই তাঁহার যৌবনের এই সুন্দরতম এবং মহত্তম আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিলেন। দশ বৎসর পরে তিনি নিজেই একজন বইয়ের নিয়ন্ত্রক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মতের এই পরিবর্তন একটা সত্যকার পরিবর্তন নয়, ইহা একটা আপাত-পরিবর্তন মাত্র। বইয়ের জন্য তিনি কখনই একেবারে সীমাহীন স্বাধীনতার কথা বলেন নাই, তিনি ভাল বইয়ের জন্যই স্বাধীনতার কথা বলিয়াছিলেন। 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'র প্রারম্ভে তিনি স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন, যে "মানুষ কি রকম আচরণ করে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা চার্চ এবং সাধারণ-তন্ত্রের পক্ষে যেমন সর্বাপেক্ষা বড় দায়িত্ব, বইগুলির আচরণ কিরূপ সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখাও সেইরূপ দায়িত্ব"। মানুষের মতন বইও অপরাধীর ন্যায় আচরণ করিতে পারে; মানুষের মত বইও অপরাধ প্রবণ হইয়া উঠিতে পারে, সমাজের নিরাপত্তার জন্য তাহাকেও বিধি-নিষেধের দ্বারা সংযত করিবার প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু এই বিধি-নিষেধের ব্যবস্থা কখনও হেলার খেলায় করা উচিত নয়। জনসাধারণের মঙ্গলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া মানুষের মত বইকেও যথাসম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। মিল্টন এই ব্যবহারিক শিক্ষাই দান করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন এবং তিনি নিজে যখন বই-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন তিনিও নিশ্চয়ই এই আদর্শই তাঁহার নিজের সম্মুখে রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক, 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'র লেখক জন্ মিল্টন তখনও একটি যুবক ছিলেন, পার্লিয়ামেন্টের মূল উদ্দেশ্যে বিশ্বাসের দ্বারাই তিনি অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছেন; তিনি অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে যুদ্ধের শেষে একটি সুন্দরতর এবং মহত্তর ইংলণ্ড জাগিয়া উঠিবে—এবং সে-ই হইবে জগতের আলো। আর জন্ মিল্টন যখন বইয়ের নিয়ন্ত্রক হইয়াছিলেন তখন তিনি একজন বয়স্ক লোক, এই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে লাভ হইয়াছিল যুদ্ধের যত বিপর্যয় এবং নৈরাশ্য; যে স্বর্ণযুগের আশা করা গিয়াছিল যুদ্ধ সে স্বর্ণযুগকে আনিল না, আনিল শুধু কালিমাখা সমাধানহীন সমস্যা—একটা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

যে-সমস্ত গুণ 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'কে চিরস্থায়ী মূল্য দান করিয়াছে সম্ভবতঃ ঠিক সেই সব গুণেই প্রথম প্রকাশের সময়ে ইহার ব্যর্থতার জন্য দায়ী। গৃহ-যুদ্ধের সময়কার প্রচার পুস্তিকাগুলি প্রায় সবক্ষেত্রেই অত্যন্ত হিংস্র একটা 'যুদ্ধং দেহি' রীতিতে লিখিত; জঘন্য নিন্দাপূর্ণ বাক্যস্রোতে যুক্তি সমুত্থাপিত

হইত,—শাসনতান্ত্রিক অধ্যায়ের মহিমা এবং বৈশিষ্ট্য ব্যতীত ইহাতে অন্য বেশি কোন মহিমা বা বৈশিষ্ট্য ছিল না। অনেকগুলি পুস্তিকাতেই আবেগ আছে, রসিকতা আছে, বলিষ্ঠতা আছে, আর ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুস্তিকাগুলির মধ্যে অতি তৎপরতার সঙ্গে ব্যবহার দেখিতে পাই আমাদের দেশজ ভাষার—যে ভাষা ইতোমধ্যেই ডেফোর রচনারীতির অভিমুখী হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কোথাও ক্ল্যাসিক্ সুষমা বা মহিমা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এগুলির লক্ষ্য ছিল তন্মুহূর্তের মনোযোগ আকর্ষণ করা, তন্মুহূর্তের সময়কে অতিক্রম করিয়া বাঁচিয়া থাকা এবং তাহাদের বিতর্কের উদ্দেশ্যের বাহিরে চলিয়া যাইবার এগুলির কোনই লক্ষ্য ছিল না।

মিল্টনও জোরাল বিতর্কাত্মক রচনা লিখিতে পারিতেন, যেমন তাঁহার 'আইকোনোক্ল্যাস্টিস্'-এ (*Eikonoklastes*) তিনি করিয়াছেন। কিন্তু 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'র জন্য তিনি সিসারোর আদর্শ গ্রহণে একটি ক্ল্যাসিক্ ভঙ্গি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা হইল একটি মহৎ এবং মহিমান্বিত সালঙ্কার ভাষণ, ইংলণ্ডের শাসন-সংসদের সদস্যগণকে উদ্দেশ্য করিয়া ইহা লেখা। যেসব চমৎকার শব্দসমষ্টি, যে সব ওজোগুণান্বিত ধ্বনিগাম্ভীর্য আজ আমাদিগকে আনন্দিত করে এগুলির মধ্যে এমন ভীষণতা এবং আঘাত হানিবার শক্তি নাই যাহা সমসাময়িক শ্রোতৃগণকে আকর্ষণ করিতে পারিত। আমাদের এইরূপ বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় যে মিল্টন নিজে তাঁহার বক্তব্যের কালাতীত সর্বজনীন উপযোগিতার কথা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন; এই জন্যই তিনি এমন একটি রচনাভঙ্গি বাছিয়া লইয়াছিলেন যাহা তাঁহার পুস্তিকাটিকে তৎকালীন রাজনৈতিক মল্লভূমি হইতে অনেক সমুন্নতির মধ্যে তুলিয়া লইতে পারিয়াছিল।

১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'র একটিমাত্র সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে আর কোনও নূতন সংস্করণ বাহির হয় নাই; মিল্টন তাহার অনেক পূর্বেই দেহরক্ষা করিয়াছেন, গৃহ-যুদ্ধের সকল কোলাহলও তখন প্রাচীন ইতিহাসে পর্যবসিত হইয়াছে। 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'র ক্ল্যাসিকাল রীতি এবং তাহার বিষয়বস্তু উভয়ই পরবর্তী 'জ্ঞানালোকে উদ্বোধনের শতাব্দীতে' (Century of Enlightenment) মর্মস্পর্শী হইয়া উঠিল। ফরাসী বিপ্লবের ঠিক প্রাক্কালে মিরাব্যু (Mirabeau) এই মহৎ গ্রন্থখানি অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং ফরাসীতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া ইহার খ্যাতি বাড়িতেই লাগিল; শেষে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে প্রায় প্রত্যেক বৎসরই ইহার বিভিন্ন রকমের প্রকাশ দেখিতে পাই,--বিদ্যালয়ের ছাত্রদের

জন্য সংস্করণ, বিদ্বজ্জনের জন্য সংস্করণ, কাগজের মলাটের সংস্করণ, গ্রন্থাগারের জন্য সংস্করণ, আর বিদগ্ধজনের জন্য রাজ-সংস্করণ। মিল্টন যে যুদ্ধের কথা জানিতেন তাহা অপেক্ষা অনেক মারাত্মক যুদ্ধের সময়ে ১৯৪৪ সালে লণ্ডনে বসিয়া যথোপযুক্ত গাম্ভীর্য সহকারে 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'র তৃতীয় শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে; ইহাতে বিভিন্ন দেশ হইতে সমাগত লেখকগণ মিল্টনকে স্বাধীন মনের উৎসাহী সমর্থক রূপে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন।

আজ আমরা একটা প্রবল ভাবদ্বন্দ্বের মধ্যে অবস্থান করিতেছি, মিল্টন যে ভাবদ্বন্দ্বের মধ্যে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন আজিকারের এই ভাবদ্বন্দ্ব তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি সুদূরপ্রসারী। আজকারের দিনে তাঁহার বাণীর উপযোগিতা অতি স্পষ্ট। তাঁহার ভাষার যে গাম্ভীর্যপূর্ণ সৌন্দর্য—তাহার উপরে আবার মাঝে মাঝে সূর্যরশ্মির মত ঝলকিত হয় যে বিদ্রূপের তীর,—ইহার আবেদন কখনই নষ্ট হইবার নয়। বিস্মৃত বিতর্কের ঝোপঝাড়ে যুক্তি এখানে সেখানে জড়াইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু ইহার মহৎ রূপরেখা সময় এবং সুযোগের সকল বাধা অতিক্রম করিয়া পরিষ্কারভাবে জাগিয়া ওঠে। মানুষের মনীষার ইতিহাসে ইহা একটি বিরাট উক্তিরূপে বিরাজমান রহিয়াছে।

ভূমিকা

[অনুবাদক লিখিত]

'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'কেই মিল্টনের গদ্য লেখাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ লেখা বলিয়া গণ্য করা হয়। মিল্টনের পৃথিবীময় খ্যাতি কবিরূপে; তিনি যে প্রচুর গদ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধেরও লেখক সে সত্যটি খুব বহুজ্ঞাত নয়; গদ্যলেখকরূপে তাঁহার কৃতিত্বের কথা তাই অপেক্ষাকৃত একটি সংকীর্ণ পাঠক-সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইংরেজি সাহিত্যের সহিত খুব সুপরিচিত নন এমন একজন পাঠকের নিকটে এ তথ্যটি হয়ত একটা আকস্মিক বিস্ময়েরই সৃষ্টি করিবে যে, পরিমাণের দিক হইতে বিচার করিলে মিল্টনের মহাকাব্য, নাটক এবং সনেটসমূহের একত্রিত পরিমাণ অপেক্ষা তাঁহার গদ্য লেখার পরিমাণ বেশি। তাহা ছাড়া মিল্টনের সাহিত্য-জীবনকে সমগ্রভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাইব, তাঁহার জীবনের সর্বোত্তম যুগটি কাটিয়াছে এই গদ্য-রচনাতেই। ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে মিল্টন ইটালি হইতে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া প্রথম গদ্যলেখায় হাত দেন, তখন তিনি ত্রিশ বৎসরের পরিণত যুবক; ইহার বছর দুই পর হইতে (১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত, অর্থাৎ তাঁহার একান্ন বৎসর বয়স পর্যন্ত) দীর্ঘ উনিশ বৎসরকাল তিনি মুখ্যতঃ গদ্য লেখার ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। মিল্টন অবশ্য বলিয়াছেন যে, গদ্য লিখিতে গিয়া তিনি যেন বামহস্তেরই ব্যবহার করিয়াছেন; এ-কথা সম্বন্ধে সমালোচকগণ অতিশয় নিপুণ মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন, এ লেখাগুলি যদি বামহস্তের লেখাই হইয়া থাকে তবে সেই বামহস্তখানিকেও একখানি অনন্যসাধারণ বামহস্তই বলিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে আর একটি সত্যও বিশেষভাবে লক্ষণীয়; পরবর্তী কালে মিল্টন বিশেষ-ভাবে তাঁহার 'প্যারাডাইজ্ লস্ট্' (*Paradise Lost*) ও 'প্যারাডাইজ্ রিগেইণ্ড্' (*Paradise Regained*) কাব্যদ্বয়কে অবলম্বন করিয়া মহাকাব্যকার-রূপে দেশে দেশে একটি অভ্রভেদী মহিমা লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক কালে তাঁহার কবি-মহিমার সমধিক প্রসিদ্ধি ছিল না; বরঞ্চ তখন তাঁহার তীব্র-মতবিরোধ-সৃষ্টিকারী অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলির ভিতর দিয়া তিনি তৎকালীন জাতীয় জীবনের একটি প্রধান চরিত্ররূপেই জনগণের মধ্যে অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন।

মিল্টনের জীবনকে সমগ্রভাবে বিচার করিলে তাঁহার সাহিত্য-জীবনকে মোটামুটি

তিনটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম যুগ হইল তাঁহার ছোট ছোট কবিতা-নাটকের যুগ; দ্বিতীয় যুগ হইল মুখ্যতঃ গদ্য লেখার যুগ,—তৃতীয় যুগ হইল তাঁহার মহাকাব্য-রচনার যুগ। ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে মিল্টন জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্র-জীবন হইতেই ল্যাটিন ভাষায় তিনি কিছু কিছু কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে মিল্টন ইটালি গমন করেন এবং সেই সুযোগে বৎসরাধিক কাল ইউরোপের বহু দেশ ভ্রমণ করেন। ইটালি গমনের পূর্ব পর্যন্ত মিল্টন নানা জাতীয় কিছু কিছু কবিতা রচনা করেন; তিনি এই সময়ের মধ্যেই 'অ্যারক্যাডিস্' (*Arcades*) এবং 'কোমাস্' (*Comus*) নামক কাব্য-নাটাদ্বয় রচনা করেন। এই যুগের অতি প্রসিদ্ধ রচনা হইল 'লিসিদ্যাস্' (*Lycidas*) নামে একখানি শোকগাথা-জাতীয় স্বল্পায়তন কাব্য।

ইটালি হইতে ফিরিয়া আসিবার পরে মিল্টনের জীবনের একটি নূতন অধ্যায়ের আরম্ভ হইল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও লোকের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় যেন তাঁহার কাব্য-স্বপ্নালুতাকে ভাঙিয়া দিয়া তাঁহাকে জীবনের কঠোর সত্যে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল; তিনি যেন সহসা স্বধর্মে জাগ্রত হইয়া উঠিলেন। জীবনকে উন্মথিত করিয়া আলোড়িত করিয়া সেই মন্থন-জাত সকল বিষ ও অমৃতকে স্পষ্ট জানিয়া বুঝিয়া গ্রহণ-বর্জন করিবার যে শিলাকঠিন বলিষ্ঠ মানবধর্ম লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্বধর্মে প্রতিষ্ঠাই তাঁহাকে তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ম-পদ্ধতির স্পষ্ট নির্দেশ দিল। তাঁহার কাছে অতি উগ্ররূপে ধরা পড়িল তৎকালীন ইংরেজ জাতির সামাজিক, রাষ্ট্রিক এবং ধর্মীয় সকল সমস্যা ও দ্বন্দ্ব; তিনি সেই দ্বন্দ্ব-সমস্যা-সমাকুল জাতীয় জীবনের ঘূর্ণাবর্ত হইতে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিতে পারিলেন না—বা চাহিলেন না, মসির আঁচড়ের মধ্যে তিনি অসির তীক্ষ্ণতম ধার সংক্রামিত করিবার চেষ্টা করিলেন; নিজের সর্বশক্তি নিয়োজিত করিলেন শাণিত লেখনীর প্রায় অবিশ্রান্ত পরিচালনায়। এই সময় হইতে আরম্ভ হইল মিল্টনের গদ্য রচনার যুগ—তাহা চলিল সুদীর্ঘ উনিশ বৎসর পর্যন্ত (১৬৪১-৬০ খৃষ্টাব্দ)।

দীর্ঘদিনের এই বাদ-বিবাদ তর্ক-বিতর্কের পরিসমাপ্তি ঘটিল একটি সুপরিণত অন্তর্দৃষ্টি লাভের মধ্যে—সেই অন্তর্দৃষ্টি আনিয়া দিল একটি গভীর জীবনবোধ—যে-জীবনের সমস্যা শুধু দেশ-কাল-পাত্র দ্বারা সৃষ্ট ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়—সে সমস্যা কোনও লোক-বিশেষের, কোনও জাতি-বিশেষের সমস্যাও নয়—সে সমস্যা হইল নিখিলমানবের জীবনের মূলে নিহিত সমস্যা। মিল্টনের চিত্তে দেখা দিল একসঙ্গে আশ্চর্য শিখরসমুন্নতি আর সমুদ্রের ব্যাপ্তি ও নির্ঘোষ; ইহা

লইয়াই উপস্থিত হইল তাঁহার কবিজীবনের তৃতীয় স্তর—যে যুগের মধ্যে সৃষ্টি হইল মহাকাব্য 'প্যারাডাইজ্ লস্ট্' (*Paradise Lost*) ও 'প্যারাডাইজ্ রিগেইন্ড্' (*Paradise Regained*)—আর নাটক 'স্যাম্সন্ অ্যাগোনিস্টিস্' (*Samson Agonistes*)। তিনখানি গ্রন্থই হইল ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কালের রচনা।

মিল্টন 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা' রচনা করেন ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে। ইহার পূর্বে ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি আরও নয়টি পুস্তিকা রচনা এবং প্রকাশিত করেন। ইহার পরে তিনি ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই-জাতীয় আরও চোদ্দখানি প্রবন্ধ পুস্তিকা রচনা করেন; ইহার মধ্যে বারোখানি এই সময়ের মধ্যেই প্রকাশিত হয়। ইহার প্রত্যেকখানি পুস্তিকাই রচিত তৎকালীন বিশেষ কোনও সামাজিক বা রাষ্ট্রিক বা ধর্মসংক্রান্ত সমস্যা লইয়া।*

মিল্টন-রচিত এই প্রবন্ধ-নিবন্ধের তালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বেশ স্পষ্ট বোঝা যাইবে যে 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা' তাঁহার কোনও একটি সাময়িক উত্তেজনায় লিখিত নিবন্ধ নহে; আমরা যে বয়সকে জীবনের সর্বোত্তম অংশ বলিয়া মনে

* মিল্টনের গদ্যরচনার একটি কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া যাইতেছে। এই তালিকা ই. এম্. ডব্লু টিলিআর্ড (E. M. W. Tillyard) রচিত 'মিল্টন' নামক গ্রন্থখানি অবলম্বনে সঙ্কলিত।

কাল	বয়স	গদ্য-রচনার নাম
১৬৪১ (মে-জুন)	৩২	Of Reformation Touching Church-Discipline.
১৬৪১ (জুন-জুলাই)	৩২	Of Prelatical Episcopacy.
১৬৪১ (জুলাই-আগস্ট)	৩২	Animadversions upon the Remonstrants Defence.
১৬৪২ (জুন-মার্চ)	৩৩	The Reason of Church-Government.
১৬৪২ (মার্চ-এপ্রিল)	৩৩	An Apology Against a Pamphlet.
১৬৪৩ (আগস্ট)	৩৪	The Doctrine and Discipline of Divorce.
১৬৪৪ (জুন-আগস্ট)	৩৫	Of Education.
১৬৪৪ (জুলাই)	৩৫	Judgment of Martin Bucer Concerning Divorce.
১৬৪৪ (নবেম্বর)	৩৫	Areopagitica.
১৬৪৫ (মার্চ)	৩৬	Tetrachordon.
		Colasterion.
১৬৪৯ (ফেব্রুয়ারী)	৪০	The Tenure of Kings and Magistrates.

করি সেই সময়ের উনিশ বৎসর ধরিয়া তিনি ক্রমান্বয়ে এই জাতীয় বিতর্ক, বিচার এবং প্রচারমূলক লেখাই লিখিয়াছেন, এবং যখন লিখিয়াছেন তখন ইহাকে কোনও বামহাতের লেখা বলিয়া লেখেন নাই—সমস্ত মনপ্রাণ এক করিয়া, সমস্ত এষণা, ধী-বৃত্তি এবং রচনা-কৌশলকে সযত্নভাবে প্রয়োগ করিয়াই এই লেখাগুলি লিখিয়াছেন। শেষের দিকে কিছু কিছু সনেট রচনা করা ছাড়া এই গদ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলিই হইল এই যুগের তাঁহার সাহিত্য-কৃতি।

ইটালি-ভ্রমণকে উপলক্ষ করিয়া মিল্টন পনের মাসের মত বিদেশে ছিলেন। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরেই তিনি ল্যাটিন ভাষায় 'এপিটাফিউম্ ডামোনিজ্' (*Epitaphium Damonis*) নামক একটি দীর্ঘ শোকগাথা রচনা করেন; ইহার মধ্যে তিনি তাঁহার ছাত্র-জীবনের বন্ধু 'দিওদ্যাতি'র (*Diodati*) মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন। ইহার পরেই দেখা দিল যেন একটা সাময়িক স্তব্ধতা; এই স্তব্ধতার ভিতরেই বোধহয় মিল্টন তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মপন্থা বাছিয়া লইতেছিলেন। আমরা মিল্টনকে কবি বলিয়াই জানি; বিশ্ব-সাহিত্যে—শুধু বিশ্ব-সাহিত্যে নয়—বিশ্বমানবের সমাজ সংস্কৃতি ও অধ্যাত্ম-জীবনের বিবর্তনের ইতিহাসেই মিল্টনের এপিক-দ্বয় 'প্যারাডাইজ্ লস্ট্' ও 'প্যারাডাইজ রিগেইন্ড্'-কে আমরা অনন্যসাধারণ দান বলিয়া গ্রহণ করি। সেই মহাকবি তাঁহার জীবনের এই স্বর্ণ যুগটিতে কাব্য-কবিতা হইতে সম্পূর্ণ বিদায় লইবেন—এমনকি নিরাসক্ত বিদ্যানুশীলন হইতেও বিদায় লইবেন—তিনি এই সব

১৬৪৯ (মার্চ)	৪০	Observation upon the Article of Peace.
১৬৪৯ (অক্টোবর)	৪০	Eikonoklastes.
১৬৫১ (মার্চ)	৪২	Defensio pro Populo Anglicano
১৬৫৪ [illegible]	৪৫	Defensio Secunda.
১৬৫৫	৪৬	Defensio pro Se.
১৬৫৫	৪৬	The History of Britain (১৬৭০ খৃঃ অব্দে প্রথম প্রকাশিত)
		De Doctrine Christiana (১৮২৫ খৃঃ অব্দে প্রথম প্রকাশিত)
১৬৫৯ (ফেব্রুয়ারী)	৫০	A Treatise of Civil power.
১৬৫৯ (আগস্ট)	৫০	Considerations Touching the Likiest Means.
১৬৫৯ (অক্টোবর)	৫০	On the Ruptures of the Commonweath.
১৬৬০ (মে)	৫১	Ready and Easy Way to establish a Free Commonwealth.

ছাড়িয়া সুদীর্ঘ উনিশ বৎসরের জন্য বহির্জীবনের উত্তেজনাময় এবং আবিলতাময় আন্দোলন সমূহের সহিত নিজেকে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করিয়া ফেলিবেন, ইহা স্বাভাবিকভাবে আমাদের কাছে অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। মিল্টনের অনুরাগী সমঝদারগণ তাই অধিকাংশেই এই মত প্রকাশ করিবেন যে মিল্টন তৎকালীন সর্বপ্রকার আন্দোলন মতবিরোধ এবং দলাদলির মধ্যে এমনভাবে জড়াইয়া পড়িয়া ভাল করেন নাই; তদপেক্ষা তিনি নিজেকে এই সকল ঘূর্ণাবর্ত হইতে সরাইয়া লইয়া নিভৃতে নিজেকে অনন্যমনা-ভাবে বাণীর সাধনাতেই যদি নিযুক্ত রাখিতেন তবে জগতে তিনি এমন হয়ত আরও অনেক কিছু দান করিতে পারিতেন যাহা মানুষের চিত্তকে মহিমান্বিত সমুন্নতি লাভের জন্য আরও সমুৎসুক করিয়া রাখিতে পারিত।

কিন্তু দেখা যাইতেছে, মিল্টনের জীবন-দেবতা তাঁহাকে অন্য পথে পরিচালিত করিয়াছেন। একেবারে বিপথেই ঠেলিয়া দিয়াছেন কি-না সে-কথা আজ নিশ্চিত করিয়া কে বলিবে? আমরা আজ যে-হিসাব করিয়া যে-বিচার করিতেছি সেই হিসাবই হয়ত ভুল। মিল্টন এই জীবন-সংগ্রামের ধূলি-ক্লিন্ন দিকটিকে সযত্নে পরিহারপূর্বক নিজেকে যদি বৃহত্তর সমাজ-জীবন হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতেন, শুধু মননহীন কর্মহীন প্রধাবদ্ধ বাণী-আরাধনাতেই নিজেকে একনিষ্ঠ করিবার চেষ্টা করিতেন তবে হয়ত অলস-কল্পনার বিলাস-ব্যসনে রচিত কতগুলি স্বাদ গন্ধহীন ছন্দ-মিলযুক্ত জিনিস পাইতে পারিতাম; তাহার বিপুল পরিমাণ হয়ত নিতান্ত স্বল্পকালস্থায়ী নিছক ঐতিহাসিক তথ্যেই নিবদ্ধ হইয়া থাকিত, মানুষের জীবনে তাহা কোনও সত্যমূল্য লাভ করিত না। যে-কাব্য পদে পদে আমাদের দেহমনকে অনুরণিত করিয়া আমাদের চেতনাকে ঘনীভূত করিয়া তোলে বিশ্বজীবনের গভীরতম বোধে—যে-কাব্য আবার সেই তীব্র ঘনীভূত চেতনাকে মুক্তি দেয় নিখিল শূন্যের সীমাহীন প্রসারে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের কাল-পরিধিতে, সে-জাতীয় কাব্যরচনার জন্য যে প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল তাহার জন্য মিল্টনের জীবন-দেবতা হয়ত এই দীর্ঘ উনিশ বৎসরের রূঢ় জীবন-চর্চাকে অপরিহার্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। জীবনের যে অভিজ্ঞতা, অন্তর্দৃষ্টি, মানব-চরিত্র বিষয়ে যে বিশ্লেষণী শক্তি ও প্রজ্ঞা—মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, উত্থান-পতনের পশ্চাতে রহিয়াছে যে-সকল গভীর প্রশ্ন—এই সকল বিষয়ে বাস্তব জীবনে দীর্ঘ দিনের বিষামৃতময় সত্যানুভূতি ব্যতীত, বিশেষ জাতির মানুষের জীবনের বিশেষ বিশেষ ক্ষণে-নিবদ্ধ সমস্যাগুলিকে চিরন্তন মানবের শুভাশুভের আলোকে গ্রহণ করিবার অনুশীলন ব্যতীত 'প্যারাডাইজ,

লস্ট্' এবং 'প্যারাডাইজ্ রিগেইন্ড্'-এর মত মহাকাব্য এবং 'স্যাম্সন্ অ্যাগো-নিস্টস্'-এর মত নাটক হয়ত রচিত নাও হইতে পারিত।*

মিল্টনের 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা' দীর্ঘ ভাষণের ভঙ্গিতে লিখিত একটি আবেদন। যে ভাষণের ভঙ্গি এখানে মিল্টন গ্রহণ করিয়াছেন তাহা কোনও মনোরঞ্জনের জন্য কল্পিত বা তথ্য সরবরাহের জন্য রচিত ভাষণ নহে, ইহা হইল চিত্ত-পরিবর্তনের দ্বারা কর্মে প্রণোদিত করিবার ভাষণ। এই ভাষণ-ভঙ্গিতে রচিত আবেদনের লক্ষ্য হইলেন তৎকালীন ইংলণ্ডের বিধান-সংসদের সদস্যগণ, অর্থাৎ তৎকালীন উচ্চতন বিধানসভা (লর্ড-সভা) এবং লোক-সভা (কমন্স-সভা) এই উভয় সভার সদস্যগণ। গ্রন্থমুদ্রণ-নিয়ন্ত্রণের জন্য তৎকালে ইংলণ্ডের বিধান-সভা যে অনুজ্ঞাপত্র-দানের (licensing) আদেশ জারি করিয়াছিলেন সেই আদেশের বিরুদ্ধেই হইল এই আবেদন। 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা' নামটিই মিল্টন গ্রীক হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীসের উচ্চতম বিচারালয়ের বিচারকগণই ছিলেন রাষ্ট্রীয় বিধানকর্তা; তাঁহাদের সভার অধিবেশন বসিত অ্যারিওপ্যাগাস্ (Areopagus) পর্বতে; এই জন্য সেই গ্রীক্ বিধান-সংসদকেই বলা হইত Areopagos; ইহা হইতে তৎকালীন ইংলণ্ডের বিধান-সংসদের নিকটে মিল্টন যে দীর্ঘ আবেদন জানাইলেন তাহার নামও দিলেন 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'। বিধান-সংসদের সদস্যগণকে লক্ষ্য করিয়া ভাষণের ভঙ্গিতে এই দীর্ঘ আবেদন রচনার কৌশলটিতেও মিল্টন একজন গ্রীক্ মনীষীর নিকট হইতে প্রভাব গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, তিনি হইলেন আইসোক্র্যাটিস্ (Isokrates); তিনি ৪৩৬ হইতে ৩৩৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের লোক। মিল্টন তাঁহার বর্তমান লেখার প্রথম দিকেই অতি সশ্রদ্ধভাবে এই মনীষীর উল্লেখ করিয়াছেন। সেখানে তিনি বলিয়াছেন, "সেই সকল (গ্রীক্) মনীষীর মধ্যে আমি বিশেষ করিয়া একজনের নাম উল্লেখ করিতে পারি; তিনি তাঁহার নিজের গৃহ হইতে এথেন্স-এর বিধান-সংসদে এমন একখানি লিপি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যাহার ফলে সংসদ তাহার মত পরিবর্তন করিয়া তৎকালে প্রচলিত গণতন্ত্রের রূপ বদলাইয়া দিয়াছিল।" আইসোক্র্যাটিস্ যখন তাঁহার আবেদন-পুস্তিকা রচনা করেন তখন গ্রীক্দের ইতিহাসে একটি সঙ্কটময় কাল দেখা দিয়াছিল; আইসোক্র্যাটিস্-এর মনে হইয়াছিল, এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় ছিল গ্রীসের প্রাচীন গণতন্ত্র ব্যবস্থাকেই পুনরায় প্রবর্তিত করা; তাহারই জন্য সুপারিশ করিয়া

* এ-বিষয়ে মিল্টনের *Defensio Secunda* দ্রষ্টব্য।

তিনি বিধান-সংসদের সভাগণকে উদ্দেশ্য করিয়া এই আবেদন রচনা করেন। এই আবেদনে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গিয়াছিল, বিধান-সংসদের সদস্যগণ তাঁহার উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আইসোক্র্যাটিসের চেষ্টার সঙ্গে মিল্টনের চেষ্টার মিল এইখানে যে উভয়েই ব্যক্তিগতভাবেই এই আবেদন রচনা করিয়াছেন—উভয়েই বিধান-সংসদের সদস্যগণকে লক্ষ্য করিয়া ইহা রচনা করিয়াছেন; কিন্তু বিষয়বস্তুতে উভয়ের মধ্যে মস্ত-বড় একটা পার্থক্যও লক্ষ্য করা যাইতে পারে; সে পার্থক্য হইল এই যে, আইসোক্র্যাটিস্ আবেদন জানাইয়াছিলেন প্রাচীন একটি বিধানকে পুনরায় চালু করাইবার জন্য, আর মিল্টন আবেদন জানাইয়াছিলেন মুদ্রাযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রচারিত আদেশটির রদ করাইবার জন্য। আইসোক্র্যাটিসের আবেদনের সাড়া সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গিয়াছিল; মিল্টনের আবেদনে সদ্য কোনও ফল ঘটে নাই।

এইবারে আমরা মিল্টনের 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা' গ্রন্থের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত পরিচয় দিতে পারি। ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুন তারিখে ইংলণ্ডের তদানীন্তন বিধান-সংসদ (লর্ড-সভা ও কমন্স-সভা—উভয় সভার সদস্যগণের মতানুক্রমেই) ইংলণ্ডের সকল গ্রন্থ-মুদ্রণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া এক আদেশ জারি করিল। এই আদেশের মুখ্য ধারা হইল এই যে বিধান-সংসদ কর্তৃক নির্বাচিত অনুজ্ঞা-পত্রদানকারিগণের নিকট হইতে অনুজ্ঞাপত্র লাভ না করিয়া কোনও মুদ্রালয় কোনও গ্রন্থ মুদ্রিত এবং প্রকাশিত করিতে পারিবে না। ১৪৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন হয়; তাহার পর হইতে মাঝে মাঝে রাজা-দেশের দ্বারা মুদ্রাযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করিবার বিবিধ চেষ্টা দেখা যায়। ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে গ্রন্থব্যবসায়ীর একটি সঙ্ঘ স্থাপিত হয়, ইহাকে বলা হয় 'স্টেশনার্স কোম্পানী' (Stationers' Company)। এই সঙ্ঘের অন্তর্গত লণ্ডনের ৯৭টি পুস্তক-ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের উপরে সমগ্র ইংলণ্ডের মধ্যে বই ছাপিবার ও প্রচার করিবার সর্বাধিকার দেওয়া হইল। এই কোম্পানীর সদস্য নয় এমন কাহাকেও কোনও বই মুদ্রিত এবং প্রকাশিত করিবার কোনও অধিকারই দেওয়া হইল না। পরের বৎসরে অর্থাৎ ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রাণী এলিজাবেথ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, লণ্ডনের 'স্টেশনার্স কোম্পানী' গঠিত হইয়াছিল ক্যাথলিক ধর্মে বিশ্বাসী রাণী মেরীর কালে; প্রোটেস্ট্যান্ট্-ধর্মে বিশ্বাসী রাণী এলিজাবেথ এই 'স্টেশনার্স কোম্পানী'র নিয়ন্ত্রণ-অধিকারে নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এ-বিষয়ে যে সরকারী বিধান জারি করা হইল তাহাতে বলা হইল যে বই মুদ্রণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের কাহারও নিকট হইতে অনুজ্ঞাপত্র

লাভ করিতে হইবে : (১) স্বয়ং রাণী; (২) প্রিভিকাউন্সিলের ছয়জন সভ্য; (৩) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য (Chancellor) ; (৪) ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য; (৫) ক্যাণ্টারবেরীর আর্চবিশপ; (৬) ইয়োর্কের আর্চবিশপ; (৭) লণ্ডনের বিশপ; (৮) যেখানে বই মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইবে সেখানকার বিশপ।

১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 'স্টার চেম্বার'-এর (Star-Chamber) একটি ডিক্রি দ্বারা উপরি-উক্ত বিধান সমর্থিত হইল। এই 'স্টার-চেম্বার' হইল রাজা সপ্তম হেনরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি জবরদস্ত বিচারালয়; রাজার বিরোধী যে-সকল দুর্ধর্ষ ব্যারণগণকে সাধারণ বিচারালয়ে বিচার করা যাইত না তাঁহাদের বিচারের জন্য প্রচণ্ড ক্ষমতাশালী এই বিশেষ বিচারালয়ের প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিচারের নামে স্বেচ্ছাচারিতার জন্য এই 'স্টার-চেম্বার' শীঘ্রই কুখ্যাত হইয়া ওঠে। ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এই 'স্টার-চেম্বার' মুদ্রণ-নিয়ন্ত্রণ-বিষয়ে অনেকগুলি ধারা সম্বলিত একটি নূতন ডিক্রি জারি করিলেন। তাহাতে বলা হইল যে লণ্ডনের 'স্টেশনার্স কোম্পানী'র অন্তর্গত যে-সকল প্রেস আছে তাহা ব্যতীত অক্সফোর্ডে একটি এবং কেম্ব্রিজে একটি প্রেস থাকিতে পারিবে; আর পূর্বে মুদ্রণের অনুজ্ঞাপত্রদানের ভার যে আটজনের উপরে ছিল তাহার বদলে এই ভার শুধু দুইজন মাত্র লোকের উপরে থাকিবে,—একজন হইলেন ক্যাণ্টারবেরীর আর্চবিশপ, অপরজন হইলেন লণ্ডনের বিশপ। প্রথম জেমস্-এর রাজত্বকালে এবং প্রথম চার্লস্-এর রাজত্বের প্রথম দিকে ক্যাণ্টারবেরীর আর্চবিশপ এবং লণ্ডনের বিশপের উপরেই এই অনুজ্ঞাপত্র-দানের সর্বময়-কর্তৃত্ব ন্যস্ত ছিল। ১৬২৭ হইতে ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তৎকালীন লণ্ডনের বিশপ লড্ (Laud) একাই সব কাজ করিতেন মনে হয়।* ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এই অনুজ্ঞাপত্র-দানের ব্যাপারে গ্রন্থমুদ্রণ-নিয়ন্ত্রণ-ব্যাপারে খানিকটা দায়িত্বের ভাগাভাগি দেখা দিল; বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসগুলিতে মুদ্রিত বইগুলি অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজের উপাচার্যগণ অনুমোদন করিতেন; কোন কোন ক্ষেত্রে বিচারকগণ এবং কোন কোন দায়িত্বশীল কর্মচারীও অনুজ্ঞাপত্র দান করিতেন; মনে হয়, ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এ-বিষয়ে নানাভাবে শিথিলতা দেখা দিল, কিছু কিছু অননুমোদিত প্রেসও গোপনে পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করিতে লাগিল। ইহা রোধ করিবার জন্য 'স্টার-চেম্বার' ১৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দের বিধানকে আরও পাকা-পোক্ত করিয়া তুলিল;

* এই বিষয়ে তথ্যগুলি মোটামুটি স্যর্ রিচার্ড সি. জেব্ব্ (Sir Richard C. Jebb) কর্তৃক সম্পাদিত 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'র ভূমিকা হইতে গৃহীত।

নব-বিধানের অনুবন্ধে বলা হইল, নানাপ্রকারের মিথ্যাকুৎসাপূর্ণ এবং রাজদ্রোহ-মূলক গ্রন্থ অবৈধভাবে মুদ্রিত হইতেছে; বিনা-অনুমোদনে আরও অনেক পুস্তক ও প্রবন্ধ ছাপা হইতেছে—ফলে চার্চ ও রাষ্ট্র উভয় ক্ষেত্রেই শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে; এই শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা রোধ করিবার জনাই বিস্তৃত ব্যবস্থা করা হইল।

১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে 'স্টার-চেম্বার' উঠিয়া গেল; তখন মুদ্রাণালয়-নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পার্লিয়ামেণ্টের উপরেই পড়িল। পার্লিয়ামেণ্ট এই কার্যের জন্য বিশজন অনুজ্ঞা-পত্র-দানকারী লইয়া গঠিত একটি 'পরীক্ষণ-সমিতি' (Committee for Examination) নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট প্রেসবিটেরিয়ান্ (Presbyterian) গণের কর্তৃত্বাধীনে ছিল। ইঁহারা প্রোটেস্টাণ্ট মতাবলম্বী ছিলেন এবং ক্যাথলিক যাজক-তন্ত্রের বিরোধী ছিলেন। রোম্যান্ ক্যাথলিকগণ চার্চের পরিচালনা-ব্যাপারে পুরোহিতগণ বা যাজকগণের উপরে সর্বময় কর্তৃত্ব নাস্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। পুরোহিতগণের ভিতরে একটি ক্রমপ্রধান্য এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া ক্রমাধিকারের ব্যবস্থা ছিল; সেই ব্যবস্থা-নুযায়ীই চার্চের কর্তৃত্বব্যবস্থাও পুরোহিতসম্প্রদায়ের মধ্যেই বণ্টন করিয়া দেওয়া ছিল; ইহাই তৎকালীন Episcopalian মত বা Prelacy বা পুরোহিত-তন্ত্র। প্রেসবিটারগণ চার্চের পরিচালনায় এইভাবে পুরোহিতগণের একাধিপত্যের নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। প্রথমতঃ চার্চের ব্যাপারে রোমের পোপের সর্বোচ্চকর্তৃত্বা-ধিকারকে তাঁহারা অস্বীকার করিতেন; দ্বিতীয়তঃ তাঁহাদের মত ছিল এই যে, চার্চের পরিচালনায় কর্তৃত্বভার থাকিবে স্থানীয় বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানবৃদ্ধ এবং ধর্মবৃদ্ধগণের একটি সঙ্ঘের উপরে। এই প্রেসবিটারগণ সংস্কার-আন্দোলনের (Reformation) পক্ষপাতী ছিলেন বটে, কিন্তু ইঁহাদেরই পাশাপাশি আর একটি দল গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাঁহারা আবার সংস্কারেরও সংস্কারের (Reformation of the Reformation) পক্ষপাতী ছিলেন; ইঁহারা নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন স্বতন্ত্র-দল (Independent)। যে পর্যন্ত পুরোহিত-তন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া চার্চ-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এবং রাষ্ট্র-শাসনের ক্ষেত্রে পুরোহিত-তন্ত্রকে বিলুপ্ত করিয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছিল তখন পর্যন্ত এই প্রেসবিটারগণ এবং ইন্-ডিপেণ্ডেণ্ট্‌গণ একযোগে ছিলেন। তখন পুরোহিত-তন্ত্রের পক্ষ হইতে প্রেসের স্বাধীনতার হস্তক্ষেপের বিন্দুমাত্র চেষ্টা হইলে প্রেসবিটারগণ এবং ইন্‌ডিপেণ্ডেণ্ট্‌গণ সমভাবে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া ইহার প্রতিবাদ করিতেন। কিন্তু পুরোহিত-তন্ত্রকে পরাভূত করিয়া নাকচ করিয়া দিতে পারিবার পরে প্রেস-

বিটারগণই যখন শাসনক্ষমতা হাতে পাইলেন তখন তাঁহারা আবার বিরুদ্ধবাদিগণের সমালোচনায় এবং আক্রমণে অত্যন্ত অস্বাস্তিবোধ করিতে লাগিলেন এবং মুদ্রাযন্ত্র-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতে লাগিলেন। আস্তে আস্তে স্বতন্ত্রবাদিগণ প্রেসবিটারগণের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিতে লাগিলেন; আর তৎকালীন বিচক্ষণ এবং প্রগতিবাদী চিন্তানায়কগণ এবং লেখকগণ অধিকাংশই ছিলেন স্বতন্ত্রবাদী; সুতরাং মুখ্যতঃ এই স্বতন্ত্রবাদিগণের কঠোর-সমালোচনা এবং রাজদ্রোহ-প্রচার ও দলগত বিদ্বেষ-প্রচার বন্ধ করিবার মানসে পার্লিয়ামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রেসবিটারগণ মুদ্রাযন্ত্র এবং গ্রন্থ নিয়ন্ত্রণের জন্য নূতন করিয়া আইন জারি করিলেন। ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী যে কমন্স-সভার আদেশ বাহির হইল তাহার মর্ম হইল লণ্ডনের 'স্টেশনার্স কোম্পানী'র অন্তর্ভুক্ত সকল মুদ্রণব্যবসায়ীদের সতর্ক করিয়া দেওয়া কেহ যাহাতে লেখকের মত না লইয়া কোনও লেখা মুদ্রণ বা পুনর্মুদ্রণ না করে; করিলে দণ্ডনীয় হইতে হইবে। ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মার্চ আবার একটি আদেশ বাহির হইল; তাহাতে বলা হইল পূর্বোক্ত বিশজন অনুজ্ঞাপত্র-দানকারী লইয়া যে 'পরীক্ষণ-সমিতি' নিযুক্ত করা হইয়াছে, সেই সমিতি, অথবা তাহার মধ্যে যে-কোনও চারি জন সদস্য কোথায়ও অবৈধ গোপন মুদ্রণালয় আছে এবং সেখান হইতে রাজা বা পার্লিয়ামেণ্টের দুইটি সভার কার্য-কলাপ সম্বন্ধে কুৎসা-জনক অপবাদ প্রচার করিতেছে এইরূপ সন্দেহ করিলে সেই স্থান খানা-তল্লাসীর ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, সেখানে প্রাপ্ত সকল পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন, মুদ্রাকরগণকে ধরিয়া আনিতে পারিবেন। ইহার পরে আরও আঁটঘাট-বাঁধা বিস্তারিত আদেশ বাহির হইল লর্ড-সভা এবং কমন্স-সভা—এই দুই সভারই ঐকমত্যে; ইহাই হইল ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুন তারিখের আদেশ—প্রত্যক্ষভাবে সেই আদেশের প্রতিবাদে লিখিত মিল্টনের এই 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'। এই আদেশের অনুবন্ধেও সেই সময়ে কিছু দিন ধরিয়া নানাপ্রকারের মিথ্যা, জাল, অশ্লীল, রাজদ্রোহিতাপূর্ণ, ব্যক্তিগতকুৎসাপূর্ণ অননুমোদিত প্রবন্ধ, পুস্তিকা ও বই ছাপিয়া ধর্ম ও রাষ্ট্রের যে মানহানি করা হইতেছিল এবং তাহা দ্বারা যে মুদ্রণক্ষমতার অপব্যবহার হইতেছিল—যে বিশৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছিল তাহার উল্লেখ করা হয়। এই সকলের নিরোধকল্পে বিশজন অনুজ্ঞাপত্র-দানকারি-গঠিত 'পরীক্ষণ-সমিতি'র ক্ষমতা নানারূপে বাড়াইয়া দেওয়া হইল, এবং এই বিশজনের সতর্ক পরীক্ষণ ব্যতীত কোনও কিছুই যাহাতে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত না হইতে পারে, ইঁহাদের অনুমোদন ব্যতীত কোনও বিদেশী বইও যাহাতে ইংলণ্ডে প্রচারিত না হইতে পারে—এই সমস্ত

বিষয়ে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার বিরুদ্ধে মিল্টনের আবেদন-রূপে তীব্র প্রতিবাদ তখনকার জন্য প্রত্যক্ষভাবে কোনও ফল-প্রসব করিতে পারে নাই; তবে সমগ্র জাতীয় মানসের পরিবর্তনে নিশ্চয়ই পরোক্ষ-ভাবে ইহা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আমরা দেখিতে পাই, নানারূপ রাজনৈতিক পরিবর্তনের ভিতর দিয়া ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রেস-নিয়ন্ত্রণের সর্ববিধিই উঠিয়া গিয়া ইংলণ্ডের প্রেস মুদ্রণবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিল।

আপাতদৃষ্টিতে মুদ্রণ-নিয়ন্ত্রণ এবং তৎসঙ্গে লেখক-নিয়ন্ত্রণের যে সরকারী অভিসন্ধি তাহা রোধ করাই হইল মিল্টনের 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা' গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য; সুতরাং গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য কতখানি সফল হইয়াছে তাহা বিচার করিতে গিয়া মুদ্রণ-নিয়ন্ত্রণের আইন রদ হইল কি-না সেই প্রশ্নই বড় হইয়া দেখা দিতে পারে। কিন্তু 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা' গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে মনে হইবে মুদ্রণ বা গ্রন্থ-নিয়ন্ত্রণ উপলক্ষ্য মাত্র হইয়া উঠিয়াছে; বিষয়ের মধ্যে একবার প্রবেশ করিয়া মিল্টন সমস্যাটির স্থানীয় রূপ এবং সাময়িক রূপ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অতিক্রম করিয়া গিয়া ইহাকে একটি সার্বজনিক এবং সার্বকালিক রূপ দিয়াছেন; সমস্যাটি শেষ অবধি দাঁড়াইল নিত্যকালের মানুষের জীবনের একটা মৌলিক সমস্যা; প্রশ্নটা গিয়া দাঁড়াইল স্বাধীনতার প্রশ্ন—দেহ-মনের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য সর্বপ্রকারের মুক্তির প্রশ্ন। এ-ক্ষেত্রে মিল্টনের কবিধর্ম এবং তাঁহার প্রাবন্ধিক ধর্ম একসূত্রে গ্রথিত দেখিতে পাই; অথবা বলিতে পারি, তাঁহার প্রবন্ধ-নিবন্ধের মধ্যে যে বিশিষ্টধর্মের ইঙ্গিত—তাঁহার পরিণত বয়সের কাব্যের মধ্যে তাঁহারই সর্বাবয়ব পরিণতি। তাই তাঁহার মহাকাব্য 'প্যারাডাইজ্ লস্ট্' এবং 'প্যারাডাইজ্ রিগেইন্ড'-এর মধ্যেও দেখিতে পাই, কতকগুলি যুগসত্যকেই তিনি কি করিয়া চিরন্তন মানবসত্যের রূপ দান করিয়াছেন।

মিল্টনের এই 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা' গ্রন্থ সম্বন্ধে কোনও সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে গ্রন্থ মধ্যে তাঁহার বক্তব্যের একটি সার-সঙ্কলন দিবার প্রয়োজন মনে করি; নতুবা এ-ক্ষেত্রে মিল্টনের লেখক-মানস সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হইবে না।

আলোচ্য গ্রন্থে মিল্টনের সমগ্র বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন প্রসঙ্গে ভাগ করিলে মোটামুটি এই রূপে গিয়া দাঁড়ায় :—

উপক্রমণিকা

মুদ্রণ-নিয়ন্ত্রণের পূর্ব পূর্ব ইতিহাস

সাধারণভাবে গ্রন্থের প্রয়োজন ও ব্যবহার

বর্তমান মুদ্রণ-নিয়ন্ত্রণ-বিধির বিরুদ্ধে যুক্তি

(১) অভীপ্সিত উদ্দেশ্য-সাধনে এই আদেশ ব্যর্থ হইবে

(২) ইহা ইংরেজ জাতি—তথা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে ক্ষতিকর

কারণ :—

(ক) ইহা বিদ্যানুশীলনে অবনতি ঘটাইবে

(খ) ইহা সমগ্র ইংরেজ জাতির অপমান-স্বরূপ

(গ) ইহা মন্ত্রি-সভাকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছে

(ঘ) এ আদেশ সত্যের ঘোর পরিপন্থী

উপসংহার।

উপক্রমণিকায় মিল্টন প্রথমেই বলিতে চাহিয়াছেন যে, একজন সাধারণ লোক হইয়া ব্যক্তিগতভাবে দেশের রাষ্ট্রনায়কবর্গের নিকটে এই-জাতীয় একটি আবেদন জানাইতে সব লোকই স্বভাবতঃ একটু ভাব-বিচলিত হন; বর্তমান ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার অন্তরে একটি উন্মাদক প্রেরণা অনুভব করিতেছেন; সে প্রেরণার মূল কারণ হইল ব্যক্তির ও সমগ্র জাতির স্বাধীনতার—সর্ববিধ মুক্তির তীব্র আকাঙ্ক্ষা। একটি মুক্ত স্বাধীন সাধারণ-তন্ত্র সম্বন্ধে মিল্টন কখনও আশা করেন না যে সেখানে কখনও কোনও অভিযোগ থাকিবে না; কিন্তু অভিযোগ থাকিলে তাহা সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার সহিত শোনা হইবে এবং যথাসম্ভব তাহার প্রতিকার করা হইবে—ইহাই হইল স্বাধীনতার তাৎপর্য। তৎকালীন ইংলণ্ড এই-জাতীয় স্বাধীনতায়ই গৌরবোজ্জ্বল ছিল বলিয়া মিল্টনের ধারণা।

উচ্চপদস্থ সংব্যক্তিগণের কার্য-কলাপ সম্বন্ধে যদি কোনও সশ্রদ্ধ সমালোচনা করা হয় তবে তাহা তাঁহাদের অগৌরবের নয়; মিল্টনের এই সমালোচনাও তাই বিশুদ্ধ অপ্রশংসা বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত নয়। প্রশংসার নামে তিনি তোষামোদ বা চাটুকারিতার পক্ষপাতী নন; এই জনাই বিশপ হল যখন বিধান-সংসদের সদস্যগণকে সস্তা চাটুবাক্যে তুষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন মিল্টন তখন তাঁহার কঠোর সমালোচনা করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লেখক মাননীয় সদস্যগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন,—আমি মুদ্রণ-নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে যে একটি আদেশের পুনর্বিচারের জন্য যুক্তিপূর্ণ আবেদন উপস্থিত করিতেছি সেই বিষয়ে বিধান-সংসদের মাননীয় সদস্যগণ যদি অকুণ্ঠ পুনর্বিচারের নীতি গ্রহণ করেন তবে জনসাধারণও এই ভাবিয়া আনন্দিত হইবেন যে পূর্বতন রাজপুরুষেরা যেখানে তোষামোদের দ্বারাই প্রীতিলাভ করিতেন আপনারা সেখানে প্রীতিলাভ করেন যুক্তিপূর্ণ পরামর্শ-উপদেশের দ্বারা। আপনাদের বর্তমানের সকল

বিজয়-গর্ব, শক্তি-সফলতা, গৌরব-প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও যদি জনসাধারণের অভিযোগ ও পরামর্শ শান্তমনে সহিষ্ণুভাবে আপনারা শুনিতে ও সে-সম্বন্ধে সুবিবেচনা করিতে পারেন তবে আপনাদের যথার্থ মর্যাদা সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস বাড়িয়াই যাইবে। আপনারা যে অন্ধকার যুগের হূনজনোচিত বা গথজনোচিত একনায়কত্বের বর্বর মদান্ধতা অপেক্ষা প্রাচীন গ্রীক্‌গণের অভিজাত মানবতার অনুকরণই শ্লাঘ্য বলিয়া বিবেচনা করেন ইহাই আপনাদের মহত্ত্বের সূচক। এই প্রাচীন গ্রীসের একজন মনীষী (আইসোক্র্যাটিস্) তাঁহার নিজের ঘর হইতে একখানি লিপি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন এথেন্স্-এর তৎকালীন বিধান-সংসদে, এবং তাহার ফলে সেই বিধান-সংসদ্ তাঁহার মত পরিবর্তন করিয়া প্রচলিত গণতন্ত্রের রূপ বদলাইয়া দিয়াছিল। অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতে পারে প্রাচীনকালে যথার্থ জ্ঞানী মনীষিগণ স্বদেশে এবং বিদেশে এমন সমভাবে সম্মানিত হইতেন যে তাঁহাদের মৃদুভর্ৎসনাযুক্ত উপদেশ রাষ্ট্রনায়কগণ শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ করিতেন। আমি পূর্ববর্তিগণের তুলনায় নিকৃষ্ট হইতে পারি, কিন্তু আমার ভরসা এই, আপনারা যে পূর্ববর্তী রাষ্ট্রনায়কগণের তুলনায় মহত্তর! যুক্তির বাণী যে-কোনও প্রান্ত হইতে উচ্চারিত হউক, আপনাদের বিচক্ষণ প্রাণ যে তখনই তাহা গ্রহণ করে এবং তদনুসারে যে-কোনও প্রকার পরিবর্তনাদিতে প্রবৃত্ত করে এইখানেই ত আপনাদের মহত্তরত্ব। আপনাদের সত্যনিষ্ঠা ও বিচারের সততা দ্বারা—মুদ্রণ-নিয়ন্ত্রণ-বিষয়ক আপনাদের আদেশের পুনর্বিচারের দ্বারাই আজ আপনারা সেই মহত্ত্বের পরিচয় দিতে পারেন। বই-সম্বন্ধে অনুজ্ঞাপত্র-দানের যে আদেশ আপনারা জারি করিয়াছেন তাহার বিষয়ে আমার প্রথম বক্তব্য হইল এই যে, যাঁহারা এই বিধির উদ্ভাবক তাঁহাদিগকে নিজেদের লোক বলিয়া আপনাদের মধ্যে গ্রহণ করিতেই আপনারা ঘৃণা বোধ করিবেন। দ্বিতীয়তঃ আমি আলোচনা করিব, গ্রন্থ পড়া বিষয়ে আমাদের সাধারণভাবে কি মনোভাব থাকা উচিত; তৃতীয়তঃ আমি দেখাইব, আপনাদের এই আদেশ রাজদ্রোহমূলক এবং কুৎসাপূর্ণ গ্রন্থ দমন করিতে কোন সহায়তা করিবে না; আর সর্বশেষে দেখাইব, এ আদেশ সর্বপ্রকার জ্ঞানসাধনারই পরিপন্থী হইয়া উঠিবে; ইহা প্রজ্ঞার নবাবিষ্কারের চেষ্টা রুদ্ধ এবং অবনমিত করিয়া দিবে।

এই উপক্রমণিকার পরে মিল্টন দ্বিতীয় প্রসঙ্গে, অর্থাৎ মুদ্রণ-নিয়ন্ত্রণের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার প্রথমেই তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, মানুষের চরিত্র বা ক্রিয়া-কলাপ সতর্কদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণের যেমন প্রয়োজন রহিয়াছে, বই সম্বন্ধেও তাহাই। বই কতকগুলি মৃত বস্তু নয়; যে সব

আত্মা হইতে এগুলি প্রসূত তাহাদের মধ্যে যেরূপ প্রাণস্পন্দন রহিয়াছে, এ-গুলির মধ্যেও সেরূপ। কিন্তু একদিক হইতে একখানা বই একটি জীবন্ত মানুষ হইতেও বেশি; একখানি ভাল বই হইল একটি মহৎ আত্মার প্রাণ-নির্যাস, তাহা ইহজীবন অতিক্রম করিয়া জীবনান্তরের ইঙ্গিত বহন করে। যে একখানি ভাল বইকে মারিয়া ফেলে সে একটি পাঞ্চভৌতিক দেহকে বিনষ্ট করে না, বিনষ্ট করে মানুষের মূল প্রাণসত্তাকে—ধ্বংস করে মানুষের বুদ্ধিকে; প্রাণ হনন না করিয়া সেখানে অমরত্বকেই হনন করা হয়।

ঐতিহাসিক তথ্য সমস্ত আলোচনা করিয়া মিল্টন দেখাইলেন, প্রাচীন সভ্যতার ও সংস্কৃতির লীলাভূমি গ্রীসে ও রোমে শুধু দুই জাতীয় বইকেই নিয়ন্ত্রিত করা হইত, এক হইল ধর্মবিদ্বেষী এবং নাস্তিক্যবাদী বই, অপর হইল কুৎসাপূর্ণ বই। কিন্তু এই নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট ধীরতা এবং সতর্কতা গ্রহণ করা হইত। বই নিয়ন্ত্রণের ব্যাপক ব্যবস্থা চালু হইল রোমে স্বৈরাচারী পোপাধিপত্যের পর হইতে; পোপবাদিগণের ট্রেণ্টে (Trent) যে সম্মেলন সেইখানেই ইহাকে পাকা-পোক্ত করিয়া তোলা হয়। ইহার সহিত আবার যুক্ত হইল সর্বঘৃণ্য স্পেনীয় ধর্মসম্পর্কিত তদন্ত-বিচার প্রথা (Inquisition)। এই পোপবাদী পুরোহিত-সম্প্রদায়ের কুখ্যাত ট্রেণ্ট-সম্মেলন এবং স্পেনের ঘৃণ্য ধর্মীয় তদন্ত-বিচার-বিধি—এই দুই পাপানুষ্ঠান মিলিয়া বই-নিয়ন্ত্রণের নামে মানুষের স্বাধীনতা খর্ব করিবার অপচেষ্টাকে চালু করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই অপচেষ্টাই প্রথমে ভূতের মতন পাইয়া বসিয়াছিল ইংলণ্ডের স্বৈরাচারী পুরোহিত-সম্প্রদায়কে; এখন আবার তাহা আস্তে আস্তে আসিয়া ঘাড়ে চাপিয়াছে প্রেসবিটারগণেরও। মিল্টন বলিয়াছেন, প্রেসবিটারগণ আসলে পুরোহিতগণেরই একটি নব-সংস্করণ মাত্র।* অবশ্য বলা যাইতে পারে যে, এইভাবে অনুজ্ঞাপত্র-দানের দ্বারা বইয়ের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উদ্ভবের ইতিহাস খারাপ হইতে পারে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জিনিসটি-ত ভাল হইতে পারে। মিল্টন বলিবেন, সমস্ত জিনিসটির পশ্চাতেই একটি হীন দুরভিসন্ধি অত্যন্তভাবে প্রকট। ইহার মধ্যে ভাল যদি কিছু থাকিত তবে জগতের শ্রেষ্ঠ সাধারণতন্ত্রগুলি কেহই কেন ইহাকে কোনদিন গ্রহণ করিল না?

ইহার পরে মিল্টন আলোচনা করিয়াছেন, সাধারণভাবে মানুষের কাছে বইয়ের প্রয়োজন কি ও তাহার ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত সেই বিষয়ে। প্রথমেই তিনি

---

* মিল্টন অন্যত্র তাঁহার একটি লেখায় স্পষ্টই বলিয়াছেন, 'New presbyter is but old priest writ large' (priest শব্দটিই গ্রীক presbyteros কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ)।

বলিয়াছেন, মোজেজ, ড্যানিয়েল, পল প্রভৃতি প্রাচীন প্রাজ্ঞগণ অখ্রীষ্টানগণের সর্বপ্রকার বিদ্যাতেই পারদর্শী ছিলেন; ইহার বৈধতা এবং ঔচিত্য লইয়া প্রাচীন চার্চে হয়ত কথা উঠিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশের মতই ছিল সমর্থনের দিকে। স্বধর্মত্যাগী জুলিয়ান (Julian the Apostate) দুষ্টবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়াই খ্রীষ্টানগণের পক্ষে অখ্রীষ্টানদের বিদ্যা নিষিদ্ধ বলিয়া আদেশ জারি করিয়াছিলেন; এ কাজকে তখনকার দিনে চার্চের উপরে একটা বড় আঘাত বলিয়াই গণ্য করা হইয়াছিল। জেরোম নাকি অবশ্য একবার জ্বরবিকারের মধ্যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে সিসেরো পড়িবার জন্য তিনি তাড়িত হইতেছিলেন। কিন্তু অপরপক্ষে আবার দেখি, আলেক্‌জ্যাণ্ড্রিয়ার চার্চপুরোহিত ডাইয়োনিসিয়াস্‌কে দৈবাদেশ দেওয়া হইয়াছিল হাতে যে বই আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাই পড়িতে এবং পরে নিজেই তাহার ভালমন্দ বিচার করিতে। পিটার দৈববাণী লাভ করিয়াছিলেন,—'জাগো, পিটার,—মারো আর খাও'; এ আদেশ শুধু দেহের জন্য খাদ্য সম্বন্ধে নয়, মনের খাদ্য সম্পর্কেও। জন সেলডেন আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, ভুলের জ্ঞানই আমাদিগকে সত্যকে জানিতে সাহায্য করে। মানুষের জীবনে সংযম এবং মিতাচার সর্বপ্রধান গুণ; কিন্তু তথাপি ভগবান্ মানুষকে সর্বপ্রকারের প্রলোভনের মাঝখানে প্রাচুর্যের মাঝখানে রাখিয়া দেন,—যাহাতে প্রত্যেক মানুষই নিজের বিচার-বিবেকের দ্বারা নিজেকে তৈয়ারী করিয়া লইতে পারে। সংসারে ভাল এবং মন্দ সর্বদাই সমভাবে এবং অবিমিশ্রভাবে বর্ধিত হইতে থাকে; মানুষকে ইহার ভিতর দিয়া ভালকে সযত্নে বাছিয়া লইতে হইবে। যে গুণের কঠোর পরীক্ষা হয় নাই, মানুষের সেগুণ বিশুদ্ধ নহে—ফাঁপা।

অনিয়ন্ত্রিত অধ্যয়নের বিরুদ্ধে তিনটি আপত্তি আনা যাইতে পারে; প্রথমতঃ, ইহাদ্বারা পাপের সংক্রমণ হইতে পারে। উত্তরে বলা যাইতে পারে যে সর্বাপেক্ষা ভাল বইতেও ত অনেক সংক্রামক দোষের কথা পাওয়া যাইতে পারে; আবার সর্বাপেক্ষা খারাপ বইয়ের মধ্যেও অনেক গ্রহণীয় জিনিস পাওয়া যাইতে পারে। বিজ্ঞ যিনি তিনি আবর্জনার মধ্য হইতেও সোনা বাছিয়া লইতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, হয়ত বলা যাইতে পারে, অনর্থক প্রলোভনের বিপদের মধ্যে যাইয়া লাভ কি? তৃতীয়তঃ, অসারবস্তুতে আমরা নিজেদের নিয়োজিত করিব কেন? দুই প্রশ্নের জবাবেই একটি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে,—মনে আঘাত করিতে পারে এমন একখানি গ্রন্থও একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট প্রলোভনের বস্তুও নয়, অসারবস্তুও নয়,—এগুলি কতকগুলি ভেষজ উপাদানের মত—যাহা জীবনের প্রয়োজনীয় তীব্রক্রিয়াশীল ঔষধকে অধিকতর উপযোগী করিয়া তোলে।

ইহার পরে মিল্টন মুদ্রণ-নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রচারিত আদেশের বিরুদ্ধে তাঁহার যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই যুক্তি তিনি দুইভাবে দিয়াছেন; একদিক হইতে দেখাইয়াছেন যে, বর্তমান আদেশ ইহার উদ্দেশ্য-সাধনে কিভাবে ব্যর্থ হইবে; অন্য দিক্ হইতে দেখাইয়াছেন, এই আদেশ শুধু ইংরেজ জাতির পক্ষে নয়, সমগ্র মানবজাতির পক্ষেই কিভাবে ক্ষতিকর ও অপমানকর। এই আদেশের ব্যর্থতার দিক্ আলোচনা করিতে গিয়া মিল্টন বলিয়াছেন, পর্যালোচনাতেই দেখা গেল, গ্রন্থ-নিয়ন্ত্রণ-বিষয়ে কোথাও কোন ভাল পূর্বদৃষ্টান্ত নাই। বলা যাইতে পারে, পূর্বদৃষ্টান্ত না-ই বা থাকিল, এ সতর্কতাকে আমরা যদি নূতন আবিষ্কার করিয়া থাকি তবেই বা তাহাতে দোষ কি?—উত্তরে মিল্টন বলিবেন, পূর্বে যে এ-পন্থা কেহ গ্রহণ করেন নাই তাহাতেই বোঝা যায়, এ-পন্থা সুপন্থা নয়। প্লেটো অবশ্য তাঁহার আদর্শ সাধারণ-তন্ত্রে গ্রন্থ-অধ্যয়ন সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার নিজের আদর্শ তিনি নিজেই কাজে লাগাইতে পারেন নাই; কারণ, তিনি দেখিয়াছেন, আরও বহু বিষয়ে বিধি-নিষেধ এবং নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা না করিয়া শুধু এই বিষয়ে বিধি-নিষেধ আরোপের কোনও অর্থ হইবে না। অন্য সব প্রবেশ-দ্বারকে খোলা রাখিয়া একটি দ্বারকে বন্ধ করিয়া দিয়া কোনও লাভ নাই। অধ্যয়নকে যদি নিয়ন্ত্রিত করিতে হয় তবে সঙ্গীত, কথোপকথন, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন—সমাজ-জীবনের অন্যান্য দিকগুলিকেও নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়; তাহা সম্ভব কি?—কাল্পনিক আদর্শরাষ্ট্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া বাস্তব রাষ্ট্রের কথা বলিতে হইলে বলিব, রাষ্ট্রপরিচালনার যথার্থ নৈপুণ্য হইল এইখানে যে কোথায় মানুষকে জোর করিয়া বাধ্য করিতে হয়, আর কোথায় তাহাকে যুক্তি-পরামর্শ-উপদেশের দ্বারা প্রভাবিত করিতে হয় তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া। বিধাতা মানুষের মধ্যে অনেক রকম প্রবৃত্তি দিয়া দিয়াছেন; উদ্দেশ্য এই, সেগুলিকে মানুষ নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার দ্বারা শুদ্ধ সংযত করিয়া ব্যবহার করুক—তবে সেগুলিই মহৎগুণের উপাদান হইয়া উঠিতে পারিবে। বিধাতার যখন এই নিয়ম, বিশ্ব-প্রকৃতিরও এই নিয়ম—তখন রাষ্ট্র শুধু কেন সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে যাইবে?

ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে, আমরা আমাদের জীবনে যাহা কিছু দেখি শুনি করি কর্মাই—তাহার সবই হইল বই, কারণ সবই প্রেরণা-উপদেশের দ্বারা আমাদিগকে গড়িয়া তোলে। সেই সবকে নিয়ন্ত্রিত করিবার উপায় কি? যদি ধরা যায় যে শুধু মুদ্রিত বই নিয়ন্ত্রিত করিলেও পাপকে অনেকখানি ঠেকাইয়া রাখা যাইবে, তাহা হইলেও সরকারের পক্ষে তাহা করাও সম্ভব নয়। বহু আপত্তিকর লেখা

ইতোমধ্যেই চালু হইয়া গিয়াছে; এই-জাতীয় সব অননুমোদিত বইয়ের নিখুঁত তালিকা করা সম্ভব হইবে কি? তাহার পরে যে দলাদলি ও মতবিরোধ দমনের জন্য এই আদেশ জারি করা হইয়াছে সে সবই বা এ আদেশ বন্ধ করিবে কি করিয়া? এই ছাড়াও দলাদলি ও মতবিরোধ গড়িয়া উঠিবার ইতিহাস অনেক আছে। এই-জাতীয় বিধি-নিষেধ মানুষের চরিত্রও সংশোধন করিতে সমর্থ হয় না; যদি তাহাই হইত তবে ইটালীয়গণ এবং স্পেনীয়গণের চরিত্র অনেকখানি পরিবর্তিত হইয়া উঠিতে পারিত। সর্বশেষে, কাজের দিক্ হইতেও ইহার মুশকিলের কথা ভাবিতে হইবে; এই নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করিবেন কাহারা? কোনও অধ্যয়নশীল, বিদ্বান্ এবং বিচারশীল মনীষী কিছুতেই এই বিড়ম্বনার মধ্যে নিজেকে যুক্ত করিতে চাহিবেন না।

এইবারে এই আদেশ যে ক্ষতিসাধন করিবে তাহার কথা। প্রথমতঃ ইহা বিদ্যানুশীলনের অবনতি ঘটাইবে। যাঁহারা সত্যকারের জ্ঞানী পুরুষ—যাঁহারা সব কিছু লেখেন একটা গভীর প্রেরণা হইতে—তাঁহারা কি আর পাঠশালার বশংবদ ছাত্রের মতন অনুজ্ঞাদানকারীর শিক্ষকতায় কিছু লিখিতে রাজি হইবেন? একজন লেখক যখন বিশ্বজগৎকে লক্ষ্য করিয়া কিছু লেখেন—তখন তিনি তাঁহার সকল শক্তি সকল ধীবৃত্তিকে প্রয়োগ করিয়াই তাহা লেখেন; এই দীর্ঘদিনের তপস্যা পরিশ্রম প্রজ্ঞার পরে তাহাকে আবার তাঁহার রচনার সার্থকতার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে অত্যন্ত সাধারণ সব লোকের দ্রুত-পঠন ও ক্ষিপ্র মন্তব্যাদির জন্য? ভাল লেখকদের ক্ষেত্রে একবার অনুজ্ঞাপত্র পাইবার পরেও ত কত ভাল কথা মনে হইতে পারে; অনেকে ত অনেক সংশোধন পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজনও অনুভব করিতে পারেন; ইহার সব ব্যাপারেইত বুদ্ধিমান এবং পরিশ্রমী একজন লেখকের অনুজ্ঞাপত্র-দানকারীর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। এই সব অনুজ্ঞাপত্র-দানকারীর অনুমোদিত যত সব রদ্দিকথার বই কোনও সুরুচি-সম্পন্ন রসজ্ঞ পাঠক পড়িতেও চাহিবেন না।

দ্বিতীয়তঃ দেখা যাইতেছে, এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার দ্বারা সমস্ত ইংরেজ জাতির উপরেই অবিচার এবং অপমান করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের প্রতিভা কি এমন হীনস্তরেই নামিয়া গিয়াছে যে বিশজন লোকেই এখন তাহা বেশ মাপিয়া জুপিয়া তুলিতে পারে? ইংলণ্ডে কি এখন জ্ঞানচর্চার একচেটিয়া ব্যবসায় আরম্ভ হইবে এবং থানকাপড় এবং রেশমের গাঁটকে যে-ভাবে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয় জ্ঞান সম্বন্ধেও আমাদের দেশে সেই ব্যবস্থাই দেখা দিবে? এই সমস্তের দ্বারা অনাস্থা প্রকাশ পাইবে না শুধু শিক্ষিত সমাজ সম্বন্ধে—অনাস্থা প্রকাশ পাইবে

জাতির সমস্ত জনসাধারণের রুচিবোধ, বিবেক-বুদ্ধি ও চরিত্রগুণ সম্বন্ধেই, যেন বিশজন লোকের অভিভাবকত্ব ব্যতীত তাহারা অচল।

তৃতীয়তঃ, এই আদেশের দ্বারা মন্ত্রিমণ্ডলীও জনসাধারণের মধ্যে হেয় প্রতিপন্ন হইয়াছেন। এই আদেশের তাৎপর্য একদিকে দাঁড়ায় এই যে, যে জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য আপনারা এত কিছু করিয়াছেন তাহারা আপনাদের সেই সব যত্ন-চেষ্টা সত্ত্বেও এমন নীতিজ্ঞানহীন হইয়া উঠিয়াছে যে, যে-কোনও দিক্ হইতে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা আসিয়াই তাহাদের সব মত পরিবর্তিত করিয়া দিতে পারে। অপরদিকে এ-কথা মনে করা যাইতে পারে যে, মন্ত্রিগণ এমন ভীরু যে, কোনও দিক্ হইতে সামান্য মাত্র বিরুদ্ধ সমালোচনা দেখিলেই তাহারা ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া অনুজ্ঞাপত্র-দানকারিগণের সুরক্ষিত পরিখার মধ্যে গিয়া লুকাইয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন।

ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে সংস্কার-আন্দোলনের ভিতর দিয়া ইংরেজ জাতির মধ্যে যখন নব জাগরণের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে ঠিক সেই মুহূর্তেই ইংলণ্ডের জ্ঞানি-গুণিগণকে নিয়ন্ত্রণ-বিধির অত্যাচারে পরিত্রাহি রব তুলিতে হইয়াছে। বেশ বুঝা যাইতেছে, প্রেসবিটারগণ যে স্বাধীনতার কথা আওড়াইতেন তাহা শুধু হইল পুরোহিততন্ত্র হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া; সেই নিষ্কৃতির পরে অন্য ফন্দিতে তাঁহারা সমগ্র জাতিকে বাঁধিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছেন। এইরূপ জোর-জবরদস্তিদ্বারা কখনও দলাদলি বা মতবিরোধকে বন্ধ করা যায় না; ইহা বিরোধকে আরও উগ্র করিয়া তুলিয়া নিত্য নূতন দল ও মতবাদকেই সৃষ্টি করে।

মিল্টনের মুদ্রণ-নিয়ন্ত্রণ-বিধির বিরুদ্ধে সর্বশেষ আপত্তি হইল এই যে, ইহা সোজাসুজিভাবে সত্যেরই পরিপন্থী। প্রথমতঃ ইহা আমাদের পূর্বসঞ্চিত জ্ঞানকে মুছিয়া ফেলিবার উপক্রম করিবে। সত্য হইল স্বচ্ছসলিলা স্বচ্ছন্দপ্রবাহা ঝর্ণার জলের মত; এখন তাহা প্রথাবদ্ধতা এবং ঐকমত্যের পঙ্কিল জলাশয়ে গতিহীন হইয়া পড়িবে। জনগণ এখন নিজেরা আর কিছু ভাবিবার চিন্তিবার ঝক্কি না লইয়া কেবল রীতিসর্বস্ব ও ভঙ্গিসর্বস্ব হইয়া উঠিবে। যাজক-সম্প্রদায়ও কোনও দিক্ হইতে কোনও সমালোচনার এবং আক্রমণের ভয় না থাকায় শ্লথ এবং বিচেষ্ট হইয়া পড়িবেন। কিন্তু বিবেকযুক্ত সত্যনিষ্ঠ পুরুষের সর্বদাই যে আলোচনা-সমালোচনা আহ্বান করা উচিত।

এ-বিষয়ে দ্বিতীয় কথা এই, এই আদেশ আমাদের নূতন জ্ঞানের পথ বন্ধ করিয়া দিবে। সত্য একবার ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিল; কিন্তু মিথ্যা তাহার দিব্য দেহকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া চারিদিকের বাতাসে ছড়াইয়া দিয়াছে।

সত্যসন্ধেরা সত্যের সেই বিক্ষিপ্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে আবার খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন; সেই সত্যানুসন্ধানের চেষ্টায় কাহাকেও যেন কোনরূপে বাধা দেওয়া না হয়। আমরা সত্যের আলোক পূর্বেই পাইয়া বসিয়া আছি বলিয়া গর্ব করি; কিন্তু পাওয়া আলোতেই সব সময় সত্যের দিকে তাকাইয়া থাকা উচিত নয়—নূতন আলো লাভ করিবার জন্যই আমাদের চেষ্টা করা উচিত।

উপসংহারে মিল্টন প্রথমে তৎকালীন ইংরেজ জাতির উচ্চস্তরের চরিত্র ও আদর্শের কথা উল্লেখ করেন। সুদূর প্রাচীন কাল হইতে অন্যান্য দেশের লোক এই জাতিকে শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে; বিধাতার বিশেষ করুণা বর্ষিত হইতেছে এই জাতির শিরে। ইউরোপের সংস্কার-আন্দোলন প্রথম একজন ইংরেজই আরম্ভ করিয়াছিলেন; পুরোহিত-যাজকেরা মিলিয়া উইক্লিফ্‌কে যদি দলকারী বলিয়া দাবাইয়া না দিতেন—তবে হাস্‌, জেরোম অথবা লুথার, কেলভিন্‌ প্রভৃতি এত প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিতে পারিতেন না। সংস্কার-আন্দোলনের একটা দ্বিতীয় যুগ দেখা দিয়াছে—ইংলণ্ডেরই সেই আন্দোলন পরিচালিত করিবার সুযোগ আসিয়াছে। সত্যানুসন্ধানীরা পরিশ্রমে লাগিয়া গিয়াছেন। ইহার ভিতরে আলো লাভের জন্য আমাদের যে বিচিত্র চেষ্টা তাহাকে যেন আমরা দল মতবিরোধ প্রভৃতি আখ্যা দিয়া ধিক্কৃত না করি। সত্যের যে মন্দির তৈয়ারী হইতেছে তাহার পাথরগুলি নিশ্চয়ই বিভিন্ন আকারে কাটিয়া লইয়া তবে একত্রে জুড়িয়া দিতে হইবে। শত্রু হয়ত ভাবিতে পারে, এই দল-মতবিরোধেই আমরা ধ্বংস প্রাপ্ত হইব, তাহারা জানে না, এগুলি সবই হইল এক দৃঢ় মূলের সঙ্গে বিধৃত বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা।

দ্বিতীয় কথা হইল, একটি স্বাধীন সরকারইত এদেশে স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহা জাগাইয়া দিয়াছে; জনগণের সেই স্বাধীনতায় বাধা দিতে হইলে রাষ্ট্রনায়কগণকে নিজেদেরই যে আগে দাবাইয়া লইতে হইবে। জনগণকে দাস করিয়া তুলিতে হইলে শাসকবর্গকে স্বেচ্ছাচারী অত্যাচারী হইয়া উঠিতে হইবে। বৃটিশ পার্লিয়ামেন্টেরই সদস্য সর্বজনশ্রদ্ধেয় লর্ড ব্রুক চার্চ এবং সাধারণ-তন্ত্রের জন্যই প্রাণ দিয়াছেন; মৃত্যুর পূর্বে তিনি সমস্ত জাতিকে বলিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা পবিত্র-ভাবে জীবন যাপন করেন তাঁহারা আমাদের যতই বিরুদ্ধে বলুন এবং বিরুদ্ধাচরণ করুন, তাঁহাদের প্রত্যেককে আমাদিগকে সহ্য করিতে হইবে। সেই ক্ষণই আমাদের জাতীয়-জীবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যখন সত্য ও মিথ্যার ভিতরকার সংগ্রামে আমাদের জয়লাভ করিতে হইবে। সত্যকে স্বাধীনভাবে মিথ্যার সহিত যুদ্ধ করিতে দিন, ইহার ফল সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইবেন না। খৃষ্টানধর্ম আমাদের কোন্‌ স্বাধীনতা দিয়াছে আমরা যদি দাস-সুলভ দুশ্চিন্তা ও প্রথাবদ্ধতা হইতে

নিজেদের মুক্ত করিতে না পারিলাম? খানিকটা মতবিরোধ ও প্রতিবন্ধক আমাদের সহ্য করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। দাবাইয়া রাখার ব্যবস্থা সত্যকেও বিধ্বস্ত করিবে। একটা সমগ্র রাজত্ব কোনও প্রবল আন্দোলনে যখন গভীরভাবে কম্পিত হইয়া ওঠে—তখন ভ্রান্তপ্রচারকও যেমন দেখা দেন—তেমন মহান্ শিক্ষাগুরুরাও জাগিয়া ওঠেন। কোনও কঠোর বিধানের বশীভূত হইয়া আমরা যদি ইঁহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিই তবে আমরা সত্যের রক্ষক হইয়া উঠিব না, সত্যের প্রতি অত্যাচারী হইয়া উঠিব।

বর্তমানের গ্রন্থ-নিয়ন্ত্রণ আদেশটি সেই কুখ্যাত স্টার চেম্বারের অত্যাচারী বিধানেরই পুনঃপ্রচলন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার মধ্যে বই-ব্যবসায়ীদেরও কারসাজি আছে বলিয়া অনেকের সন্দেহ। সেই সব ফন্দি-ফিকিরের আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া শুধু এইটুকু বলা চলে, একটি খারাপ শাসনতন্ত্র শাসনব্যবস্থায় যত ভুল করিতে পারে একটি ভাল শাসনতন্ত্রও সেইভাবেই ভুল করিতে পারে; কিন্তু একটি খারাপ শাসনতন্ত্রকে ঘুষ দিয়া এই ভুল শোধরাইতে যতটা প্রবৃত্ত করা যায় তাহার অনেক বেশি পারা যায় একটি ভাল শাসনতন্ত্রকে শুধু সাধারণ সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিয়া; এইরূপে প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত হইতে পারা মহত্তম এবং বিজ্ঞতম মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

উপরে আমরা মিল্টনের 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'র বিষয়বস্তুর যে সার সংকলন দিলাম, তাহা হইতে মিল্টনের বিবাদ-বিতণ্ডাকারী রূপটির যথার্থ পরিচয় কি তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। মিল্টনের ছাত্রাবস্থা হইতেই একটি বিতণ্ডাপ্রবণতা এবং মতবিরোধের প্রবৃত্তি দেখা যায়; এ-কথা কেহ কেহ বা ঐতিহাসিক সত্য-রূপে উল্লেখ করিয়াছেন, কেহ বা আবার অভিযোগের সুরেও উল্লেখ করিয়াছেন। সতীর্থগণের সঙ্গে—এমন কি শিক্ষকগণের সঙ্গেও তিনি বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইতেন এবং ইঁহাদের সঙ্গেও তাঁহার গুরুতর মতবিরোধ হইত এরূপ ঘটনা তাঁহার ছাত্র-জীবনেই বেশ দেখা যায়। পরিণত বয়সে সেই প্রবৃত্তি তাঁহার আরও তীব্র হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে তাঁহার কবিধর্ম হইতে দীর্ঘদিন বিচ্যুত করিয়া রাখিয়াছিল এবং পঙ্কিল রাজনীতির আবর্তে জড়াইয়া ফেলিয়াছিল, ইহা লক্ষ্য করিয়া অনেক সমালোচক দুঃখও প্রকাশ করিয়াছেন। এ-সব কথার উল্লেখ আমরা পূর্বেই করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু মিল্টনের এই তথাকথিত বিতণ্ডা-মূলক বা দলীয়-প্রচারধর্মী লেখা 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'র বক্তব্যের আমরা যে সার-সংকলন দিয়াছি তাহা অনুধাবন করিয়া মিল্টনকে ইংলণ্ডের সপ্তদশ শতকের একজন বিতণ্ডাকারী বা একজন ঘোট পাকানো ভেদসৃষ্টিকারী বলিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইবে বলিয়া

মনে হয় না। এখানে তিনি তাঁহার ভাবী কবিধর্ম হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্যুত এ-কথাও সহজে গ্রহণীয় হইবে বলিয়া মনে হয় না। 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'র বক্তব্য লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইব, এখানেও মিল্টন শুধু তথ্যসমাবেশের নিপুণতা এবং তর্কবিচারের দক্ষতারই যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা নহে; স্থানে স্থানে মনে হইবে, ইহার পশ্চাতে লেখকের একটা ধ্যান-নিবিষ্টতা রহিয়াছে, মানব-জীবনের গভীরে প্রবেশ করিয়া সেখানকার সত্য উপলব্ধির চেষ্টা রহিয়াছে,—সর্বোপরি রহিয়াছে মানুষের প্রতি একটা গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি; সে সহানুভূতি শুধু স্বাজাত্যাভিমানের তীব্রতার মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যায় নাই, দেশ-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে অবস্থিত যে নিত্যকালের সর্বব্যাপী মানুষ লেখকের অন্তরের অন্তস্তলে তাহার প্রতিও শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির অভাব নাই। এই ব্যাপক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রকাশিত হইয়াছে মানুষের জীবনকে সমস্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়া লইয়া গিয়া একটা মহিমান্বিত সমুন্নতিতে পৌঁছাইয়া দিবার স্বপ্নে ও কর্মপ্রেরণায়। মিল্টনের সব গদ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধই অবশ্য এক রকমের নয়, সর্বত্রই সুরের একই উচ্চগ্রাম রক্ষিত হইয়াছে তাহাও বলা যায় না; তবে অধিকাংশ লেখার মধ্যেই মোটামুটিভাবে কয়েকটি জিনিস সাধারণ বলিয়াই লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইল তাঁহার লেখার মধ্যে নবজাগরণের তীব্র স্পন্দন, গভীর চিন্তার সহিত একটি কর্মপ্রেরণার যোগ, মর্ত্যবিরোধের সমর্থন—আর জাতীয় জীবনের দ্রুত সংস্কার। সর্বোপরি হইল তাঁহার স্বাধীনতা-স্পৃহা—যাহার মহিমা-বর্ণনায় কোনও ভাষাকেই যেন মিল্টনের যথোপযোগী মনে হয় নাই—অন্যদিকে কোনও প্রকারের দাসত্ব বন্ধনের প্রতিবাদের সুরকেই যেন তাঁহার তীক্ষ্ণতম বলিয়া মনে হয় নাই। গদ্যে বর্ণিত এই স্বাধীনতা-স্পৃহারই পরিণতি লক্ষ্য করা যায় তাঁহার মহাকাব্যে।

এই উন্মাদ স্বাধীনতা-স্পৃহার সহচারিভাবে মিল্টনের লেখায় দেখা দিয়াছে একটা বীরত্ব-ব্যঞ্জনা—যাহার সাহিত্য-পরিণতি একটা স্থায়ী ওজোগুণের প্রাধান্যে। কোন কোন সমালোচক বলিয়াছেন, 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'র মধ্যে যে বীর-শক্তির স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায় 'প্যারাডাইজ্ লস্টে'র মধ্যে অন্যভাবে সেই বীর-শক্তিরই স্ফুরণ দেখিতে পাই শয়তানের মধ্যে। এ-দিক হইতে বিচার করিলেও বোঝা যায়, মিল্টনের গদ্যলেখা ও পদ্যলেখা তাঁহার প্রতিভার পরস্পর-বিযুক্ত ভিন্ন দুইটি দিকের পরিচয় দেয় না, গদ্যলেখার ভিতর দিয়া আমরা পরবর্তী যুগের জন্য প্রস্তুতিকেই লক্ষ্য করিতে পারি।

কেহ কেহ যে বলিয়াছেন যে পরবর্তী জীবনের কবিধর্মের বিবিধ উপাদান লইয়া মিল্টন যে এই পূর্ববর্তী বিশ বৎসর ধরিয়া বিতণ্ডাত্মক গদ্য রচনা

করিয়াছেন ইহা তাঁহার একটা নৈরাশ্যপ্রসূত অবসাদের ফল। যে-সকল উপাদান সহজ স্বাভাবিক পথে প্রকাশের সুযোগ পাইতেছিল না, বাধাপ্রাপ্ত সেইসব আবেগই বিবাদ-বিতণ্ডার তীব্র ঝাঁকে রূপান্তরিত প্রকাশ লাভ করিতেছিল। এই কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। ইহার মধ্যে যেটুকু সত্য আছে তাহাকে বরঞ্চ এইভাবে প্রকাশ করাই সমুচিত—"If my reading of the state of his mind in 1640 is in any degree correct, the prose must be regarded not as a mere digression but as a natural and indeed inevitable consequence of his inability at that time to fulfil the poets' function as he saw it."* উক্তিটির তাৎপর্য এই, মিল্টনের একটি বিশেষ কবিধর্ম ছিল; সেই কবিধর্মের আদর্শ কবিকে বৃহত্তর সমাজ হইতে দূরে সরাইয়া দিয়া সম্পূর্ণরূপে আত্মকেন্দ্রিক এবং আত্মরতি করিয়া তুলিতে উৎসাহিত করে না; সেই কবিধর্মের আদর্শ হইল বৃহৎ সমাজ-জীবনের সহিত ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত হইয়া সেই সমাজ-সত্যকে নিজের ভিতরে বিধৃত করিয়া নিজের অন্তর্লব্ধ প্রজ্ঞালোক ও ভাবপ্রেরণার দ্বারা সমাজ-জীবনকে শাশ্বত সত্যে ও মঙ্গলে জাগ্রত এবং দৃঢ় প্রতিষ্ঠ করিয়া তোলা। মিল্টন ইটালি হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার সমাজ-জীবনের আলোড়নের মধ্যে এমনভাবে জড়াইয়াছিলেন যে এই কবি-আদর্শকে কর্মরূপ দান করিবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না, গদ্য-লেখার ভিতর দিয়াই সেই উদ্দেশ্যকে তিনি যথা-সম্ভব সফল করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সকল আলোড়ন-বিপর্যয়ের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে যখন গভীর জীবনবোধে প্রতিষ্ঠার প্রশান্তি নামিয়া আসিল তখনই কবিধর্মে পূর্ণ-প্রতিষ্ঠা।†

'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'র ভিতর দিয়া মিল্টনের যে বিবাদ-বিতণ্ডাকারী রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাকে বুঝিতে আরও খানিকটা আমাদিগকে সাহায্য করিবে ইংলণ্ডের সপ্তদশ শতকের জাতীয় জীবনের পটভূমি। একদিক্ হইতে বিচার করিলে, ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনে এই যুগটাই একটা বিবাদ-বিতণ্ডার যুগ। তাহার কারণও মিল্টনের নিজের কথাতেই ব্যাখ্যা করা যায়। একটি জাতির জীবনে নানা দিক হইতে নূতন নূতন ভাবধারা এবং চিন্তাধারা আসিয়া যখন একটা সামগ্রিক পরিবর্তনের সম্ভাবনায় জাতিকে গভীরভাবে স্পন্দিত করিয়া তোলে

---

* A. E. Burker, *Milton and the Puritan Dilemma*, ১৯৪২, xii.

† দ্রষ্টব্য *Defensio Secunda.*

তখন বিবর্তন-সংবেগেই কতগুলি মতবিরোধ এবং বিবাদ-বিতণ্ডা অনিবার্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সপ্তদশ শতকের ইংলণ্ডের জাতীয় জীবনেও আমরা সেই সত্য দেখিতে পাই। প্রথমতঃ দুইতিন শতক পূর্ব হইতেই রাজশক্তি এবং চার্চের যাজক-শক্তি ইহার ভিতরে একটা প্রতিদ্বন্দিতা ও সংঘর্ষ লাগিয়াই ছিল। ইহার উপরে দেখা দিল জার্মেনির মার্টিন লুথারের আবির্ভাবের পর হইতে ধর্মসংঘের ক্ষেত্রে পোপ-আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ,—প্রোটেস্ট্যাণ্ট্ এবং রোমান-ক্যাথলিকের বিবাদ-বিদ্বেষ। জেনেভার জন ক্যালভিনের পূর্বনির্ধারণীয়তাবাদ (Pre-determinism) এবং তাঁহার প্রচারিত চারিত্রিক সংযমের কঠোরতার আদর্শ ও লুথারের মতবাদের সহিত ইউরোপীয় অন্যান্য দেশের ন্যায় ইংলণ্ডেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই সকলের ভিতর দিয়া ধর্মের ক্ষেত্রে একটা সংস্কারের তাগিদ সর্বদিক্ হইতেই প্রকট হইয়া উঠিতেছিল। অন্ততঃ জাতীয়-জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরোহিত-প্রাধান্যের একটা মাত্রাধিক প্রতিষ্ঠা প্রায় সকল চিন্তাশীলগণকে আশু সংস্কারের জন্য উদ্‌গ্রীব করিয়া তুলিয়াছিল। প্রোটেস্ট্যাণ্ট্-মতাবলম্বিগণের ভিতরে একদল কঠোরপন্থী দলই পিউরিটান্ (Puritan) আখ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিল্টন মূলত ছিলেন পিউরিট্যান্; তীব্র সংস্কার-স্পৃহা ছিল তাঁহার মজ্জাগত। তবে ক্যালভিন-পন্থী সংস্কার-আন্দোলনেব সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত করিতে পারেন নাই; প্রেসবিটারগণের সঙ্গেও তাঁহার গভীর মতদ্বৈধ দেখা দিল, কারণ প্রেসবিটারগণকে তিনি পুরোহিত-তন্ত্রেরই ঈষৎ রূপান্তর বলিয়া আবিষ্কার করিলেন।

ধর্মের দিক্ ছাড়া দর্শনের দিকে সপ্তদশ শতকে ইংলণ্ডে আমরা বেকনের আবির্ভাব লক্ষ্য করিতে পারি। মিল্টনের জন্মের (১৬০৮ খৃষ্টাব্দ) তিন বৎসর পূর্বে বেকনের *Advancement of Learning* গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়; ইহা তৎকালীন বিদ্বৎসমাজের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা আমূল পরিবর্তন আনয়ন করিল। মিল্টনের ছাত্রাবস্থাতেই বেকনের *Novum Organum* প্রকাশিত হয়। পুরাতনের সকল মোহাচ্ছন্নতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া, চার্চের পুরোহিতগণ রচিত গতানুগতিক প্রথাবদ্ধ শাস্ত্রব্যাখ্যার বন্ধন হইতে মনকে মুক্ত করিয়া বেকন সত্যকে স্বাধীন দৃষ্টিতে এবং পরিচ্ছন্ন বুদ্ধিতে গ্রহণ করিবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাইলেন। বিভিন্ন মতামতের পরস্পরবিরোধী ধারাগুলির ভিতরেও যে দুইটি জিনিস যুগচেতনায় অতিশয় প্রধান হইয়া দেখা দিল তাহা হইল ধর্ম সমাজ এবং রাষ্ট্র ইহার সর্বক্ষেত্রেই একটা সংস্কারের প্রবল বাসনা, আর স্বাধীনতা-স্পৃহা। যুগ-চেতনার এই দুইটি প্রবণতা মিল্টনের ব্যক্তি-চেতনার মধ্যে অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া উঠিল; এবং এই দুই প্রবল এষণা তাঁহাকে ব্যক্তিজীবনের বিরলতা হইতে

সমষ্টিজীবনের আবর্তন-বিবর্তনের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিল। অবশ্য ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছিল তাঁহার প্রবল স্বদেশপ্রীতিও।

মিল্টনের স্বাধীনতা-বোধের মধ্যেও একটা বৈশিষ্ট্য ছিল; সে বৈশিষ্ট্যের আভাস তাঁহার গদ্যপদ্য সব লেখার মধ্যেই কমবেশি পাওয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্য হইল এই, মিল্টনের মতে স্বাধীনতা বাহির হইতে আসে না, স্বাধীনতার আসল স্বরূপ অন্তরের মধ্যে; গুণসমূহের সম্যক্ অনুশীলন, আত্ম-সংযম ও আত্ম-বিশুদ্ধি—ইহা দ্বারাই খাঁটি স্বাধীনতার বনিয়াদ প্রস্তুত হয়। এই পথে একদিকে যেমন প্রয়োজন পরিচ্ছন্নবুদ্ধির ব্যবহার, অপর দিকে তেমনই প্রয়োজন কঠোর নীতিনিষ্ঠা।

পূর্বেই আভাস দিয়াছি, মিল্টনের মনে যে স্বাধীনতার আদর্শ ছিল তাহা কোনও বিশেষ দেশ বা জাতির স্বাধীনতা নয়; মিল্টনের নিকট স্বাধীনতা ছিল মানব জীবনের একটি মূল নীতি, মানবজীবনের বিকাশের ও পূর্ণপরিণতির প্রাথমিক সহায় ও শর্ত। স্বাধীনতা সম্বন্ধে এই গভীর এবং ব্যাপক বোধ সত্ত্বেও ইহার প্রয়োগক্ষেত্র সম্বন্ধে ইংলণ্ড দেশ এবং ইংরেজ জাতি সম্বন্ধে তাঁহার যে একটা বিশেষ ধারণা ছিল এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। 'অ্যারিও-প্যাগিটিকা'র মধ্যে এই স্বাজাত্যাভিমান স্থানে স্থানে এমন তীব্রতা লাভ করিয়াছে যে একদিকে তাহা স্থানে স্থানে আমাদের মানবতাবোধকে মৃদুগুরু আঘাত করে; অপর দিকে দেখিতে পাই, এই স্বাজাত্যাভিমানের উন্নত ভাবপ্রবণতা তথ্যভারক্লান্ত এবং যুক্তিতর্ককণ্টকিত লেখাটিকে প্রাণস্পন্দনে জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইংরেজজাতি সপ্তদশ শতকে যে স্বাধীনতার একটি মহিমান্বিত স্তরে উন্নীত ছিল এ-কথা আমরা গ্রন্থারম্ভেই দেখিতে পাই। ইংরেজ জাতি যে পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ জাতি—প্রাচীন ইজরাইলবাসিগণের ন্যায় ইংলণ্ডবাসিগণও যে ঈশ্বরের একটি বিশেষভাবে নির্বাচিত প্রিয়জাতি—দুই একস্থলে মিল্টন এসব কথা অতি স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন। ইয়োরোপে নবজাগরণের বাণী ও আলো যে ইংলণ্ড হইতেই প্রথম প্রচারিত—সপ্তদশশতকে সমস্ত জাতিগুলির মধ্যে যে আবার একটি নূতন সর্বাতিশয়ী সংস্কারের ভিতর দিয়া নব জীবনবোধে জাগ্রত হইবার শুভক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে, এবং সে নবজীবনবোধের উন্মেষের লক্ষণ যে ইংরেজ জাতির মধ্যেই প্রথম দেখা দিয়াছে, মিল্টনের এসব বিষয়ে যে দৃঢ়প্রত্যয় তাহা একান্ত সহজাত বলিয়া মনে হয়। ভাবপ্রবণতাই এখানে একটি জাতিগত আশার আলোকোচ্ছ্বাসে স্পষ্ট অনুভবযোগ্য চিত্ত-স্পন্দনরূপে দেখা দিয়াছে। তবে পূর্বেই বলিয়াছি, এমন স্থল বিরল নয় যেখানে লেখক এই স্বাজাত্যাভিমানকে

অতিক্রম করিয়া বিরাট্ মানবতার স্তরে উন্নীত হইয়া কথা বলিতে পারিয়াছেন।

'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'র রচনাশৈলী সম্বন্ধে মুখ্যভাবে কয়েকটি কথা বলিয়া আলোচনার উপসংহার করিতেছি। পূর্বেই বলিয়াছি, সমস্ত লেখাটি একটি দীর্ঘ-ভাষণের ভঙ্গিতে লিখিত। এই ভাষণ সত্য সত্যই পড়িয়া শুনাইবার জন্য রচিত নয়: নাটকের মধ্যে সব নাটক যেমন অভিনয়ের জন্য নয়, পড়িবার জন্য রচিতও একরূপ নাটক থাকে, এই ভাষণের শৈলীও অনেকটা সেইরূপ: কল্পিত শ্রোতৃগণকে মানসপটে প্রত্যক্ষবৎ রাখিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যেই রচিত ভাষণ। আধুনিক রীতির সহিত তুলনা করিলে ইহাকে অনেকখানি আধুনিক রাষ্ট্রনায়কগণ বা বিশেষ কোনও রাষ্ট্রনায়ককে সম্বোধন করিয়া লিখিত 'খোলা চিঠি'র ভঙ্গি বলিতে পারি। মিল্টনের এই ভঙ্গিগ্রহণের সাহিত্যের দিক হইতেও একটি উপযোগিতা লক্ষ্য করিতে পারি। এখানে কাল্পনিক হইলেও একটি ব্যক্তিসান্নিধ্যের পরিবেশে লেখার সহিত লেখকের ব্যক্তিস্পর্শ লেখাকে স্থানে স্থানে একটা আকর্ষণ দান করিয়াছে। তাহা ছাড়াও লক্ষ্য করিতে হইবে, এখানে মিল্টন বিশুদ্ধ প্রাবন্ধিক নন: এখানে সকল তথ্য-তর্ক-সমাবেশের পশ্চাতে রাষ্ট্রনায়কগণের চিত্তকে পরিবর্তিত করিয়া দিবার একটি সর্বদা সচেতন প্রযত্ন রহিয়াছে: সুতরাং মিল্টনকে যে ভাষা ও ভঙ্গি গ্রহণ করিতে হইয়াছে তাহা কেবল জ্ঞান-বিকীরণের ভাষা-ভঙ্গি নয়—তাহা হইল অপরের নিকটে গ্রহণীয় হইয়া উঠিয়া অপরকে প্রভাবিত করা এবং সেই প্রভাবের দ্বারা অপরকে অনুকূল কর্মে প্ররোচিত করিবার ভাষা-ভঙ্গি।

এই প্রসঙ্গে 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'য় আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি, তাহা হইল লেখকের সর্বক্ষেত্রেই বক্তব্যের মধ্যে একটা তীব্র আবেগ। ইহাকে শুধু মিল্টনেরই বৈশিষ্ট্য না বলিয়া, সপ্তদশ শতকের ইংরেজ লেখকগণেরই একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলা যাইতে পারে। তাঁহারা যখন যে-বিষয় লইয়া লিখিতেন সেই বিষয়েই এমন একটা ভাব ধারণ করিতেন যেন সেই বিষয়টিই তৎকালীন মানবজীবনের তীব্রতম সমস্যা: সমগ্র মানবজাতির, অন্ততঃ ইংরেজজাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা উত্থান-পতন—সব কিছুই যেন ঐ একটি কেন্দ্রীয় বিষয়ের উপরে নির্ভর করিতেছে। মিল্টন 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা' লিখিতে বসিয়া যে কাজ করিতে গিয়াছিলেন তাহাকে অনাড়ম্বরভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়, বইয়ের প্রকাশ-নিয়ন্ত্রণ-বিষয়ে একটি সরকারী আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতে গিয়াছিলেন, বড় জোর সেই আদেশটির প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা' পড়িতে বসিলে প্রথমাবধিই সুরের এমন একটি গুরু গাম্ভীর্য লক্ষ্য করিতে পারিব, যেন এই একটি আদেশের নিরোধের উপর সমগ্র ইংরেজ জাতির—এবং ইংরেজ-

জাতির সঙ্গে সমগ্র মানব জাতির জীবন-মরণের সমস্যা জড়িত হইয়া রহিয়াছে। ভাবসংবেগের এই প্রাবল্যের ফল ভালদিকে এবং মন্দদিকে উভয় ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। ভালর দিক্ হইতে দেখিতে পাই, ইহা মিল্টনের মননকে ক্ষণে ক্ষণে একটা শিখরোপম সমুন্নতি দান করিয়াছে, প্রকাশের সুরেও একটা গভীর বিস্তার আনিয়া দিয়াছে। আবার মন্দের দিক্ হইতে দেখি, ইহা স্থানে স্থানে অতি-ভাষণের মাত্রাধিক্যে মনে কিঞ্চিৎ বিরূপতার সৃষ্টি করে। ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র আছে; অ-ক্ষেত্রে ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগে ব্রহ্মাস্ত্রই ব্যর্থ হইয়া যায়। তেমনই রচনাশৈলীতে অতিশয়োক্তি প্রয়োগের বিশেষ ক্ষেত্র এবং বিশেষ জাতীয় কার্যকারিতা রহিয়াছে; অপ্রযুক্ত ব্যবহারে তাহাই যে শুধু ব্যর্থ হয় তাহা নয়, পাঠকমনে অজ্ঞাতে সামান্যভাবে একটা অবিশ্বাসের ভাব জাগাইয়া তোলে। এই জাতীয় অতিশয়োক্তি সমস্ত লেখা যে একটি বিশেষ প্রত্যয়সৃষ্টি করিতে চাহে সেই প্রয়াসের পক্ষে হানিকর। মিল্টনের লেখায় সামান্যভাবে বিশেষণের প্রয়োগ অল্প; যেখানে '—তর' প্রত্যয় ব্যবহারের দ্বারা কাজ চালিতে পারিত তাহার সর্বত্রই '—তমে'র ব্যবহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সর্বত্র ইহাতে জোর বাড়ায় না, অকারণ 'তম'-বাহুল্য বরং জোর কমাইয়া দেয়।

মিল্টনের পরিণত বয়সে লিখিত কাব্য-নাটকের ফলশ্রুতির মধ্যে আমরা যে চিত্ত-সমুন্নতি ও চিত্ত-বিস্তার দেখিতে পাই 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা' পাঠের ফলশ্রুতির ভিতরে ঠিক সম-পরিমাণ প্রকৃতির না হইলেও সম-জাতীয় সমুন্নতি ও বিস্তার লক্ষ্য করিতে পারি। 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'র পাঠে আমরা চিত্তে কতগুলি মহৎ-প্রেরণার উদ্বোধও লক্ষ্য করিতে পারি। কিন্তু মিল্টন তাঁহার সুরের এই মহত্ত্ব এবং গাম্ভীর্য তাঁহার মহাকাব্যে যেরূপ সর্বত্র সমানভাবে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, গদ্য লেখার মধ্যে তাহা পারেন নাই; বরঞ্চ মহৎ কল্পনা ও ভাবের পাশাপাশি বিদ্বেষের বিষোদ্‌গীরণ ও সংকীর্ণচেতনার লঘুতা স্থানে স্থানে পীড়াদায়করূপে দেখা দিয়াছে। পুরোহিত-তন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐ সময়ের চিন্তানায়কগণের মধ্যে অনেকেই দৃঢ় মত পোষণ করিতেন; কিন্তু 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'র ভিতরে এ-বিষয়ে স্থানে স্থানে যে ঘৃণা বিদ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা লেখকের ভাব ও ভঙ্গি উভয়কেই মাঝে মাঝে লঘু করিয়া দিয়াছে। মিল্টনের বিরূপতা যে সব বিদ্রূপের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে সেখানকার হুলের বিষ একজন সাধারণ পাঠক মিল্টনের নিকট হইতে আশা করেন না।

মিল্টন নিজে বলিয়াছেন, তিনি 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা' রচনা করিয়াছেন বিশুদ্ধ গ্রীক্ ভঙ্গিতে। এ-বিষয়ে আইসোক্র্যাটিসের প্রত্যক্ষ প্রভাবের কথা পূর্বেই

আলোচনা করিয়াছি। মিল্টন এখানে গ্রীক্-ভঙ্গি বলিতে মুখ্যতঃ প্রাচীন গ্রীসের বাগ্মিতার বাগ্‌ভঙ্গির কথাই লক্ষ্য করিয়াছেন। প্রাচীন বাগ্মিতার ভঙ্গিতে আলঙ্কারিকতা ছিল একটি বিশেষ লক্ষণীয় গুণ; মিল্টন তাঁহার লেখায় সেই গুণ যথাসম্ভব আনিবার চেষ্টা সচেতনভাবেই করিয়াছেন। এই অলঙ্করণ বক্তব্যকে শক্তিশালীও যেমন করিয়া তুলিয়াছে তেমনই দুই এক স্থলে যে ইহা অর্থবোধের পক্ষে ভারস্বরূপও হইয়া ওঠে নাই তাহা বলা যায় না। এই প্রসঙ্গে আমরা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে পারি মিল্টনের প্রাচীনোল্লেখ (allusion) প্রীতি। এই প্রাচীনোল্লেখ মিল্টনের লেখায় এমনভাবে ছড়াইয়া আছে যে একদিক হইতে ইহা মিল্টনের মননশীলতার সহিত পাণ্ডিত্যের পরিধি, এ-বিষয়ে তাঁহার চয়ননৈপুণ্য এবং প্রয়োগ কৌশল দর্শনে বিস্ময়ান্বিত শ্রদ্ধার উদ্রেক করে; কিন্তু অন্যদিকে আবার ইহার বহুলতা এবং দুরূহতা পদে পদে ব্যাসকূটের সৃষ্টি করিয়া পাঠের গতি বিপর্যস্ত করিয়া দেয়—অর্থবোধের ভিতর হইতে আস্বাদনের মাধুর্যটুকু হরণ করিয়া লয়।

'অ্যারিওপ্যাগিটিকা'র রচনাশৈলীর দিক হইতে একটি মুখ্য দোষ হইল মিল্টনের গদ্যলেখার দুর্বোধ্যতা। অর্থের ক্রমাবগাহী সূক্ষ্মতা এবং চারুতাই যে সর্বক্ষেত্রে এই দুর্বোধ্যতার কারণ তাহা নহে, ইহার কারণ মিল্টনের ব্যবহৃত গদ্যরীতিরই একটা মৌলিক দোষ। তাঁহার বাক্যবিন্যাস-রীতি অনেক সময়ই অকারণ দীর্ঘায়িত এবং খানিকটা বিপর্যস্ত; তাহা ছাড়া একটি দীর্ঘবাক্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যাংশগুলি সর্বদা পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ বা স্পষ্টভাবে অন্বিত নহে; ফলে স্পষ্ট অন্বয় ব্যতিরেকে প্রসঙ্গের বন্ধনের দ্বারাই অর্থের সামঞ্জস্য সন্ধান করিতে হয়। স্পষ্ট অন্বয়ের অভাবই মিল্টনের গদ্যে মাঝে মাঝে একটা আড়ষ্টতা আনিয়া দিয়াছে। অবশ্য মিল্টনের গদ্য যে সপ্তদশ শতকের গদ্য—এ তথ্যটি আমাদের সর্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে; বক্তব্যের উচ্চগ্রাম এবং ব্যাপকতাও যে প্রকাশভঙ্গিকে খানিকটা কঠিন করিয়া তুলিয়াছে তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। ইহার উপরে ইউরোপের অপ্রচলিত সাহিত্য ও শাস্ত্র হইতে প্রচুর পরিমাণে প্রাচীনোল্লেখের কথা পূর্বেই বলিয়াছি! কিন্তু এই সকল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সত্ত্বেও পাঠকের মন সম্পূর্ণ সন্তোষ লাভ করে না; এই সকল উপাদান সত্ত্বেও তাঁহার মহাকাব্যের প্রকাশভঙ্গির মধ্যে সমুন্নতি ও প্রসারতার সহিত যে স্বতঃস্ফূর্ততার স্বাদনীয়তা রহিয়াছে, তাঁহার গদ্যরচনার মধ্যে তাহার কেন অভাব ঘটিল এ-প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর আজ পর্যন্তও মিল্টনের সশ্রদ্ধ এবং সহৃদয় পাঠক লাভ করিতে পারে নাই।

উপক্রমণিকা

যে-সকল রাষ্ট্রনায়ক এবং সাধারণ-তন্ত্রের শাসকবর্গ বিধান-সংসদের উচ্চ-বিচারাধিকরণ-স্বরূপ, তাঁহাদের নিকটে যে-সব লোক তাঁহাদের বক্তব্য নিবেদন করিতে চান, অথবা ব্যক্তিগতভাবে এই-জাতীয় লোকের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ না পাইয়া যাঁহারা এমন কোনও কথা লিখিয়া জানাইতে চান যে-কথা সর্বসাধারণের মঙ্গলবর্ধনকারী বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস এই প্রকারের প্রচেষ্টায়, আমার মনে হয়, কোনও লোকই ভিতরে ভিতরে খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত এবং বিচলিত না হইয়া পারেন না। এই প্রচেষ্টাগুলি প্রারম্ভে কিছু তুচ্ছ নয়, এবং এই সকল ক্ষেত্রে কেহ কেহ দ্বিধাগ্রস্ত এবং বিচলিত হন ইহার পরিণাম বিষয়ে সংশয়ে, কেহ কেহ এ-বিষয়ে কি বিচার সিদ্ধান্ত হইবে সেই উৎকণ্ঠায়, কেহ কেহ আশায়, কেহ কেহ আবার বক্তব্য বিষয়ে নির্ভীকতায়। আমার দিক্ হইতে আমি দেখিতেছি, এই-জাতীয় প্রচেষ্টায় আমি পূর্বেই অনেকবার প্রবৃত্ত হইয়াছি;* সেই সব সময়ে উপরি-বর্ণিত মানসিক অবস্থাসমূহ আমাকেও নানাভাবে বিচলিত করিয়াছে; সম্ভবতঃ আমার বর্তমানের এই সুস্পষ্ট উক্তিগুলির ভিতরেও উপরি-উক্ত মানসিক অবস্থাসমূহের কোন্‌টি আমাকে সর্বাধিক প্রভাবিত করিতেছে তাহার পরিচয় রহিয়াছে; কিন্তু আমি যে-ভাবে আজ এই ভাষণ উপস্থিত করিতেছি তাহার প্রাথমিক প্রচেষ্টাই—এবং কাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ইহা রচিত হইতেছে তাহার চিন্তাই আমার অন্তরে একটি উন্মাদক প্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছে। আমার অন্তর্ধৃত এই উন্মাদক প্রেরণা কেবলমাত্র একটি প্রস্তাবনার আনুষঙ্গিক বস্তু নয়, ইহা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

এই উন্মাদক প্রেরণার কারণ কি সে বিষয়ে কেহ জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বে নিজেই আমি বিলম্ব না করিয়া একটি স্বীকৃতি দিতেছি, কারণ এ-বিষয়ে আমার কোনও ত্রুটি থাকে তাহা আমি চাহি না। ইহার কারণ আর কিছুই নয়—ইহার

* মিল্টন বর্তমান নিবন্ধটি রচনা করেন ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইতঃপূর্বে তিনি ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে Of Reformation in England, Prelatical Episcopacy, Reason of Church Government, Animadversions প্রভৃতি নিবন্ধ রচনা করেন। ১৬৪২ সালে তিনি লেখেন Apology for Smectymus, The Tractale on Education, The Doctrine and Discipline of Divorce, Martin Bucer's Judgment প্রভৃতি তিনি Areopagitica লিখিবার পূর্বে ঐ বৎসরেই রচনা করেন। এ-বিষয়ে ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

কারণ হইল, যাঁহারা দেশের মুক্তি কামনা করেন এবং সেই মুক্তিকে আগাইয়া দিতে চান, তাঁহারা যে আনন্দ ও প্রসাদ লাভ করেন আমার ক্ষেত্রেও সেই আনন্দ ও প্রসাদলাভ। এই জন্যই আমার প্রস্তাবিত এই সমগ্র আলোচনাটি কোনও একটি বিজয়চিহ্নরূপে দেখা না দিলেও একটি সত্যের সাক্ষি-স্বরূপ হইয়া থাকিবে।* আমরা এমন স্বাধীনতার কথা কোনদিন আশা করিতে পারি না যে আমাদের সাধারণতন্ত্রে কোনওদিনই কোনও অভিযোগ দেখা দিবে না; এই জগতে এইরূপ আশা কেহই যেন পোষণ না করেন। কিন্তু সমস্ত অভিযোগ যখন অবাধে শোনা হয়, সে-বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা হয়, এবং সে-বিষয়ে অতি সত্বর সংস্কার সাধন করা হয়—তখনই বলা যায় যে প্রাজ্ঞ-মানুষগণ যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করেন তাহার চরম সীমায় পেঁছিন গিয়াছে। আমি এখন যে-সকল কথা বলিব তাহা দ্বারা আমি এই সত্যটিই স্পষ্ট করিয়া তুলিতে চাই যে, আমরা ইতোমধ্যেই স্বাধীনতার একটি উত্তম স্তরে উপনীত হইয়াছি। এই স্তরে আমরা উঠিয়াছি একটি দুরতিক্রম্য অসুবিধার ভিতর হইতে—যে অসুবিধা সৃষ্ট হইয়াছিল আমাদের অনুসৃত নীতির ভিত্তিমূলে নিহিত অত্যাচার ও কুসংস্কারের দ্বারা।† জাতীয় পতনের পরে রোম্যানগণের পক্ষে মানবীয় বীর্যে পুনরভ্যুত্থান যেমন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল, আমাদের এই দুরতিক্রম্য অসুবিধাও ঠিক সেইরূপ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু সেই অবস্থা হইতেও যে আমরা স্বাধীনতার এই উত্তম স্তরে আবার উন্নত হইতে পারিয়াছি তাহার প্রথম এবং পরম কারণ আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের সুদৃঢ় সাহায্য; দ্বিতীয় কারণ, হে ইংলণ্ডের লর্ড-সভার এবং লোক-সভার সদস্যবৃন্দ, আপনাদের বিশ্বস্ত পরিচালনা এবং অবিমূঢ় প্রজ্ঞা।

* মিল্টনের এই উক্তিটি আক্ষরিকভাবেই সত্য হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যে আইন রদ করিবার জন্য 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা' লিখিয়াছিলেন তাঁহার লেখা দ্বারা সেই আইন রদ হয় নাই; সুতরাং 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা' মিল্টনের কোনও জয়চিহ্নরূপে দেখা দেয় নাই; কিন্তু মিল্টনের যে কি উন্মাদ স্বাধীনতা-প্রীতি ছিল--শুধু মিল্টন নহেন—সপ্তদশ শতকে ইংরেজ-জাতির যে কি স্বাধীনতা-প্রীতি ছিল, 'অ্যারিওপ্যাগিটিকা' তাহারই সাক্ষি-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

† মিল্টন এখানে Presbyterian দলের অভ্যুদয়ের পূর্বে Episcopalian দলের শাসনকালের কথাই বলিতেছেন। Episcopalian গণ ছিলেন প্রাচীন যাজক-তন্ত্রেরই পরিপোষক। তাঁহাদের মতে খ্রীষ্টীয় চার্চের বা ধর্ম-সঙ্ঘের প্রথমে পোপ, তাহার পরে তাঁহার অনুগত ধর্মাধ্যক্ষগণ (বিশপ) এবং তদধীন ধর্ম-গুরুগণের দ্বারাই পরিচালিত হওয়া উচিত। Presbyter গণ এই মতের বিরোধিতা করিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্মসঙ্ঘের আমূল সংস্কার চাহিলেন; তাহাদের মত ছিল এই যে, ধর্মসঙ্ঘের স্থানীয় বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানবৃদ্ধগণ (elders) কর্তৃকই পরিচালিত হওয়া উচিত, একটি বিশেষ যাজক-তন্ত্রের দ্বারা নহে।

এ-কথা আমি কিছুতেই মনে করিতে পারি না যে, সজ্জনবৃন্দ সম্বন্ধে এবং দক্ষ শাসকগণ সম্বন্ধে যখন শ্রদ্ধাসহকারেই বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা হয় তখন বিধাতার বিচারে তাঁহাদের কাহারও গৌরবের হানি হয়। আপনারা আপনাদের প্রশংসনীয় কার্যকলাপের পথে যেরূপ অগ্রগতি লাভ করিয়াছেন তাহার পরে— আপনাদের ক্লান্তিহীন গুণসমূহের প্রতি সমগ্রদেশের যে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ মনোভাব বর্তমান তাহার পরে এখন আমি প্রথমেই যদি এই-জাতীয় একটি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই তাহা হইলে অতি সঙ্গতভাবেই আমাকে আপনাদের প্রশংসাকারিগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্লথ এবং অনিচ্ছুক বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, প্রশংসার মধ্যে তিনটি প্রধান জিনিস রহিয়াছে, সেগুলি ব্যতীত সব প্রশংসাই প্রণয়-যাচ্ঞা এবং চাটুতা। এই তিনটি জিনিসের মধ্যে প্রথমটি হইল—যখন তাহাই শুধু প্রশংসিত হয় যাহা সর্বতোভাবেই প্রশংসনীয়। দ্বিতীয়তঃ যখন সর্বাপেক্ষা অধিক সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায় যে, যাঁহাদের প্রতি এই-সব প্রশংসনীয় বস্তুর আরোপ করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে সত্যসত্যই এইসব প্রশংসনীয় বস্তু বর্তমান আছে। অপরটি হইল, যিনি প্রশংসা করেন তিনি যখন প্রমাণ করিতে পারেন যে, যাঁহার সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন তাঁহার সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃত মনোভাব এইরূপ যে তিনি কোন চাটুকারিতায় প্রবৃত্ত হইতেছেন না। পূর্বোক্ত তিনটি বিষয়ের মধ্যে প্রথম দুইটি বিষয়ে আমার প্রবৃত্তি-প্রয়াসের পরিচয় আমি পূর্বেই দিয়াছি; সেখানে আমি সে পরিচয় দিয়াছি অতি তুচ্ছ অথচ ক্ষতিকর স্তুতিবাদের দ্বারা যিনি আপনাদের মহিমা ক্ষুন্ন করিয়া বেড়াইতেছিলেন,* প্রশংসার তিনি যে অপব্যবহার করিতেছিলেন সেই অপব্যবহারের গ্লানি হইতে প্রশংসাবাদকে রক্ষা করিয়া। শেষ বিষয়ে (অর্থাৎ আমি যে চাটুকারিতায় প্রবৃত্ত নই সেই বিষয়ে) আমার নিজের সম্বন্ধে প্রমাণ দিবার দায়িত্ব মুখ্যতঃ আমার উপরেই; আমি যাঁহাদের সম্বন্ধে অত উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলাম আমি যে তাঁহাদের

* মিল্টন এখানে বিশপ হল (Bishop Hall) লিখিত A Modest Confutation of a Slanderous and Scurrilous Libel intituled Animadversions upon the Remonstrant's Defence against Smectymnuus নামক নিবন্ধের কথা বলিতেছেন। মিল্টন এই নিবন্ধের প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন। বিশপ হল তাঁহার এই নিবন্ধে ইংলণ্ডের লর্ড-সভার এবং কমন্স্ সভার সদস্যগণের যে স্তুতিবাদ করিয়াছেন মিল্টন তাহাকে তুচ্ছ বলিয়াছেন এই কারণে যে বিশপ হল এখানে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বিষয় লইয়া আলোচনা করিয়াছেন; মিল্টন ইহাকে ক্ষতিকর বলিয়াছেন এই কারণে যে, বিশপ হল এখানে বিধান-সংসদের স্বতন্ত্র মূল্য স্বীকার না করিয়া তাহাকে রাজার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

তোষামোদ করি নাই তাহা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণের অবসর বর্তমান সুযোগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। মহৎ প্রেরণার ফলে যে সকল কাজ সুসম্পন্ন হইয়াছে তাহাকে যে-ব্যক্তি অকুণ্ঠভাবে বড় করিয়া দেখায়, আবার কোন্ কাজ আরও ভালভাবে করা যাইতে পারিত তাহা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিতেও ভীত হয় না, সেই ব্যক্তিই বিশ্বস্ততার চরম চুক্তিতে আপনাদের সহিত আবদ্ধ হয়; সেই ব্যক্তির পরম-আনুগত্যপূর্ণ শ্রদ্ধা-প্রীতি এবং তাঁহার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা আপনাদের কার্য-কলাপের-দিকেই উন্মুখীন হইয়া থাকে। তাঁহার সর্বোচ্চ প্রশংসাও চাটুবাক্য নয়, আবার তাঁহার সরলতম উপদেশও একরূপ প্রশংসা। আপনাদের যে-সকল আদেশ প্রচারিত হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি আদেশের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া আমি যদি আজ দৃঢ়ভাবে বলি এবং যুক্তিদ্বারা আমার বক্তব্য সমর্থনের চেষ্টা করি যে, এই আদেশটি সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা করিলে সত্য, জ্ঞান এবং সাধারণতন্ত্র—ইহার সকল দিক্ হইতেই ভাল হইত তবে তাহা শেষ পর্যন্ত গিয়া আপনাদের শান্ত ও সমদর্শী শাসনতন্ত্রের প্রভাবর্ধনেরই সহায়ক হইত; কারণ, সে-ক্ষেত্রে জনসাধারণ আপনাদের সম্বন্ধে এই ভাবিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিত যে পূর্বেকার রাজনীতিজ্ঞেরা কেবল জনসাধারণের চাটুবাক্যেই প্রীতি লাভ করিতেন, কিন্তু আপনারা অধিক প্রীতি লাভ করেন জনসাধারণের উপদেশ-পরামর্শে। এইরূপ হইলে জনগণ আরও বুঝিতে পারিবে, একদিকে ত্রৈবার্ষিক পার্লিয়া-মেণ্টের* ঔদার্য এবং অপর দিকে পূর্বে যে-সকল যাজকগণ এবং রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টাগণ অবৈধভাবে শাসনযন্ত্র জুড়িয়া বসিয়াছিলেন তাঁহাদের ঈর্ষাকলুষিত ঔদ্ধত্য—এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি। এই পার্থক্য জনগণ স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে তখন, যখন তাহারা লক্ষ্য করিতে পারিবে আপনাদের সকল বিজয় ও সাফল্যের ভিতরেও বিধান-সংসদে গৃহীত একটি আইন বা আদেশের সম্বন্ধে লিখিত আপত্তিসমূহ সম্বন্ধে আপনারা কত বেশি শান্ত ও সহিষ্ণুভাবে বিবেচনা করিতেছেন। আমি এখানে সেইসব পরিষদের কথাই উল্লেখ করিতেছি যে-সব পরিষদ্ ঐশ্বর্যের অত্যন্ত একটা দুর্বল জাকজমক ছাড়া আর কিছুই সৃষ্টি করিতে পারে নাই—যে-সব পরিষদ্ একটি অপ্রত্যাশিত ঘোষণার বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র-প্রকাশিত বিরূপতাকেও সহ্য করিতে পারিত না।

লর্ড-সভার এবং লোক-সভার সদস্যমহোদয়গণ, আপনাদের সামাজিক-

* ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্ট ভাঙ্গিয়া যাইবার পর সুদীর্ঘ এগার বৎসরের মধ্যে আর পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশন বসে নাই। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে একটি আইন পাশ হইয়াছিল যে অন্ততঃ তিন বৎসরে একবার পার্লিয়ামেণ্টের অধিবেশনের

সৌজন্যজাত এবং প্রশান্ত-উদারতা-প্রসূত এই নম্র ব্যবহারে আমি যদি এইভাবে উৎসাহিত হইয়া আপনাদের আদেশে যাহা সোজাসুজিভাবে বলা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে চাই, তবে কেহ কেহ হয়ত আমাকে কোনও এক অভিনব কাণ্ড করিয়া বসিবার বা দুর্বিনীত হইয়া উঠিবার অভিযোগে দায়ী করিতে পারেন। আমি কিন্তু সে-ক্ষেত্রে অতি সহজেই আত্মরক্ষা করিতে পারি। আমার পক্ষে এই আত্মরক্ষা অতি সহজ হইয়া উঠিতে পারে যদি তাঁহারা (অভিযোগ-কারীরা) শুধুমাত্র এই কথাটি জানেন যে, আপনারা যে হূনজনোচিত বা নরওয়ে-বাসিজনোচিত জাঁকজমকের বর্বর মদান্ধতা* অপেক্ষা গ্রীস্‌দেশের প্রাচীন অভিজাত মানবতার অনুসরণ করা শ্লাঘ্য বলিয়া বিবেচনা করেন ইহাকে আমি কত মহত্তর বলিয়া মনে করি! সেই সকল যুগের মনীষিগণের নিকটে তাঁহাদের প্রশান্ত প্রজ্ঞা ও বিদ্যাবত্তার জন্য আমাদের এই প্রকাণ্ড ঋণ রহিয়া গিয়াছে যে আমরা এখন পর্যন্তও গথ বা জাটল্যাণ্ডবাসীতে পর্যবসিত হই নাই। এই সকল মনীষিগণের মধ্যে আমি বিশেষ করিয়া একজনের নাম করিতে পারি;† তিনি তাঁহার নিজের গৃহ হইতে এথেন্স-এর বিধান-সংসদে এমন একখানি লিপি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন যাহার ফলে সংসদ্ তাহার মত পরিবর্তন করিয়া তৎকালে প্রচলিত গণতন্ত্রের রূপ বদলাইয়া দিয়াছিল। যে সকল মনীষী জ্ঞানের ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের সাধনায় নিরত থাকিতেন তখনকার যুগে সেই সকল মনীষীকে শুধু স্বদেশে নয়—বিদেশেও এত সম্মান করা হইত যে, তাঁহারা রাষ্ট্রকে মৃদু-ভর্ৎসনায় কোনও উপদেশ দিলে রাষ্ট্রসমূহ এবং নেতৃবর্গ সানন্দে সশ্রদ্ধভাবে তাঁহাদের কথা শ্রবণ করিতেন। যেমন আমি উল্লেখ করিতে পারি প্রুসাবাসী ডিঅনের‡ কথা। তিনি ছিলেন একজন একান্ত অপরিচিত এবং কোনও প্রতিষ্ঠানের সহিত অসংশ্লিষ্ট বাগ্মী; তিনি একটি প্রাচীন প্রথার বিরুদ্ধে রোডিয়ান্‌গণকে

ব্যবস্থা করিতেই হইবে; ইহাই এখানে ত্রৈবার্ষিক পার্লিয়ামেণ্ট বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

* এখানে ইউরোপের 'অন্ধকার যুগে'র হূন এবং গথগণের একনায়কত্বের বর্বরতার প্রতিই কটাক্ষ করা হইয়াছে।

† ইনি হইলেন গ্রীক্ মনীষী আইসোক্র্যাটিস্ (Isokrates); ইনিই এথেন্স্-এর প্রাচীন গণতন্ত্র ফিরাইয়া আনিবার জন্য তৎকালীন গ্রীক্ ব্যবস্থাপক সংসদে Areopagitic Discourse লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আইসোক্র্যাটিস্-ই মিল্টনের এই Areopagitica রচনায় আদর্শ-স্থানীয়। এই-বিষয়ে গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

‡ ডিঅন ক্রিসস্টম্ (Dion Chrysostom) বাইথিনিয়ার (Bithynia) প্রুসা শহরে ৫০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি জন্মগ্রহণ করেন। রোডিয়ান্‌দের ভিতরে

উপদেশ দিয়াছিলেন। আমার নিকটে এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে—তাহার সব এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। অবশ্য এ-কথা হয়ত সত্য যে আমি যাঁহাদের কথা উল্লেখ করিলাম তাঁহাদের বিশেষ-অধিকারের তুলনায় আমার অধিকার সমান বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য নহে; তাঁহাদের এই বিশেষ অধিকারের এক কারণ তাঁহাদের অধ্যয়ন-সাধনায় উৎসর্গীকৃত শ্রমপূর্ণ জীবন, অপর তাঁহাদের কতকগুলি স্বাভাবিক গুণবৃত্তি;* তবে সৌভাগ্যবশতঃ উত্তর অক্ষাংশের বাহান্ন ডিগ্রি মত্র দূরে অবস্থিত থাকিয়া এই সব সহজাত গুণবৃত্তির ক্ষেত্রে আমি হয়ত একেবারে সর্বনিকৃষ্ট নই; তথাপি আমার মধ্যে এই সকল গুণবৃত্তির কিছুটা অবনতি লক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু তুলনায় আমার নিজের অযোগ্যতা সত্ত্বেও এ-ক্ষেত্রে আমি হীন বলিয়া বিবেচিত না হইবারই দাবী জানাইব; আমি নিজে যাহাই হই, আমার পূর্ববর্তীয়েরা যাঁহাদের নিকটে উপদেশ-পরামর্শ জানাইতেন তাঁহাদের অনেকের অপেক্ষাই আমি যাঁহাদের নিকটে আমার পরামর্শ নিবেদন করিতেছি সেই আপনারা যে অনেক মহত্তর। আপনারা মহত্তর কিসে এবং কতখানি? হে লর্ড-সভার ও লোক-সভার সদস্যবৃন্দ, যুক্তির বাণী যে-কোনও প্রান্ত হইতেই উদ্‌ঘোষিত হোক না কেন, আপনাদের বিচক্ষণ চেতনা তখনই যে তাহাকে স্বীকার করে এবং অনুসরণ করে, এবং সেই যুক্তির বাণী যে আপনাদিগকে স্বকৃত বা পূর্বসূরিগণকৃত যে-কোনও বিধানকে রদ করিতে প্রণোদিত করে, আপনারা নিশ্চিত জানিবেন যে ইহা অপেক্ষা এ-বিষয়ে আপনাদের মহত্তরত্বের অন্য কোনও বৃহত্তর প্রমাণ থাকিতে পারে না।

আপনারা এইরূপ আদর্শে দৃঢ়সংকল্প নন ইহা ভাবিতেও আমি মনে বেদনা পাই; আপনারা যদি এই আদর্শে দৃঢ়সংকল্প হন তবে আপনাদের বিচার-বিবেচনার জন্য আপনাদের নিকটে একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় উপস্থিত করিতে কোন বাধা দেখিতেছি না। এই বিষয়টি অবলম্বন করিয়া আপনারা দুইটি জিনিসেরই প্রমাণ দিতে পারিবেন: প্রথমতঃ আপনাদের সত্যনিষ্ঠা—যাহার কথা আপনারা বড় করিয়া বলিয়া থাকেন; দ্বিতীয়তঃ আপনাদের বিচারের সততা—যাহার মধ্যে

একই প্রাচীন স্মৃতিমূর্তিকে তাহার সঙ্গের লিপি বদলাইয়া বদলাইয়া পরবর্তী কালেও চালাইবার প্রথা ছিল; ইহার বিরুদ্ধে ডিঅন কঠোর অভিমত প্রকাশ করেন।

* মিল্টন পূর্বে যে দুইজন মনীষীর উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহারা উভয়েই ইউরোপের দক্ষিণদেশীয়। মিল্টনের ধারণা ছিল যে এই দক্ষিণপ্রান্তীয়গণ তাঁহাদের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যে এবং সূর্যকিরণের অধিকতর দাক্ষিণ্যে স্বাভাবিকভাবেই অধিক উৎসাহ ও ওজোগুণের অধিকারী হন। খানিকটা উত্তরপ্রান্তীয় বলিয়া তিনি সেই সকল সহজাত গুণবৃত্তির সম-অধিকারী নহেন।

নিজেদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবার কোনও প্রবণতাই নাই। আপনাদের এই সত্য-নিষ্ঠা ও বিচারের সততার প্রমাণ দিতে পারেন আপনারা যে আদেশটি জারি করিয়াছেন সেই সম্বন্ধেই পুনর্বিবেচনা করিয়া। আপনাদের আদেশ হইল এইরূপ—

"মুদ্রণ-নিয়ন্ত্রণের জন্য এই বিধি : এখন হইতে আর কখনই এইরূপ কোনও পুস্তক, পুস্তিকা বা অন্য কোন লেখা মুদ্রিত হইতে পারিবে না যাহা প্রথমে এইরূপ কাহারও দ্বারা (অনুজ্ঞাদানকারীর দ্বারা) অনুমোদিত এবং অনুজ্ঞাত নয়," অথবা ইতঃপর যাঁহাদিগকে অনুজ্ঞাদানকারী বলিয়া নিয়োগ করা হইবে তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ একজনের দ্বারা অনুমোদিত এবং অনুজ্ঞাত নয়।

এই আদেশের যে অংশে ন্যায্যভাবে প্রত্যেক মানুষের নিজের গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত করিবার ব্যবস্থা আছে, অথবা যে অংশে গরিবদের স্বার্থসংরক্ষণের ব্যবস্থা আছে আমি সে অংশ সম্বন্ধে কিছু বলিব না; আমার প্রার্থনা শুধু এই যে, যে-সকল সজ্জন এবং পরিশ্রমী মানুষ গ্রন্থমুদ্রণ বা প্রকাশন-বিষয়ে কোনও দোষেই দোষী নন, তাঁহাদিগকে ভর্ৎসনা করিবার জন্য বা শাস্তি দিবার জন্য যেন এই সকল বিধি অছিলারূপে ব্যবহৃত না হয়।

আমি বই সম্বন্ধে অনুজ্ঞাপত্রদানের যে ধারাটি রহিয়াছে সেই দিকেই আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতেছি। আমরা মনে করিয়াছিলাম, এই ধারাটি অনেক পূর্বেই ইহার সহোদরদ্বয়ের সহিত মৃত্যু বরণ করিয়াছে। এই ধারার সহোদরদ্বয় বলিতে আমি মনে করিতেছি প্রথমতঃ খৃষ্টান ধর্মে প্রচলিত একাদিক্রমে চল্লিশ দিন মহা-উপবাসের মধ্যে আবার ব্যতিক্রম মঞ্জুর করিবার জন্য অনুজ্ঞাপত্রের বিধি, দ্বিতীয়তঃ বিবাহ-সংক্রান্ত বিধি। এই সব বিধি আমাদের শাসনতন্ত্র হইতে ধর্ম-যাজকগণের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু লাভ করিয়াছিল।

বই সম্বন্ধে অনুজ্ঞাপত্রদানের ধারাটি বিষয়ে আমি আপনাদের নিকটে যে শ্রান্তিকর প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব তাহার প্রথম কথা হইবে এই যে, এই ধারাটির উদ্ভাবকগণ হইলেন এমন সব লোক যাঁহাদিগকে নিজেদেব লোক বলিয়া স্বীকার করিতে আপনার'ই কুণ্ঠিত হইবেন; দ্বিতীয়তঃ আমি আলোচনা করিব, গ্রন্থ পাঠ বিষয়ে আমাদের সাধারণভাবে কি মনোভাব থাকা উচিত—সে গ্রন্থ যে-কোনও রকমেরই হোক; তৃতীয়তঃ আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব, মুখ্যভাবে যে-সকল বইয়ের প্রকাশ নিষিদ্ধ করিবার জন্য এই আদেশ পরিকল্পিত হইয়াছে সেই সকল ন্যক্কারজনক, রাজদ্রোহমূলক এবং কুৎসাপূর্ণ গ্রন্থসমূহ দমন করিয়া রাখিতে এই আদেশ কোন সহায়তাই করিবে না। আমার সর্বশেষ বক্তব্য হইবে এই যে,

আপনাদের এই আদেশ মুখ্যভাবে সর্বপ্রকার জ্ঞান-সাধনার পরিপন্থী হইয়া উঠিবে—ইহা সত্যান্বেষণকে থামাইয়া দিবে। ইহা সত্যান্বেষণকে থামাইয়া দিবে কি-ভাবে? আমরা যাহা জানি শুধু তাহাতেই তৃপ্ত থাকার ফলে যে অনুশীলনের অভাব দেখা দিবে এবং আমাদের শক্তি-সামর্থ্যের যে ধারক্ষয় দেখা দিবে তাহা দ্বারাই নহে, ইহা সত্যলাভেই বাধা দিবে ধর্ম এবং সাধারণ সমাজ-জীবন—এই উভয়ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার নবাবিষ্কারের চেষ্টাকে রুদ্ধ এবং অবনমিত করিয়া দিয়া।

মুদ্রণ-নিয়ন্ত্রণের পূর্ব পূর্ব ইতিহাস

এ-কথা অনস্বীকার্য যে দেশের লোকগণ কিরূপ আচরণ করে তাহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা যেমন চার্চ এবং সাধারণতন্ত্রের একটি সর্বাপেক্ষা উদ্বেগজনক দায়িত্ব, বইগুলি সম্পর্কেও ঠিক তাহাই। লোকগণ সম্বন্ধে যেমন সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার পরে, অপরাধিগণকে আবদ্ধ করিবার, কারারুদ্ধ করিবার, বা তাহাদের সম্পর্কে অনুরূপ প্রখরতম ন্যায়বিচার অবলম্বন করিবার প্রয়োজন হইতে পারে, বই সম্পর্কেও ঠিক তাহাই। কারণ, বইগুলিত একেবারে মৃত জিনিস নয়; তাহারাও প্রাণবীজ ধারণ করে, এবং এই প্রাণবীজও ঠিক সেইভাবেই সক্রিয় হইয়া উঠিতে পারে যেমন সক্রিয় হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল একটি আত্মার মধ্যে—যে আত্মার এই বইগুলি হইল সন্তান। শুধু তাহাই নহে, এই বইগুলি হইল তরল ঔষধ রক্ষণের জন্য ক্ষুদ্রাকৃতি পাত্রের ন্যায়; যে জীবন্ত বোধি হইতে ইহারা জাত হইয়াছে সেই জীবন্ত বোধির বিশুদ্ধতম ক্রিয়াশক্তি এবং সার-নির্যাস ইহারা ধারণ এবং রক্ষণ করে। আমি জানি, উপকথা-বর্ণিত ড্র্যাগনের দন্তগুলি যেরূপ জীবন্ত এবং আশ্চর্যভাবে সৃষ্টিশীল, ইহারাও (বইগুলিও) ঠিক তদ্রূপ; এগুলিকেও উলট-পালট করিয়া বপন করিয়া দিলে এগুলি হইতে সশস্ত্র সৈনিকসমূহ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে।* অপরপক্ষে আমরা যদি বই-বিষয়ে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন না করি তবে দেখিব, একখানি ভাল বই নষ্ট করা প্রায় একটি ভাল মানুষকে মারিয়া ফেলিবারই সামিল। যে ব্যক্তি একটি মানুষকে মারিয়া ফেলে সে একটি বুদ্ধিজীবী প্রাণীকে মারিয়া ফেলে—ভগবানের প্রতিমূর্তিকে মারিয়া ফেলে; কিন্তু যে ব্যক্তি একখানি ভাল বইকে নষ্ট করিয়া ফেলে সে বুদ্ধিকেই ধ্বংস করিয়া ফেলে—সে যেন ভগবদ্‌-বিগ্রহকে চোখে আঘাত করিয়াই বিনষ্ট করে। অনেক মানুষই পৃথিবীতে একটা ভারস্বরূপ হইয়া বাঁচিয়া থাকে, কিন্তু একখানি ভাল বই হইল একটি মহান্‌ আত্মার প্রাণ-শোণিত†-স্বরূপ—ইহাকে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া বহুমূল্য রত্নের ন্যায় সঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে এই জীবনের পরে

* উপকথায় বর্ণিত আছে, মিডিয়ার (Medea) নির্দেশক্রমে জ্যাসন্‌ (Jason) যখন ড্র্যাগনের দাঁতগুলি ভূমিতে বপন করিয়া দিয়াছিল তখন সেই দাঁতগুলি হইতে সশস্ত্র সৈনিকসমূহ উৎপন্ন হইয়াছিল।

† মূলে শব্দটি আছে life-blood ; শোণিতই প্রাণ এই বিশ্বাস হইতেই শব্দটির উৎপত্তি।

অপর একটি জীবনের উদ্দেশ্যে। এ-কথা সত্য যে কোনও যুগই মৃত প্রাণ ফিরাইয়া আনিতে পারে না; তাহাতে বোধ হয় তেমন বড় কিছু ক্ষতিও হয় না; কিন্তু একটি সত্যকে বাতিল করিয়া দিবার যে ক্ষতি কোন যুগের কোন বিপ্লবই তাহা পূরণ করিতে পারে না,—এবং সেই বাতিল-করা সত্যের অভাবের জন্য সমগ্র জাতিকেই অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িতে হয়। এইজন্য আমাদিগকে সর্বদা সতর্কভাবে লক্ষ্য করা উচিত, আমরা সর্বজনগণ্য মনীষিগণের সকল জীবন্ত শ্রমের বিরুদ্ধে কি অত্যাচারকে দাঁড় করাইয়া দিতেছি—কি করিয়া আমরা গ্রন্থে নিহিত এবং সংরক্ষিত মানুষের পরিণতিপ্রাপ্ত প্রাণকে হত্যা করিতেছি। আমরা বেশ দেখিতে পাইতেছি, ইহাদ্বারা একরূপ নরহত্যাও হইতে পারে, কখনও হয়ত শহীদ সৃষ্টি করা হইতে পারে,—বিষয়টিকে আরও সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখিলে বলা যাইতে পারে, ইহা একরূপ নির্বিশেষ হত্যাতেও পর্যবসিত হইতে পারে; হত্যা সেখানে শুধু ভৌতিক দেহের বিনাশেই শেষ হয় না,—হত্যা সেখানে আমাদের সূক্ষ্মদেহে আমাদের পঞ্চম আত্মধাতুতেই* আঘাত হানে—বুদ্ধির মূল সত্তাতেই আঘাত হানে; ইহা প্রাণকে হনন করে না—অমরত্বকেই হনন করে। পাছে আমি এই বলিয়া নিন্দিত হই যে, বই সম্বন্ধে অনুজ্ঞাদানের বিধির বিরুদ্ধাচরণ করিতে গিয়া আমি অতিমাত্রায় অবাধ স্বাধীনতা প্রবর্তন করিতে বলিতেছি, এই জন্য আমি এখানে আমার বক্তব্য সমর্থনের জন্য অনেকটা ঐতিহাসিক হইয়া উঠিবার শ্রম-স্বীকারেও কুণ্ঠিত নই। ইতিহাস আশ্রয় করিয়া আমি এখানে দেখাইবার চেষ্টা করিব, ধর্মাপরাধ সম্বন্ধে তদন্ত-বিচার-প্রথা† অবলম্বন করিয়া সর্বপ্রথমে এই অনুজ্ঞাদান-পদ্ধতির পরিকল্পনা দেখা দিল; সেই পরিকল্পনাই আমাদের ধর্ম-যাজকগণ আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন এবং তাঁহাদের পরে আমাদের প্রেসবিটারগণের‡ মধ্যেও কাহাকেও কাহাকেও ইহা এখন পাইয়া বসিয়াছে। আমি এখন ঐতিহাসিক-

* প্রাচীন গ্রীকগণের পঞ্চমধাতুরূপ আত্মধাতুতে বিশ্বাস অবলম্বন করিয়াই কথাগুলি বলা হইয়াছে।

† মূল শব্দটি হইল inquisition; খ্রীষ্টান জগতে শব্দটির একটি ঐতিহাসিক অর্থ আছে। মধ্যযুগে যাঁহারা বাহিরে খ্রীষ্টবিশ্বাসী ছিলেন তাঁহাদের ভিতরে ভিতরে কোনও অবিশ্বাস ও ধর্মবিরোধিতা ছিল কিনা তাহা অনুসন্ধান করা এবং সে সম্বন্ধে দোষী ব্যক্তিবর্গের বিচার করিবার জন্যই যে অনুসন্ধান ও বিচার-ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহাকেই বলা হইত inquisition; এ-ক্ষেত্রে সাধারণতঃ বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে অপরাধীকে পোড়াইয়া মারিবার ব্যবস্থা ছিল।

‡ পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রেসবিটারগণ যাজকতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন; কিন্তু যাজকতন্ত্রের কিছু কিছু মারাত্মক দোষ ক্রমে ক্রমে প্রেসবিটারগণের মধ্যেও সংক্রামিত হইয়াছিল।

ভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইব, এই-সকলেরও পূর্বে প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ সাধারণ-তন্ত্রগুলিতে এই-বিষয়ে গোলযোগের বিরুদ্ধে কি-জাতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে।

গ্রীস্‌দেশের অন্যান্য অংশের তুলনায় এথেন্‌স্‌ নগরেই বই এবং মানুষের সরস বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার সর্বদাই সর্বাপেক্ষা বেশি ছিল। সেই এথেন্‌স্‌ নগরীতে দেখিতে পাই, শুধু দুই প্রকারের লেখা সম্বন্ধে স্থানীয় শাসক বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন; এই লেখা হইল হয় ঈশ্বরদ্বেষী এবং নাস্তিক্যবাদী--না-হয় কুৎসাপূর্ণ। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করিতে পারি, গ্রীক্‌ বিধান-সংসদের বিচারকগণ প্রোটাগোরাস্‌-এর সকল বই পোড়াইয়া ফেলিবার আদেশ দিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতিও রাজ্যসীমা হইতে বহিষ্কারের আদেশ দিয়াছিলেন। ইহার কারণ, প্রোটাগোরাস্‌ তাঁহার লিখিত একটি প্রবন্ধের প্রারম্ভেই স্বীকার করিয়াছিলেন, 'দেবতাগণ আছেন বা নাই' এ-কথা তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন না। মানহানিকর লেখার বিরুদ্ধে সকলেই একমত ছিলেন যে, প্রাচীন গ্রীক হাস্যরসাত্মক নাটকগুলিতে যেরূপ প্রথা ছিল সেইরূপভাবে কাহারও নাম ধরিয়া কুৎসা-প্রচার উচিত নহে। ইহাদ্বারাই আমরা বুঝিতে পারি তাঁহারা কুৎসা-প্রচারকে কিভাবে নিন্দা করিতেন। গ্রীক্‌গণের এই কুৎসা-দমনের ব্যবস্থা আশুফলপ্রদ হইয়াছিল। সিসেরোর (Cicero) লেখা হইতেই আমরা জানিতে পারি, অন্যান্য নাস্তিক্যবাদিগণের বেপরোয়া বুদ্ধি-চাতুর্য দমন করিতে এবং তৎকালীন ঘটনাবলীর মধ্যে প্রকাশ্যে মানহানির যে রেওয়াজ দেখা যায় তাহা দমন করিতেও উপরি-উক্ত ব্যবস্থা যথেষ্ট ফলপ্রসূ হইয়াছিল। অন্যান্য যে-সকল সম্প্রদায় ও মতবাদ ছিল, তাহার কতকগুলির ঝোঁক ছিল ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দিকে—কতকগুলির ঝোঁক ছিল ভগবদ্‌-বিধানের অস্বীকারের দিকে; এই সব সম্প্রদায় ও মতবাদকে তাঁহারা গণনার মধ্যেই আনিতেন না। এই জন্যই আমরা এপিকিউরাস্‌-এর* মতবাদ, অথবা 'সাইরিনি'-র† নৈতিক-বন্ধনহীনতার মতবাদ, অথবা 'সিনিক্‌'গণের‡ ধৃষ্ট

* এপিকিউরাস (Epicurus) ৩৪২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুখকে ইন্দ্রিয়ানুভূত আনন্দ (pleasure) বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। আনন্দের দ্বারা তিনি মনে করিয়াছেন সমগ্র জীবনের অবিরোধে ভোগের কথা। এই অবিরোধে ভোগের জন্যই তিনি নৈতিক সংযমের কথা বলিয়াছেন।

† গ্রীসের সাইরিনি (Cyrene) বাসী অ্যারিষ্টিপোস্‌ (Aristippos) এই মত প্রচার করিয়াছিলেন যে মনুষ্যজীবনের সুখ লাভ হয় নিয়ন্ত্রিত ভোগের দ্বারা।

‡ অ্যান্টিস্থেনিস্‌ (Antisthenes) গ্রীসের সাইনোস্যারগিজ্‌ (Cyno-

ভাবণ—ইহার কোনটির সমীচীনতা সম্বন্ধে আইন কোনও প্রশ্ন তুলিয়াছে এমন কথা লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই না। এমন কথারও উল্লেখ কোথাও দেখিতে পাই না যে প্রাচীন হাস্যরসাত্মক-নাট্যকারগণের লেখা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল; এই সকলের অভিনয় অবশ্য নিষিদ্ধ ছিল। তাহা ছাড়া, এ-কথা সকলেরই জানা আছে যে রাজপরিবারের বিদ্যার্থী ডাইওনিসিয়াস* যখন প্লেটোর নিকটে পড়িতে গিয়াছিলেন প্লেটো তখন তাঁহাকে অ্যারিস্টোফ্যানিস্ পড়িতে উৎসাহিত করিয়াছিলেন—যদিও এই অ্যারিস্টোফ্যানিস্ গ্রীক্ হাস্য-রসাত্মক-নাট্যকারগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অসংযত এবং অসংহত ছিলেন। প্লেটোর এই কাজকে সমর্থন করা যায় পূতচরিত্র ক্রিসস্টম্-এর† দৃষ্টান্তে। তাঁহার সম্বন্ধে আমরা জানিতে পারি যে তিনিও প্রতিরাত্রে এই একই গ্রন্থকারের রচনা প্রচুরভাবে পাঠ করিতেন। কিন্তু এই মনীষীর মধ্যে এমন একটি কৌশল ছিল যাহাতে তিনি একটি অশ্লীল আবেগকেও পরিশুদ্ধ করিয়া একটি চিত্তোদ্বোধক ধর্মোপদেশের পর্যায়ে রূপান্তরিত করিতে পারিতেন।

গ্রীসের অন্য প্রধান নগর ল্যাসিডিমনের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এখানকার অধিবাসিগণের জন্য যিনি সব আইনের ব্যবস্থা করিতেন সেই লাইকারগাস্ মার্জিতরুচির বিদ্যানুশীলনে এত আসক্ত ছিলেন যে তিনিই সর্ব-প্রথমে আইওনিয়া হইতে হোমারের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। এই লাইকারগাস্-ই কবি থ্যালিজ্‌কে‡ ক্রীট্ হইতে স্পার্টায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; উদ্দেশ্য ছিল, থ্যালিজ্ তাঁহার স্নিগ্ধ সঙ্গীত ও গাথার দ্বারা স্পার্টানগণের অসংস্কৃত দুর্বিনীত মনোবৃত্তিকে সংগঠিত এবং শান্ত করিয়া

sarges) নামক স্থানে প্রকাশ্য জনসভায় তাঁহার মত প্রচার করিতেন, ইহা হইতেই তাঁহার মতবাদের নাম হয় সিনিক্ (Cynic)। সিনিকগণ জীবনের শোভনতা এবং আনন্দ ভোগকে ঘৃণা করিতেন। দেহের বিরুদ্ধে মনের সংগ্রামের কথাকেই তাঁহারা বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন।

* ইনি Dionysios the Elder নামে খ্যাত; তাঁহার সাধারণ পরিচয় ছিল 'despot of Syracuse' (৪০৫—৩৭৬ খ্রীঃ পূঃ)।

† সেণ্ট্ ক্রিসস্টম্ কন্স্ট্যান্টিনোপ্‌ল্-এর ধর্মযাজক ছিলেন (৩৪৭—৪০৭ খ্রীষ্টাব্দ)।

‡ থ্যালিজ (Thales) বা সেলেটাস্ ক্রীটের কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। স্পার্টার সঙ্গীতে তিনি এক নবভঙ্গির প্রবর্তন করেন। লাইকারগাস্ থ্যালিজ্‌কে ক্রীট্ হইতে স্পার্টায় পাঠাইয়াছিলেন এই কিংবদন্তী সম্ভবতঃ সত্য নহে; কারণ লাইকারগাস্ ৭৭০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, আর থ্যালিজ্ সম্ভবতঃ ৬৭০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে।

তুলিবেন এবং এইভাবে তাহাদের মধ্যে আইন ও সভ্যতাকে পূর্বাপেক্ষা সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবেন। এই স্পার্টান্‌গণ যে জীবনে কি সঙ্গীতহীন এবং গ্রন্থবিমুখ ছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যুদ্ধের আস্ফালন ব্যতীত অন্য কিছুই তাহারা গ্রাহ্য করিত না। তাহাদের মধ্যে বই সম্বন্ধে কোনও অনুজ্ঞাপত্র-বিধির প্রয়োজনই ছিল না, কারণ, তাহারা নিজেদের সংক্ষিপ্ত প্রবাদ-বচন ব্যতীত আর সব কিছুই অপছন্দ করিত। তাহারা অতি তুচ্ছ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াই কবি আর্কিলোকাস্‌কে তাড়াইয়া নগরের বাহির করিয়াছিল; কারণ সম্ভবতঃ এই, তিনি যে সুরে গান বাঁধিয়াছিলেন তাহা স্পার্টান্‌গণের সামরিকগাথার সুর এবং বৃত্তাকারে নৃত্যের সুরের নাগালের বাহিরে ছিল। অবশ্য আর্কিলোকাস্‌কে তাড়াইয়া দিবার কারণ-স্বরূপে তাঁহার স্থূলরুচির কবিতাগুলির কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে; তবে স্পার্টান্‌গণও এ-বিষয়ে তেমন সতর্ক ছিল না, তাহাদের অবাধমিলনের জীবনযাত্রায় নৈতিক জীবনে তাহারা বেশ শিথিল ছিল। এই জন্যই ইউরিপিডিস্‌ তাঁহার 'অ্যান্ড্রোম্যাকি' নাটকে বলিয়াছেন, স্পার্টান্‌গণের মধ্যে সকল নারীই ছিল অসতী।

গ্রীক্‌গণের মধ্যে কি-জাতীয় বই নিষিদ্ধ ছিল পূর্বোক্ত আলোচনা আমাদিগকে সে সম্বন্ধে আলোকদান করিতে পারে। এইবারে রোম্যান্‌গণের কথা। রোম্যান্‌-গণও অনেক যুগ ধরিয়া সামরিক কর্কশতার শিক্ষাই লাভ করিতেছিল। ল্যাসিডিমন্‌বাসীদের ধরণ-ধারণের সঙ্গেই তাহাদের অনেকখানি মিল ছিল। সুতরাং এই রোম্যানগণও তাহাদের 'বারো ধারা'* যে ধর্ম ও আইন শিক্ষা দিত—অথবা তাহাদের যাজক-পরিচালিত মহাবিদ্যালয়—যেখানে শকুনতত্ত্ববিদ্‌ দৈবজ্ঞেরাও ছিলেন, আবার বিশেষ বিশেষ দেবতার পূজারিগণও ছিলেন—সেই সকল মহাবিদ্যালয় হইতে যে শিক্ষা পাওয়া যাইত—ইহার অতিরিক্ত শিক্ষার কথা তাহারা কমই জানিত। অন্য সব শিক্ষার সঙ্গে তাহারা কিভাবে অপরিচিত ছিল তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ক্যার্নিডিজ্‌† (Carnedes) এবং

* প্রাচীন রোমের দশজন সদস্যযুক্ত একটি পরিষদ্‌ প্রথমে দশটি আইন প্রণয়ন করেন; ইহাই রোমদেশের আইনের প্রথম সৃষ্টি। এই দশটি আইনের সঙ্গে আরও দুইটি যুক্ত করিয়া বারোটি আইন হইল, ইহাই twelve tables বা 'বারো ধারা' বলিয়া বিখ্যাত।

† গ্রীসের সাইরিনি (Cyrene) শহরে ২১৩ খৃষ্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এথেন্‌স্‌-এর New Academy-র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সাধারণভাবে ইঁহারা সংশয়বাদী দার্শনিক ছিলেন।

ক্রিটোলস্* (Critolaus) একবার কৃচ্ছ্রপন্থী ডাইওজেনিস্-কে† (Diogenes) লইয়া রাজদূতরূপে রোমে আসিয়াছিলেন। সেই সুযোগে তাঁহারা রোমবাসিগণকে তাঁহাদের দর্শনের একটি আভাস এবং আস্বাদন দান করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইহাতে তখন তৎকালীন রোমের রাজস্ব ও শুল্ক-বিভাগের অধ্যক্ষ ক্যাটোর মতন একজন পদস্থ লোকই তাঁহাদিগকে প্রলুব্ধকারী বলিয়া সন্দেহ করিয়া বসিলেন। তিনি সিনেটে প্রস্তাব করিলেন যে, ইঁহাদিগকে পদচ্যুত করা হোক এবং এই সমস্ত বাজে বক্‌বক্‌কারী গ্রীক্‌গণকে ইটালি হইতে একেবারে নির্বাসিত করা হোক। কিন্তু স্কিপিও (Scipio) এবং ব্যবস্থাপক সভার পরম উদারচেতা সদস্যগণের মধ্যে কয়েকজন ক্যাটোর বিরোধিতা করিলেন এবং ক্যাটোর মধ্যে যে স্যাবাইন্-জনোচিত‡ কঠোর মনোবৃত্তি ছিল তাহারও প্রতিরোধ করিলেন। ফলে এই হইয়াছিল যে রাজস্ব ও শুল্ক-বিভাগের নিয়ামক ক্যাটোই যে-সকল বিষয়ে অধ্যয়ন সম্বন্ধে প্রথমে অত্যন্ত দ্বিধান্বিত ছিলেন বৃদ্ধ বয়সে প্রবলভাবে সেই সব বিষয়ে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন।

ঠিক এই সময়েই আবার দেখিতে পাই ল্যাটিনভাষার প্রথম দুইজন কমেডি-লেখক নেইভিয়াস্ (Naevius) এবং প্লটাস্ (Plautus) গ্রীক্ নাট্যকার মেন্যান্ডার (Menander) এবং ফিলেমন্-এর (Philemon) নাটক হইতে ধার করা দৃশ্য দ্বারা সমস্ত নগরী ভরিয়া দিতেছিলেন। ইহাতে গুরুতর সমস্যা এবং বিচার-বিবেচনা দেখা দিল, রাজদ্রোহাত্মক বই এবং লেখকগণের বিরুদ্ধে কি করা যায়। নেইভিয়াস্কে তাঁহার অসংযত লেখনীর জন্য সত্বর কারারুদ্ধ করা হইল বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার মত প্রত্যাহার করিবার সঙ্গে সঙ্গেই রোমের বিচার-সভা তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। তখনকার বই পড়িয়া আমরা এ-কথাও জানিতে পাই যে, অগাস্টাস্ (Augustus) সমস্ত কুৎসাপূর্ণ লেখা পোড়াইয়া ফেলিয়াছিলেন এবং এ-জাতীয় লেখার রচনাকারগণকেও শাস্তি দিয়া-

* ইনি অ্যারিস্টটলের মতাবলম্বী ছিলেন।

† ইনি ব্যাবিলনবাসী বলিয়া ডাইওজেনিস্ ব্যাবিলোনিঅস্ (Diogenes) Babylonios) বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ইনি গ্রীক্ দার্শনিক জেনোর (Zeno) মতাবলম্বী; ইঁহারা প্রবৃত্তিদমন, তিতিক্ষা ও কৃচ্ছ্রতার উপরে খুব বেশি জোর দিতেন। এথেন্স্বাসিগণের উপর রোমের সিনেট একটি জরিমানা ধার্য করিয়াছিল; উপরিউক্ত তিনজনেই এই জরিমানা মকুব করাইবার জন্য রাজদূতরূপে রোমে গিয়াছিলেন।

‡ স্যাবাইন (Sabine) রোমের একটি বিশেষ অঞ্চল; এখানকার অধিবাসিগণ তাহাদের অসংস্কৃত কর্কশজীবনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

ছিলেন। রোম্যান্‌গণের আরাধ্য দেবতাগণের বিরুদ্ধে কোনও অপবিত্র কথা লিখিত হইলেও অনুরূপ কঠোরতাই প্রযুক্ত হইত।

দেখা যাইতেছে, শুধু এই দুইটি দিক ব্যতীত (অর্থাৎ ধর্মদ্রোহিতা ও রাজদ্রোহিতা) অন্য দিকে গ্রন্থ-জগতের হালচাল কিরূপ ছিল সে-বিষয়ে শাসকবর্গ কোনও সংবাদ রাখিতেন না। এই জনাই দেখি, লুক্রেসিয়াস্ (Lucretius) কবিতাবন্ধে এপিকিউরাস্-এর দার্শনিক মতবাদ মেমিয়াস্-কে (Memmius) উপহার দিতে পারিয়াছিলেন, তাহার জন্য তাঁহাকে কোনও অপরাধে অভিযুক্ত হইতে হয় নাই; শুধু তাহাই নয়, এই কবিতাবন্ধগুলি সিসেরোর (Cicero) ন্যায় সাধারণ-তন্ত্রের একজন সুপ্রসিদ্ধ জনক কর্তৃক দ্বিতীয়বার সম্পাদিত হইবার সম্মান লাভ করিয়াছিল—সিসেরো নিজে যদিও তাঁহার বিভিন্ন লেখাতে নিজেই এই এপিকিউরাস্-এর মতের বিরোধিতা করিয়াছেন। লুসিলিয়াস্* (Lucilius) বা ক্যাটুলাস্† (Catullus) অথবা ফ্ল্যাকাস্‡ (Flaccus) প্রভৃতির বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা বা নগ্ন স্পষ্টতা—এই সকলও কোনও আদেশের দ্বারা নিষিদ্ধ হয় নাই। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে দেখিতে পাই, টাইটাস্ লিভিয়াস্ (Titus Livius) পম্পে (Pompey) এবং অক্টেভিয়াস্ সিজারের (Octavius Caesar) দলের মধ্যে যে গৃহযুদ্ধ হইয়াছে তাহার ইতিহাস লিখিতে গিয়া উভয়ের মধ্যে পম্পে এই যুদ্ধে যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারই উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন; ইহা সত্ত্বেও বিরোধী দলের অক্টেভিয়াস্ সিজার এই ইতিহাসের প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন নাই। অক্টেভিয়াস্ সিজার ন্যাসো-কে§ (Naso) তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে যৌবনের উচ্ছৃঙ্খল কবিতাবলীর জন্য নির্বাসিত করিয়াছিলেন; আসলে এই নির্বাসন একটা গোপন কারণের জন্য, ঘটনাটির রাজনৈতিক রূপটা একটা মুখোসমাত্র। এ-ক্ষেত্রে আরও লক্ষ্য করিতে হইবে, তাঁহার বইগুলিকে নির্বাসিত করা হয় নাই; সেগুলির জন্য কোনও কৈফিয়ৎও তলব করা হয় নাই।

ইহার পর হইতে অবশ্য রোমসাম্রাজ্যে আমরা স্বৈরাচার ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাই না; ফলে যখন দেখি যে খারাপ বই অপেক্ষা ভাল

* আবির্ভাবকাল ১৪৮—১০৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। ইনিই রোম্যান্ সাহিত্যে বিদ্রূপাত্মক রচনার প্রবর্তন করেন।

† আবির্ভাবকাল ৮৭—৪৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। ইঁহার কবিতায়ও বিদ্রূপাত্মক আলঙ্কারিকতা ছিল।

‡ বিখ্যাত রোম্যান্ বিদ্রূপাত্মক রচনাকার হোরেস্ ফ্ল্যাকাস্।

§ ন্যাসো (Naso) ৪৩ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অগাস্টাস্ বা অক্টেভিয়াস্ সিজার কর্তৃক তিনি ৫১ বৎসর বয়সে নির্বাসিত হন।

বইয়েরই অনেক সময় মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে তখন আমরা বিস্মিত-হই না। আশা করি এখন এ-কথা মনে করা যায় যে, প্রাচীনগণের মধ্যে কি-জাতীয় লেখা শাস্তিযোগ্য ছিল তাহা আমি বিশদভাবে আপনাদের কাছে উপস্থিত করিতে পারিয়াছি। এইগুলি ছাড়া অন্য সকল যুক্তি-বিচারের ক্ষেত্রে স্বাধীন-ভাবেই আলোচনা করা যাইত।

এই সময়ের মধ্যে* রোম্যান্ সম্রাটগণ খ্রীষ্টান হইয়া উঠিলেন; কিন্তু খ্রীষ্টান হওয়াতে তাহাদের নিয়মনিষ্ঠা পূর্বাপেক্ষা কিছু বাড়িয়া গিয়াছিল মনে হয় না। যাঁহাদিগকে তাঁহারা চরম ধর্মমতবিরোধী বলিয়া মনে করিতেন তাঁহাদের বইগুলি সাধারণ পরিষদে পরীক্ষা করা হইত, সেই বই-গুলিতে লিখিত মতের খণ্ডন করা হইত এবং প্রকাশ্যে সেগুলির নিন্দা করা হইত; কিন্তু ইহার পূর্ব পর্যন্ত এগুলি সম্রাটের বিশেষাধিকার বলে নিষিদ্ধ বা দগ্ধ করা হইত না। খ্রীষ্টানধর্মেতর-মতাবলম্বী লেখকদের লেখা সম্বন্ধে দেখিতে পাই, পর্‌ফিরিয়াস্ (Porphyrius) এবং প্রোক্লাস্-এর (Proclus) লেখায় যেভাবে খ্রীষ্টধর্মের প্রকাশ্য নিন্দা ছিল এরূপ প্রকাশ্য নিন্দা বরদাস্ত করা হইত না; কিন্তু এইরূপ প্রকাশ্য নিন্দা না থাকিলে ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত এ-জাতীয় লেখার বিরুদ্ধে কোনও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হইয়াছে এরূপ ঘটনা দেখা যায় না। ৪০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কালে দেখিতে পাই, কার্থেজের রাষ্ট্রপরিষদের এক অধিবেশনে অ-ইহুদী গোষ্ঠীর লোকের লিখিত বই পড়িতে ধর্মযাজকগণকে বারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল—যদিও খ্রীষ্টানবিরোধী লেখা তাঁহাদের পড়িতে দেওয়া হইত। অপর পক্ষে আবার দেখিতে পাই, বহু পূর্বে অ-ইহুদী-গোষ্ঠীভুক্ত লেখকের লেখা অপেক্ষা খ্রীষ্টানমতবিরোধীদের লেখা বিষয়েই অপর এক দলের দ্বিধা ও আপত্তি বেশি ছিল। ইহা ছাড়া আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, প্রথম যুগের রাষ্ট্রপরিষদ্গুলি এবং এই যুগের ধর্মযাজকেরা কোন্ কোন্ বই আপত্তিকর সাধারণতঃ তাহাই ঘোষণা করিতেন, ইহার বেশি আর অগ্রসর হইতেন না; একখানি বই পড়া উচিত না ফেলিয়া রাখা উচিত ইহা প্রত্যেকের বিবেকের উপরে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। ৮০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে এই প্রথার ব্যতিক্রম ঘটে, এ-কথা ট্রেণ্ট-পরিষদের মুখোস-উন্মোচনকারী বিখ্যাত

* মিল্টন এখানে খ্রীষ্টপূর্ব রোমের অবস্থা বর্ণনা করিয়া খ্রীষ্ট পরবর্তী তিন শতাব্দীকে রোম্যান্ সাম্রাজ্যের একটি স্বৈরাচারের যুগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক হইতে রোম্যান্ সম্রাটগণ খ্রীষ্টানধর্ম গ্রহণ করেন; মিল্টন এখানে তাঁহাদের সময়কার অবস্থাই পর্যালোচনা করিতেছেন।

প্যাদ্রে প্যাওলো (Padre Paolo) ইতঃপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছেন।* এই সময়ের পরে রোমের পোপগণ† মজুতদারের ন্যায় যতটা ইচ্ছা রাষ্ট্রীয় শাসন-ক্ষমতা নিজেদের হাতে মজুত করিতেছিলেন। পূর্বে তাঁহারা মানুষের বিচার-বুদ্ধির উপরে যেমন তাঁহাদের শাসন-অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন, এবারে সেইরূপ মানুষের দৃষ্টির উপরেও তাঁহাদের শাসন-অধিকার প্রসারিত করিয়া দিলেন। যে-সকল বই পড়া উচিত নয় বলিয়া তাঁহাদের খেয়াল হইত সে-সকল বই তাঁহারা অগ্নিদাহনের দ্বারা নিষিদ্ধ করিয়া দিতেন। তথাপি দেখা যায়, তাঁহারা তাঁহাদের নিয়ন্ত্রণ এবং নিষেধাজ্ঞায় কিছু কিছু ব্যতিক্রমও করিতেন,—তাঁহারা যে-সব বই পোড়াইয়া নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা খুব বেশি নহে। শেষে অবশ্য পঞ্চম মার্টিন তাঁহার হুকুমাবলে খৃষ্টানবিরোধীদের বইগুলি যে শুধু নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন তাহা নহে, এই জাতীয় বইয়ের পাঠককে একেবারে একঘরিয়া করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এই সময়ের কাছাকাছি উইক্লিফ্‡ (Wicklef) এবং হাস্স§ (Husse) ধর্মযাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিরোধিতার একটি ভয়ংকর রূপ প্রকট করিলেন। এই বিরোধিতা এতই প্রবল ছিল যে তাঁহারা দুইজনেই সর্বপ্রথমে ধর্মযাজক-পরিচালিত বিচারালয়কে পুস্তক সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা-বিষয়ে কঠোর নীতি গ্রহণে বাধ্য করিলেন। দশম লেও (Leo the Tenth) এবং তাঁহার পরবর্তিগণও এই কঠোর নীতিরই অনুসরণ করেন। তাহার পরেই দেখিতে পাই ট্রেন্ট্-এর পরিষদের অধিবেশন এবং স্পেনের ধর্মীয় তদন্ত-বিচার-সভা। এই উভয় প্রতিষ্ঠানের যুক্ত প্রচেষ্টায় এমন কতকগুলি গ্রন্থতালিকা এবং গ্রন্থবিশুদ্ধী-করণের নিয়মাবলী প্রস্তুত হইল, অথবা প্রচলিত তালিকা এবং বিশুদ্ধী-করণের নিয়মাবলীকে এমনভাবে নিখুঁত করিয়া তোলা হইল যে সেগুলি ভাল ভাল প্রাচীন গ্রন্থকারের অন্ত্র-বিদারণের পক্ষে যথেষ্ট হইয়া উঠিল। এখানকার

---

* প্যাদ্রে প্যাওলোর (১৫৫২—১৬২৩) পূর্বনাম Pietro Sarpi; তাঁহার শেষ বয়সে লিখিত ট্রেন্ট-পরিষদের ইতিহাসে তিনি দেখাইয়াছেন, কিভাবে ৮০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রোমের পোপগণ শাসন ক্ষমতারও অধিকারী ছিলেন। যে-সকল লেখা তাঁহাদের নিন্দনীয় বলিয়া মনে হইত সেগুলিকে তাঁহারা পোড়াইয়া ফেলিতেন ও সেগুলির পাঠ নিষিদ্ধ করিয়া দিতেন।

† তখন যে-কোনও বিশপ বা ধর্মাধ্যক্ষকেই পোপ বলা হইত।

‡ ইংলণ্ডের সংস্কারকামী নেতা; তিনি ধর্মযাজক তন্ত্রের অতিরেকের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া গ্রন্থ রচনা করেন।

§ উইক্লিফ্-এর শিষ্য।

এই অন্ত্র-বিদারণ-কার্যের মধ্যে এমন একটি বলপ্রয়োগ রহিয়াছে যাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলপ্রয়োগ কাহারও সমাধির উপরে করা যায় না। খৃষ্টধর্মবিরোধী ব্যাপার সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াই যে ইঁহারা ক্ষান্ত হইয়াছিলেন তাহা নয়; যে-কোন বিষয়ই তাঁহাদের নিকট অরুচিকর মনে হইত তাহাকেই হয় তাঁহারা নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়া ধিক্কৃত করিয়া রাখিতেন, না হয় তাঁহারা গ্রন্থবিশুদ্ধী-করণের নূতন একটি বিধান সৃষ্টি করিয়া সোজাসুজিভাবে সেই বিধানটি ইহার উপরে প্রয়োগ করিয়া দিতেন। এই অনধিকার প্রবেশের বিধানটির ফাঁক ভরিয়া তুলিবার জন্য তাঁহাদের উর্বর মস্তিষ্কের একটি শেষ চাল বাহির হইল: চালটি হইল আর একটি আদেশ জারি করা যে, এমন কোনও পুস্তক-পুস্তিকা অথবা অন্য লেখা মুদ্রিত হইতে পারিবে না (যেন স্বর্গ হইতে সেন্ট পিটার মুদ্রণালয়ের চাবিগুলির ভারও ইঁহাদের উপরে অর্পণ করিয়াছেন) যে-পর্যন্ত না ইহা দুইটি বা তিনটি সর্বভুক্ মঠভিক্ষুর দ্বারা অনুমোদিত বা অনুজ্ঞাত না হয়। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—

> প্রধান-বিচারপতি সিনি (Cini) অনুগ্রহপূর্বক দেখিয়া দিবেন যে এই গ্রন্থখানিতে এমন কিছু আছে কি না যাহার জন্য ইহার মুদ্রণে বাধা থাকিতে পারে।
>
> ভিন্সেন্ট্ রাব্ব্যাটা (Vincent Rabbata),
> ফ্লোরেন্সের শাসক-প্রতিনিধি।
>
> আমি বর্তমান গ্রন্থখানি দেখিয়াছি; আমি ইহার মধ্যে ক্যাথলিক বিশ্বাসের প্রতিকূল বা শোভন আচরণের প্রতিকূল কিছুই দেখিতেছি না; ইহারই সাক্ষ্য-স্বরূপ আমার সাক্ষর দিলাম, ইত্যাদি।
>
> নিকোলো সিনি (Nicolo, Cini)
> ফ্লোরেন্সের প্রধান-বিচারপতি।
>
> পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া দাভান্জ্যাতি-র* (Davanzati) এই বইখানি ছাপাইবার অনুমতি দেওয়া গেল।
>
> ভিন্সেন্ট্ রাব্ব্যাটা, ইত্যাদি।
>
> ইহা ছাপান যাইতে পারে। ১৫ই জুলাই।
>
> ফ্রায়ার সাইমন্ মম্পেই দ্য'অ্যামেলিয়া
> (Friar Simon Mompei d'Amelia),
> ফ্লোরেন্সের পবিত্র কার্যালয়ের প্রধান-বিচারপতি।

* বারন্যারডো দাভান্জ্যাতি বোস্তিচি ফ্লোরেন্সের একজন লেখক ছিলেন (১৫২৯—১৬০৬); ট্যাসিটাস্-এর (Tacitus) অনুবাদের জন্যই তাঁহার খ্যাতি।

এই সব কর্তারা মনে মনে নিশ্চয়ই এই গর্বে গর্বিত যে নরকের অতল তলে অবস্থানকারী ব্যক্তিটি যদি অনেক পূর্বেই সেখানকার কারাগার ভাঙিয়া না ফেলিয়া থাকে তবে এইরূপ বারবার চারিবারের ভূতঝাড়া তাহাকে একেবারেই আটকাইয়া ফেলিতে পারিবে। আমার ভয় হইতেছে, ইঁহাদের পরবর্তী চক্রান্ত হইবে আরও একটি জিনিসের অনুজ্ঞাপত্র-দানের ক্ষমতাও নিজেদের মুঠার মধ্যে আনিয়া ফেলা, যে জিনিসটা তাঁহাদের স্বীকৃতিমতে রোম সম্রাট ক্লোডিয়াস্-ও করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন—কিন্তু শেষ পর্যন্ত করেন নাই। দয়া করিয়া ইঁহাদের অনুমতি-পত্রের আর একটি নমুনা দেখুন, একটি রোম্যান্ শীলমোহর-যুক্ত পত্র:

ইহা পুস্তক-মুদ্রণের অনুমতি—যদি অবশ্য ইহা পবিত্র রাজপ্রাসাদের পরম-পূজনীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকটে ভাল বলিয়া মনে হয়।

বেলক্যাস্ত্রো (Belcastro), রাজ-প্রতিনিধি।

পুস্তক মুদ্রণের অনুমতি,

ফ্রায়ার নিকোলো রোডোল্‌ফি (Friar Nicolo Rodolphi),

পবিত্র রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ।

কখনও এইরূপ পাঁচটি মুদ্রণ-অনুমতি পরপর একসঙ্গে দেখা যায়। এগুলি উক্তি-প্রত্যুক্তির ধরণে দেওয়া। গ্রন্থের একখানি নামপত্রের হাটে এগুলি আসিয়া ভিড় করিয়াছে। এগুলি পরস্পরের অনুপূরকও বটে, পরস্পরের বাহবাদান-কারীও বটে। তাৎপর্যপূর্ণ শিরঃসঞ্চালনের দ্বারা পরস্পরে যেন পরস্পরের প্রতি মুণ্ডিতমস্তক-ধর্মযাজকজনোচিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছে; যে-গ্রন্থকার মহাশয় তাঁহার লিপির পাদদেশে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন তিনি শেষ পর্যন্ত প্রেসে যাইবেন না কাটা যাইবেন তাহার স্থিরতা নাই। এই সবই হইল আজকাল আমাদের প্রার্থনামন্ত্রের চমৎকার প্রত্যুত্তর-ধ্বনি*, এইগুলিই এখন হইল আমাদের প্রিয় ঐক্যতান, এইগুলিই সম্প্রতি কিছুদিন যাবৎ আমাদের প্রধান পুরোহিতগণ এবং তাঁহাদের কথার যাঁহারা উত্তম প্রতিধ্বনি করিতে পারেন সেই সব অনুযাজকগণের মন সম্মোহিত করিয়া রাখিয়াছে। এগুলি আমাদের নৈতিক চেতনাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে যে একটি প্রভুত্বব্যঞ্জক মুদ্রণ-অনুমতির অনুসরণ করিতে এখন আমরা আনন্দিত হই—হয় ক্যান্টারবেরীর আর্চবিশপের নিকট হইতে, না হয় লণ্ডনের বিশপের নিকট হইতে। আমরা রোম্যান্ প্রথার এমন হীন মর্কটসুলভ অনুকরণ করিতে শিখিয়াছি যে আজ

* খ্রীষ্টানগণের প্রার্থনাকালে প্রার্থনা-পরিচালক প্রধান পুরোহিত কতকগুলি প্রশ্ন করেন, অপরে সমস্বরে তাহার কতকগুলি বাঁধাধরা উত্তর দেন।

পর্যন্ত আদেশের কথাগুলি ল্যাটিনেই লিখিত হয়—যেন মনে হয়, ব্যাকরণ-দুরস্ত যে প্রাজ্ঞ লেখনীটি ইহা লিখিয়াছে তাহা ল্যাটিন ব্যতীত আর কিছুতেই কালি খরচ করিবে না। অথবা তাঁহারা হয়ত এই কথা মনে করিয়াই ল্যাটিনে আজ্ঞাপত্র লেখেন যে, পুস্তক-মুদ্রণের অনুমতিদানের যে একটি বিশুদ্ধ আত্মাভিমান রহিয়াছে কোনও ইতর ভাষায় তাহা প্রকাশযোগ্য নয়। তাঁহাদের এই ভাষা-ব্যবহার সম্বন্ধে আমার কিন্তু অন্য কথা মনে হয়; আমাদের এই ইংরেজি ভাষা যে-সব লোক স্বাধীনতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ এবং সর্বাগ্রগণ্য তাঁহাদেরই ভাষা; আমাদের এই ভাষা অল্পায়াসে নূতন করিয়া এমন হীন বর্ণমালা খুঁজিয়া পাইবে না যাহা দ্বারা ইংরেজিতে এই-জাতীয় একটি জবরদস্তী অযৌক্তিক নির্দেশের বানান করা যাইতে পারে।

কাহারা যে গ্রন্থসম্বন্ধে এই অনুজ্ঞাপত্রদানের আবিষ্কর্তা এবং এই অনুজ্ঞাপত্র-দান-বিধির মূল রূপটি যে কি তাহা এইবারে আপনারা আপনাদের সম্মুখে সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত দেখিতে পাইতেছেন। যে-কোনও বংশ-তালিকার ন্যায়ই ইহাকেও আপনারা ক্রমানুসারেই পাইতেছেন। প্রাচীন কোনও রাষ্ট্র বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা বা চার্চ হইতে আমরা ইহা পাই নাই। আমাদের বহুপূর্ববর্তিগণ বা অল্পপূর্ববর্তিগণ আমাদের জন্য যে-সব সংবিধি রাখিয়া গিয়াছেন তাহার কোনও সংবিধি হইতেও আমরা ইহা পাই নাই। বিদেশী কোনও সুসংস্কৃত নগর বা চার্চের কোনও আধুনিক প্রথা হইতেও আমরা ইহা পাই নাই। আমরা ইহা পাইয়াছি সর্বাধিক খ্রীষ্টধর্মবিরোধী একটি পরিষদের নিকট হইতে, আর পাইয়াছি জগতে ধর্মীয় তদন্ত-বিচারের যত পরিষদ্ বসিয়াছে তাহার ভিতরে সর্বাধিক স্বৈরাচারী এবং অত্যাচারী একটি তদন্ত-বিচার-পরিষদের নিকট হইতে। ইহার পূর্বপর্যন্ত বইগুলিকে চিরকালই অবাধিতভাবে জগতে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত, যেমন দেওয়া হইত অন্য যে-কোনও জন্মকে। গর্ভজাত সন্তানকে যতটা টুঁটি টিপিয়া মারা হইত মস্তিষ্কজাত সন্তানকে কখনই ততোধিক মারা হইত না। মানুষের মনীষাজাত সন্তানের জন্মোৎসবে কোন ঈর্ষ্যাপরায়ণা জুনোই পদদ্বয় আড়াআড়ি করিয়া বসিয়া থাকিত না।* জাতক যদি নিজেকে দানব বলিয়াই প্রমাণিত করে তবে তাহাকে পোড়াইয়া মারা বা সমুদ্রে ডুবাইয়া দেওয়াই অতিশয় ন্যায়সঙ্গত এ-কথা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু একখানি বইকে জগতে জাত

*গ্রীক্ পুরাণে বর্ণিত আছে যে হারকিউলিসের জন্মে বাধা দিবার জন্য ঈর্ষাপরায়ণা জুনো এইরূপ পা আড়াআড়ি করিয়া ঘরের দুয়ারে বসিয়াছিলেন।

হইবার পূর্বেই একটি পাপাচারী আত্মার অবস্থা হইতেও অধম অবস্থায় বিচারক-মণ্ডলীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে, অন্ধকার হইতে তাহার খেয়াতরী আলোতে পাড়ি দিবার পূর্বেই অন্ধকারে অবস্থান করিয়া তাহাকে মৃতলোকের বিচারকর্তা র‍্যাডামান্থ (Radamanth) ও তাঁহার সহযোগিগণের বিচারাজ্ঞা ভোগ করিতে হইবে, ইহা পূর্বে আর কখনই দেখা যায় নাই। সংস্কার আন্দোলনের প্রথম আগমনের প্রতিক্রিয়ায় যে একটি রহস্যময় অবিচার* আত্ম-প্রকাশ করিল ইহার পূর্বে কখনই আর এইরূপ দেখা যায় নাই। এই রহস্যময় অবিচার দেখা দিয়াছিল সংস্কার আন্দোলনের আবির্ভাবের প্রতিক্রিয়ায় একটা বিক্ষোভে এবং একটা অশান্তি-সৃষ্টির মানসে; এই অবিচার নূতন নূতন নরক এবং নরক-সীমান্ত† খোঁজ করিতে লাগিল, চেষ্টা করিতে লাগিল যে সেখানে চিরনির্বাসিত করিবার বস্তু-সংখ্যার মধ্যে আমাদের বইগুলিকেও ভুক্ত করা যায় কি-না। এই জাতীয় একটি অবিচার সেদিন দেখা দিল একগ্রাস দুর্লভ খাদ্য-বস্তুরূপে, ধর্মীয় তদন্ত-বিচারে অত্যাগ্রহী আমাদের বিশপগণ এবং তাঁহাদের সাঙ্গোপাঙ্গোগণ প্রকাশ্যেই তাহাকে একেবারে ছিনাইয়া লইলেন, কদর্যভাবে তাঁহারা করিতে লাগিলেন সেই অবিচারের অনুসরণ। আপনাদের কর্মের সদুদ্দেশ্য এবং আপনাদের সত্যে অবিচলিত শ্রদ্ধা-সম্বন্ধে যাঁহারাই অবহিত তাঁহারাই অকুণ্ঠচিত্তে এ-কথা মানিয়া লইবেন যে বইসম্বন্ধে অনুজ্ঞাপত্র-দানের যে বিধি ইহার অবিসংবাদিত প্রণয়নকর্তাদিগকে এখন আর আপনারা সুনজরে দেখিতেছেন না; এ-কথাও সকলে স্বীকার করিবেন যে এই বিধি বিধান-সংসদে গ্রহণ করিবার জন্য আপনারা যখন সনির্বন্ধ অনুরুদ্ধ হইতেছিলেন তখন ইহার অন্তর্নিহিত কোন কূট অভিসন্ধিই আপনাদের মনের ভিতরে ছিল না।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, এই বিধির প্রণয়নকর্তারা খারাপ ছিলেন তাহাতে কি আসে যায়? তাহা সত্ত্বেও জিনিসটি ত ভাল হইতে পারে। হয়ত হইতে পারে, কিন্তু সে-কথা তখনই মানা যাইত যদি দেখা যাইত যে ইহার পশ্চাতে কোনও গভীর অভিসন্ধি নাই, ইহা অতিশয় স্পষ্ট এবং সর্বজনের পক্ষেই সহজগ্রাহ্য।

* মূলে মিল্টন যে 'mysterious iniquity' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন তাহার মধ্যে একটি ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। বাইবেলের মধ্যে (Revelation, xvii, 5) একটি নিন্দিতা নারীর বর্ণনা রহিয়াছে, তাহার কপালে লেখা ছিল 'mystery'।

† মূল শব্দটি হইল Limbo; ইহা নরকের সীমান্ত অঞ্চল; ইহা খৃষ্টপূর্ব-যুগের ধর্মসংস্কার (Baptism) না-হওয়া শিশুদের মৃত আত্মাসমূহের বাসস্থান।

আমরা সে-কথা মানিতে পারিতাম যদি আমরা না দেখিতাম যে শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞান-বরিষ্ঠ সাধারণ-তন্ত্রগুলি সর্বযুগে সকল অবস্থাতেই এই-জাতীয় বিধির ব্যবহারে বিরত থাকিয়াছেন, আর মানুষের মধ্যে সর্বাধিক মিথ্যাব্যবসায়ী, প্রতারক এবং অত্যাচারিগণই সর্বপ্রথমে ইহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া সংস্কার-আন্দোলনের প্রথম প্রবর্তনকেই বাধা দিয়া ঠেকাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। আমিও সেই দলেরই একজন যাঁহারা মনে করেন যে এই-জাতীয় একটি দুরভিসন্ধিকে উন্নীত করিয়া কোনও ভাল ব্যবহারে লাগান অত্যন্ত শক্ত,—লুলিয়াস্* (Lullius) যত সব ধাতু-রূপান্তরের রাসায়নিক পদ্ধতি জানিতেন তাহা অপেক্ষাও ইহা অনেক শক্ত। আমার সকল যুক্তি হইতে আমি শুধু আপনাদিগকে এইটুকু অবধারণ করিতে বলি যে, আমরা যে একটি ফলের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছি ইহা একটি বিপজ্জনক এবং সন্দেহজনক ফল; আমি এই ফলটিকে কাটিয়া বিশ্লেষণ করিয়া ইহার গুণাগুণ একটি একটি করিয়া বিচার করিয়া দেখাইবার পূর্বেই যে বৃক্ষটি এই ফল প্রসব করিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়াই এই ফলটিকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে বিপজ্জনক এবং সন্দেহজনক বলিয়া বোঝা যাইতে পারে। কিন্তু প্রথমে আমি যে প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছিলাম সেই প্রসঙ্গটিকে আমার শেষ করিতে হইবে। বিষয়টি হইল, সাধারণভাবে বই পড়া সম্বন্ধে আমাদের কি-জাতীয় মনোভাব থাকা উচিত, সে বই যে রকমেরই হউক না কেন—তাহা পাঠে বেশি উপকারই হউক আর বেশি ক্ষতিই হউক।

*রেইমণ্ড লালী (Raymond Lully) মধ্যযুগের (১২৩৪—১৩১৫) একজন প্রসিদ্ধ ভেষজবিদ্ এবং রাসায়নিক ছিলেন।

মোজেজ, ডেনিয়েল এবং পল ইজিপ্টবাসিগণের, চ্যালডিয়াবাসিগণের এবং গ্রীক্‌গণের সকল প্রকার বিদ্যাতেই পারদর্শী ছিলেন। ঐ সব দেশের বই না পড়িয়া বোধ হয় এইরূপ পারদর্শিতা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইত না। এ-ক্ষেত্রে পলের কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা যায়; তিনি তাঁহার পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থে তিনজন গ্রীক্‌কবির* বাক্য তুলিয়া দিয়াছেন,—ইহাকে তিনি কোনও রকমে অশুচি বলিয়া মনে করেন নাই; এই তিনজন গ্রীক্‌কবির মধ্যে একজন আবার ছিলেন ট্র্যাজেডি-রচনাকার। আমি এখানে মোজেজ, ডেনিয়েল এবং পলের দৃষ্টান্তের উপরেই জোর দিয়া বসিয়া থাকিতে চাহি না। অন্যদেশীয় বিদ্যায় এইরূপভাবে পারদর্শী হওয়া উচিত কি-না এ-বিষয়ে অবশ্য প্রাচীন প্রাজ্ঞগণের মধ্যে মাঝে মাঝে তর্ক দেখা দিত; সেই তর্কে প্রকাশিত মতামত লক্ষ্য করিলে বোঝা যায়, এ-জিনিসটিকে আইনানুগ এবং লাভজনক বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার দিকেই ঝোঁক ছিল। ব্যাপারটি স্পষ্ট বোঝা যায় স্বধর্মত্যাগী জুলিয়ানের† (Julian) ব্যাপার হইতে। এই জুলিয়ান্ শুধু স্বধর্মত্যাগী ছিলেন না, তিনি ছিলেন আমাদের ধর্মবিশ্বাসের সূক্ষ্মতম শত্রু। তিনি এক সময়ে এক বিধান জারি করিয়া বসিলেন যে খ্রীষ্টান-গণের পক্ষে অখ্রীষ্টানগণের বিদ্যা অধ্যয়ন একেবারে নিষিদ্ধ। তাঁহার যুক্তি ছিল এই যে, এই অ-খ্রীষ্টানগণ আমাদের নিজেদেব অস্ত্র দিয়াই আমাদিগকে আহত করে, আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারাই তাহারা আমাদিগকে পরাভূত করে। রাজা জুলিয়ানের এই কৌশলী চালের ফলে খ্রীষ্টান জগৎ একটি চরম ভেদ-বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়া পড়িল, সমগ্র খ্রীষ্টান সমাজের অজ্ঞতার গহ্বরে নামিয়া যাইবার বিপৎ-সম্ভাবনা দেখা দিল। এই বিপদ প্রতিরোধার্থে তখন আগাইয়া আসিলেন দুইজন অ্যাপোলিন্যারিয়াস্‡। তাঁহারা সানন্দে আগাইয়া

* তিনজন গ্রীক্‌কবি হইলেন: অ্যার‍্যাটোস্ (Aratos), ২৭০ খ্রীঃ পূঃ; ইউরিপিডিস্; ও ক্রীট্ দ্বীপের এপিমেনিডিস্ (Epimenides), ৬০০ খ্রীঃ পূঃ।

† প্রচলিত চার্চের মতবিরোধী বলিয়া সম্রাট জুলিয়ান্ স্বধর্মত্যাগী জুলিয়ান্ বলিয়া (Julian the Apostate) ইতিহাসে খ্যাত ছিলেন। ৩৬১-৬২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি তাঁহার বিদ্যা অধ্যয়ন-বিষয়ে আইন জারি করেন।

‡ অ্যালেকজেণ্ড্রিয়ার অ্যাপোলিন্যারিয়াস্ (Appollinarius) ও তাঁহার পুত্র অ্যালেকজেণ্ড্রিয়ার বিশপ।

আসিলেন এক বাইবেলকে অবলম্বন করিয়াই চিত্তপ্রসারক সাতপ্রকারের* জ্ঞান-বিজ্ঞান গড়িয়া তুলিতে। তাঁহারা এক বাইবেলকেই সর্ববিধ বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের, কবিতার এবং সংলাপের বিবিধ ভঙ্গিতে রূপান্তরিত করিয়া লইলেন, এমন কি বিশেষ প্রণিধানের দ্বারা তাঁহারা বাইবেলকে একখানি নূতন খ্রীষ্টানগণের উপযোগী ব্যাকরণেও রূপান্তরিত করিয়া লইলেন। ঐতিহাসিক সক্রেতিস্† বলেন, পরিশ্রমী অ্যাপোলিন্যারিয়াস্ ও তাহার পুত্র যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা ভগবদ্-বিধানই সুষ্ঠুতর ব্যবস্থা করিয়াছিল, বিধাতা এই অশিক্ষার পর্যবসানকারী আইনটির সঙ্গে আইনের প্রণেতাকেও (জুলিয়ান্‌কে) সরাইয়া লইলেন।‡ গ্রীক্‌গণের বিবিধ বিদ্যা হইতে এইভাবে বঞ্চিত হওয়াকে সে যুগের খ্রীষ্টানগণ এত বড় একটা ক্ষতি বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আরও মনে হইয়াছিল, জুলিয়ান্-এর এই বিধান একটা অত্যাচারমাত্র, ডেসিয়াস্§ (Decius) বা ডাইওক্লেশান** (Diocletian) প্রকাশ্য নিষ্ঠুরতা দ্বারা চার্চের যে অবমাননা করিয়াছিল, অলক্ষ্যে চার্চের যে ক্ষয় সাধন করিয়াছিল সে অত্যাচার অপেক্ষাও এ অত্যাচার নিকৃষ্ট।

মহা-উপবাস-পর্বের†† মধ্যে সেণ্ট্ জেরোমের (Jerome) স্বপ্নের ভিতরে পাপাত্মাধিপতি সেণ্ট্ জেরোমকে যে সিসেরোর লেখা পাঠ করিবার অপরাধে বেত্রাঘাত করিয়াছিল—এ ঘটনাটিও‡‡ একটি অনুরূপ রাজনৈতিক চক্রান্ত-প্রণোদিত বলিয়া মনে হয়। অথবা হয়ত এ ঘটনা ছিল একটা অলীক ছায়াদর্শনের

---

* এই সাতটি হইল, (১) ব্যাকরণ, (২) তর্কশাস্ত্র, (৩) অলংকার-শাস্ত্র, (৪) গণিত, (৫) জ্যামিতি, (৬) জ্যোতির্বিদ্যা, ও (৭) সঙ্গীত।

† ইনি গ্রীক্ দার্শনিক সক্রেতিস্ নহেন, ইনি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের লোক, চার্চের ইতিহাস-লেখক সক্রেতিস্।

‡ ৩৬৩ খ্রীষ্টাব্দে জুলিয়ান্-এর মৃত্যু হয়।

§ ২৪৯-২৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমের সম্রাট ছিলেন।

** ২৮৪-৩০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রোমের সম্রাট ছিলেন।

†† ইস্টারের অব্যবহিত পূর্ববর্তী চল্লিশদিনব্যাপী খ্রীষ্টীয় উপবাস-পর্ব।

‡‡ সেণ্ট জেরোম নিজে তাঁহার শিষ্যা ইউস্টোছিয়াম্‌কে (Eustochium) রোমের অখ্রীষ্টানগণ কর্তৃক লিখিত লেখা পড়িতে বারণ করিয়া এই ঘটনাটি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। উপবাস-পর্বের মধ্যে তাঁহার একবার হাড়কাঁপুনি দিয়া জ্বর আসে; সেই জ্বর-বিকারের মধ্যেই তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার মৃত্যু-শয্যা রচিত হইতেছে, কিন্তু তাঁহাকে টানিয়া লওয়া হইল এক বিচারকের নিকট। বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে'? জেরোম বলিলেন, 'একজন খ্রীষ্টান'। বিচারক বলিলেন,—'মিথ্যা কথা, তুমি একজন সিসেরোপন্থী'। তখন তাঁহার উপরে বেত্রাঘাত করা হইতে লাগিল।

মত; সেন্ট জেরোম তখন যে জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন সেই জ্বরেরই বিকারজাত একটা ছায়ামূর্তি। স্বপ্নদ্রষ্টাদের মধ্যে সেন্ট জেরোমের এইরূপ শাস্তিবিধানকারী পাপাত্মাধিপতিই ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; তাহা না হইয়া একজন স্বর্গদূত যদি সেন্ট জেরোমকে এইভাবে সংযত করিবার চেষ্টা করিতেন, তবে বলিতাম এ-কাজটি একান্ত একদেশদর্শী হইয়াছে। স্বর্গদূত অবশ্য যদি জেরোমকে সিসেরোর মতবাদ লইয়া মাত্রাধিক আলোচনার জন্য এইরূপ সংযম বিধানের চেষ্টা করিতেন, অথবা সিসেরোর গ্রন্থপাঠ-অবলম্বনে জেরোমের আন্তরিকতার জন্য এইরূপ শাস্তি-বিধান করিতেন তবে তাহা ছিল স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু তাহা না করিয়া স্বর্গদূত সিসেরোর গ্রন্থ পাঠ করিবার জনাই জেরোমকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া থাকিলে তাঁহাকে একদেশদর্শীই বলিতে হইত। আমরা এ-ক্ষেত্রে একদেশদর্শিতার কথা বলিতাম দুই কারণে: প্রথমতঃ, স্বর্গদূত জেরোমকে সিসেরোর সারসমৃদ্ধ লেখাগুলি পড়ার জন্য শোধরাইবার চেষ্টা করিলেন অথচ প্লটাস্-এর (Plautus) কদর্যরুচি বইগুলি পড়িবার জন্য শোধরাইবার চেষ্টা করিলেন না; জেরোম নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, তিনি অল্প কিছুকাল পূর্বেই প্লটাস্-এর লেখা পড়িতেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ স্বর্গদূত শুধু জেরোমকেই শোধরাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রাচীন যাজকগণকে তরল-আনন্দজনক অলঙ্কারের চাকচিক্যময় লেখা পড়িয়া চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে দিতেছিলেন, তাঁহাদের জন্য শিক্ষাদানকারী কোনও ছায়ামূর্তির কশাঘাতের ব্যবস্থা করিলেন না। এই প্রাচীন ধর্মযাজকগণকে এমনই নিরঙ্কুশ দেখিতে পাই যে, হোমার-লিখিত আধুনালুপ্ত মার্গাইটিস্ (Margites) নামক প্রমোদপূর্ণ কবিতাটিরও কিরূপে একটু সদ্ব্যবহার করা যায় তাঁহারা তাহারই শিক্ষা দিতেছেন। তাহা হইলে আর প্রায় একই উদ্দেশ্যে লিখিত মর্গাণ্টি* (Morgante) নামক ইটালীয় রোমান্সখানাই বা বাদ যায় কেন?

স্বপ্নদর্শনের ভিতর দিয়াই গ্রন্থ-অধ্যয়ন-বিষয়ে আমাদের বিচার হইবে এই কথাই যদি স্থির হয়, তবে ইউসেবিয়াস্† (Eusebius) কর্তৃক বর্ণিত একটি স্বপ্নদর্শনের কথা স্মরণ করাইতে চাই। জেরোম তাঁহার মঠবাসিনী শিষ্যা ইউস্টোছিয়াম্কে (Eustochium) যে বৃত্তান্ত বলিয়াছেন তাহা অপেক্ষা এই বৃত্তান্ত প্রাচীনতর। উপরন্তু এই বৃত্তান্তের সঙ্গে জ্বরের কোনও সংস্রব ছিল না।

* লুইগি পুলচি (Luigi Pulci) লিখিত The Morgante Maggiore. ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে ভেনিসে মুদ্রিত।

† বিশপ ইউসেবিয়াস্, ২৬৪—৩৪০ খৃীঃ অঃ।

ডাইওসিনিয়াস্ অ্যালেক্‌জ্যান্ড্রিনাস্ তাঁহার পূতচরিত্র এবং বিদ্যাবত্তার জন্য ২৪০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে খ্রীষ্টান ধর্মসঙ্ঘে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি খ্রীষ্টধর্মে অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য একটি বিশেষ পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি বিরুদ্ধমতাবলম্বীদের গ্রন্থসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় সাধনের দ্বারাই আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে এক বৃদ্ধ যাজক তাঁহার বিবেকের মধ্যে এই এক আলোড়ন উপস্থিত করাইয়া দিলেন যে ঐ সব অশুচিকর গ্রন্থগুলি লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার কাজ হইতেছে। ইহার পূর্ব পর্যন্ত কিন্তু তিনি এই পন্থাই অনুসরণ করিতেছিলেন। সাধুপ্রকৃতির এই মানুষটি কাহারও মনে আঘাত করিতে স্বতঃই কুণ্ঠিত ছিলেন; এ বিষয়ে কি ঠিক করা যায় ইহা লইয়া তিনি নিজেই এক আত্ম-বিতর্কে পড়িয়া গেলেন। সহসা ভগবানের নিকট হইতেই তিনি স্বপ্নদর্শনের মধ্যে (তাঁহার নিজের লিপিতেই এ-কথা বর্ণিত আছে) এই নির্দেশ লাভ করিলেন,—"তোমার হাতে যে বই আসিবে তাহাই তুমি পড়িবে. কারণ, তুমি নিজেই ভাল-মন্দ বিচার করিতে যথেষ্ট সমর্থ,—প্রত্যেক বইয়ের বিষয়-বস্তুকে তুমি নিজেই পরীক্ষা করিতে পার।" এই প্রত্যাদেশকে তিনি সঙ্গে সঙ্গে মাথা পাতিয়া লইলেন; কেন লইলেন তাহার যুক্তিতে তিনি নিজেই বলিয়াছেন. প্রত্যাদেশের এই নীতি নিম্নোক্ত মতের সহিত একেবারে মিলিয়া যায়,—"সব জিনিসই পরীক্ষা কর, তাহার পরে যেটি ভাল তাহাকেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধর।" এ মতটি হইল থেস্‌সালোনিআন্-গণের ভিতরকার ধর্মপ্রচারকদের মত। তিনি যে লেখকের লেখা হইতে উপরের উদ্ধৃতিটি গ্রহণ করিয়াছেন সেই লেখকের লেখা হইতে আরও একটি প্রণিধানযোগ্য উক্তি ইহার সহিত যোগ করিয়া দিতে পারিতেন,—"পবিত্রের নিকটে সব জিনিসই পবিত্র"; শুধু খাদ্য এবং পানীয় বিষয়ে নয়, ভালমন্দ সর্বপ্রকারের জ্ঞান বিষয়েও। মানুষের সংকল্প এবং বিবেক যদি ক্লিন্ন না হয় তবে জ্ঞান মানুষকে ক্লিন্ন করিতে পারে না—সুতরাং বইও ক্লিন্ন করিতে পারে না। বইও হইল খাদ্যাদিরই মত, কোনটির খাদ্যসার ভাল, কোনটির খারাপ; তথাপি দেখিতে পাই, ভগবান্ তাঁহার প্রসিদ্ধ প্রামাণিক প্রত্যাদেশের মধ্যে ভালমন্দের কোনরূপ ব্যতিক্রম না রাখিয়াই বলিয়াছেন,—"জাগো পিটার, মারো এবং খাও।" এখানে ভগবান্ নির্বাচনের ভার প্রত্যেক মানুষের নিজের বিচারশক্তির উপরেই ছাড়িয়া দিয়াছেন। বিকৃত পাকস্থলীতে সুখাদ্য এবং কুখাদ্যের মধ্যে পার্থক্য অতি অল্প, নাই বলিলেই চলে। কুচিত্তে গৃহীত সদ্গ্রন্থরাজিও যে খারাপ কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে না এমন নহে। অতিশয়

স্বাস্থ্যবান্ পরিপাকযন্ত্রের মধ্যে গেলেও খারাপ খাদ্য অতি কদাচিৎ-ই ভাল পোষকতা দান করিতে পারে এ-কথা সত্য; কিন্তু এখানে খারাপ খাদ্যের সহিত খারাপ বইয়ের একটা পার্থক্য আছে; সে পার্থক্য হইল এই, বিচক্ষণ বিচারশীল পাঠকের ক্ষেত্রে খারাপ বইও নানাভাবে নূতন জিনিস আবিষ্কার করিতে, কোনও কিছু খণ্ডন করিতে, কোনও বিষয় সম্বন্ধে সাবধান করিতে, কোনও জিনিসকে দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে—এইরূপে নানাভাবে সাহায্য করে। এ-বিষয়ে সাক্ষ্যের প্রয়োজন হইলে মিঃ সেলডেন্-ই* (Selden) হইলেন সর্বোত্তম সাক্ষ্য। তিনি আপনাদেরই একজন, এখন তিনি পার্লিয়ামেন্টের সদস্য; এদেশে এখন যাঁহারা পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত তিনি তাঁহাদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। তিনি প্রাকৃতিক নিয়ম এবং জাতিগত নিয়ম বিষয়ক যে বিস্তৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন সেই গ্রন্থে প্রমাণিত করিয়াছেন যে, আমরা যাহা জানি, পড়ি, সংগ্রহ করি ইহার সর্বপ্রকারের মতামত—এমন কি ভুলভ্রান্তিও আমাদিগকে আশু পরমসত্যকে লাভ করিতে সাহায্য করে। তিনি ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন শুধু আপ্তজনের মতামতের সমাবেশের দ্বারায় নয়, তিনি ইহা প্রমাণিত করিয়াছেন চমৎকার যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করিয়াছেন এমন সব তত্ত্বের দ্বারা যেগুলিকে প্রায় গাণিতিক উপায়েই সত্য বলিয়া প্রমাণিত করা যায়। এই জন্যই আমি মনে করি যে, ভগবান্ যেমন মিতাহারের বিধান রক্ষা করিয়া মানুষের দেহরক্ষার জন্য সার্বজনীন খাদ্য অপর্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন, তিনি সেইভাবে মনের খাদ্য-ব্যবস্থা এবং রসদের জোগান ব্যাপারেও মানুষকে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছেন। এ-বিষয়ে তিনি এমনভাবে ব্যবস্থা করিয়াছেন যাহাতে প্রত্যেক পরিণত মানুষই তাহার প্রধান প্রধান গুণ ও শক্তির ব্যবহার করিতে পারে।

মিতাচার কত বড় গুণ—সমগ্র জীবনের কত মুহূর্তেই ইহার প্রয়োজন। তথাপি ভগবান্ সকলের জন্য নির্দিষ্ট কোনও একটি ব্যবস্থা না করিয়া এত বড় দায়িত্বের ব্যবস্থাপনার ভার প্রত্যেক পরিণতবয়স্ক মানুষের রুচি-প্রবণতার উপরেই ছাড়িয়া দিয়া থাকেন। এই জন্যই দেখি, তিনি নিজে স্বর্গ হইতে প্রান্তরবাসী ইহুদীগণের জন্য যে দৈনন্দিন খাদ্যাংশ স্থির করিয়া দিলেন এই খাদ্যের পরিমাণ একজন লোক একবারে পরমতৃপ্তিসহকারে যতটা খাদ্য খাইতে পারে তাহার তিন গুণেরও বেশি। ভগবান্ যে এইরূপ করিয়াছিলেন তাহার তাৎপর্য আছে। যে-সব কর্ম মানুষের ভিতরে প্রবেশ করে, ভিতর হইতে বাহিরে আসে না এবং

*জন্ সেলডেন্ (১৫৮৪—১৬৫৪ খ্রীঃ অঃ) ইংলণ্ডের একজন প্রথম-আইনজ্ঞ; তিনি মিল্টনের সময়ের সর্বাপেক্ষা পণ্ডিত লোক।

সেইজন্য অশুচিও করে না, সেই জাতীয় কর্মের ক্ষেত্রে ভগবান্ মানুষকে একটি ব্যবস্থাপত্র-জড়িত চিরকালীন অপোগণ্ডত্বের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখিতে চান না; তিনি চান মানুষকে বুদ্ধি দান করিয়া মানুষের উপরেই আস্থা স্থাপন করিতে—যাহাতে মানুষ নিজেই নিজের বিষয়ে নির্বাচক হইয়া উঠিতে পারে। এতদিন পর্যন্ত যে-সমস্ত জিনিস অনুরোধ-উপরোধের দ্বারাই সম্পন্ন হইতে পারিত সে-সব বিষয়ে এখন যদি কেবল আইন ও বাধ্য-বাধকতাকেই বাড়াইয়া তোলা হয় তবে শিক্ষা ও প্রচারের দ্বারা সাধিত হইবার জন্য কোন কাজই অবশিষ্ট থাকিবে না।

সলোমন আমাদিগকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, অতিপঠন দেহের পক্ষে শ্রান্তিকর। কিন্তু তিনি বা অন্য কোনও প্রতিভাশালী লেখক আমাদিগকে এমন কথা বলেন নাই যে এই-রকম পাঠ বে-আইনী। দেখা যাইতেছে যে এ-ব্যাপারে ভগবান্ এই শ্রান্তিকরত্বের দ্বারাই একটা সীমারেখা টানিয়া দেওয়া ভাল বিবেচনা করিয়াছেন। আমরা অবশ্য মনে করিতে পারি, কোন্‌টা শ্রান্তিকর তাহা বলিয়া দেওয়া অপেক্ষা কোন্‌টা বে-আইনী তাহা বলিয়া দিলেই আমাদের পক্ষে সুবিধা হইত।

সেণ্ট পল যে-সব লোককে ধর্মান্তরিত করিয়াছিলেন তাঁহারা এফেসীয়গণ কর্তৃক লিখিত কতকগুলি বই পোড়াইয়া দিয়াছিলেন। এইরূপ কেন করা হইয়াছিল তাহার উত্তরে বলা হইয়া থাকে যে, এ বইগুলি ছিল যাদুবিদ্যার বই: অন্ততঃ সিরিয়ার ভাষায় এগুলিকে এইভাবেই রূপান্তরিত করা হইয়াছে। এই ঘটনাটি হইল কতিপয় লোকের ব্যক্তিগত কাজ, তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের ইচ্ছায় এই কাজ করিয়াছেন; আমরা ইহারই অনুসরণ করিব কি না তাহা আমাদের ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। আত্মানুশোচনার তীব্রতায় লোকগুলি নিজেদের সংগৃহীত বইগুলিই পোড়াইয়া দিয়াছিল; এ-ঘটনা দ্বারা কোনও বিশেষ শাসন-ব্যবস্থা চালু হইবার কথা বোঝা যায় না। এইসব লোক এই বইগুলিকে অবলম্বন করিয়া কতকগুলি ক্রিয়া-পদ্ধতির অনুষ্ঠান করিতেন, অন্য লোকে হয়ত অন্য প্রয়োজনে এগুলি পাঠ করিতে পারিতেন।

জগতের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভাল এবং মন্দ একসঙ্গে—প্রায় অবিচ্ছেদ্যরূপে বাড়িয়া ওঠে। ভালর জ্ঞান মন্দের জ্ঞানের মধ্যেই অনুস্যূত থাকে। উভয়ে এমন ছলনাময়সাদৃশ্যে উভয়ের সঙ্গে জড়াইয়া থাকে যে উহাদের পরস্পরকে পৃথকভাবে চেনাই যায় না। সাইকিকে শাস্তি দিবার জন্য* তাহার নিকটে একবার

* ভেনাস্-এর পুত্র কিউপিড্ সাইকির (Psyche) প্রেমে পড়িয়াছিল বলিয়া ঈর্ষান্বিতা ভেনাস্ সাইকিকে শাস্তিস্বরূপে নানারকম বীজ একত্রে মিশাইয়া বাছিতে দিয়াছিলেন।

এলোমেলোভাবে মিশানো বীজ ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল; সেগুলি অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের দ্বারা তাহাকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া বাছিয়া পৃথক্ করিতে হইয়াছে; সাইকির নিকটে ছড়ানো সেই বীজগুলিও বোধহয় ভাল এবং মন্দ যে-ভাবে মিশ্রিত থাকে তাহা অপেক্ষা জটিলতরভাবে মিশ্রিত ছিল না। আস্বাদিত একটি আপেলের খোসার মধ্যেই ভাল এবং মন্দের জ্ঞান দুইটি যমজের ন্যায় জড়াইয়া ছিল, সেখান হইতেই সেই দুইটি জগতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আদম যে ভাল এবং মন্দকে জানিবার নিয়তি-চক্রে পতিত হইয়াছিলেন তাহার তাৎপর্য বোধহয় এই-ই,—অর্থাৎ, মন্দের সাহায্যেই ভালকে জানা। মানুষ এখন যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে সে অবস্থায় মন্দের জ্ঞান ব্যতীত কোন্ প্রজ্ঞাকে সে বাছিয়া বরণ করিতে পারে? মন্দের জ্ঞান ব্যতীত কোন্ ইন্দ্রিয়-সংযমকে সে তিতিক্ষার সহিত গ্রহণ করিতে পারে? যে ব্যক্তি পাপকে তাহার সকল প্রলোভন এবং আপাতরমণীয়তা সহ ভাল করিয়া ধারণা করিতে পারে—চিন্তা করিতে পারে—এবং তৎসত্ত্বেও পাপ হইতে নিজেকে বিরত রাখিতে পারে, পাপ-পুণ্যের মধ্যে পার্থক্য করিতে পারে এবং উভয়ের মধ্যে প্রকৃতই যাহা ভাল তাহাকে বরণ করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই জীবনের পথে যথার্থ পথচারী একজন খৃষ্টান। যে গুণের কোনও অনুশীলন নাই, জীবনের স্পর্শে যাহা প্রাণবন্ত নয়, এমন পলায়নপর মঠপ্রাচীর-বেষ্টিত গুণসমূহের আমি প্রশংসা করিতে পারি না। যে গুণ স্বতঃ-উৎসারণের দ্বারা বাহিরে ছড়াইয়া পড়িয়া তাহার প্রতিপক্ষের অনুসন্ধান করে না, পরন্তু জীবনের ক্ষেত্রে যেখানে অমর-মাল্য লাভের জন্য ধূলিক্লিষ্ট তাপদগ্ধ ধাবন-প্রতিযোগিতা সেখানে যে গুণ চোরের মত লঘুপদে পিছাইয়া চলে, আমি সেই গুণের প্রশংসা কিছুতেই করিতে পারি না। আমরা জগতে নিশ্চয়ই কেবল নিরপরাধ নিরীহতা আনয়ন করিতে চাহি না, বরঞ্চ আমরা অশুচিকেই আনিতে চাই। আমাদিগকে জীবনে যাহা পবিত্র করিয়া তোলে তাহা হইল এই সব কঠিন পরীক্ষা; যাবতীয় বিপরীত ধর্মের ভিতর দিয়াই আসে জীবনের এই সব পরীক্ষা।

আমার মোটামুটি বক্তব্য তাহা হইলে হইল এই; মানুষের যে গুণ পাপের ধ্যানে একটি বিমূঢ়চিত্ত তরুণের মত, ছলনাময়ী দুষ্প্রবৃত্তি তাহার পশ্চাদনুসরণকারীকে যে কি পর্যন্ত অঙ্গীকার দান করিয়া থাকে এবং অঙ্গীকার করিয়া শেষে প্রত্যাখ্যান করে তাহা যে গুণ জানে না, সে গুণ একটি ফাঁপা গুণ—তাহাকে আমি একটি খাঁটি গুণ বলিব না। তাহার শুভ্রত্ব একটা বাহ্যিক শুভ্রতা মাত্র। এই প্রসঙ্গে আমি আমাদের ঋষিকল্প গুরুগম্ভীর কবি স্পেন্সারের কথা উল্লেখ

করিতে চাই। স্কোটাস্* (Scotus) বা অ্যাকোয়ানাস্† (Aquinas) অপেক্ষা তিনি যে যোগ্যতর শিক্ষক ছিলেন সে কথা প্রকাশ্যে বলিতে আমার কোনও দ্বিধা নাই। সেই স্পেন্সার সংযম যে কি জিনিস গ্ইওন্‡-এর চরিত্রের ভিতর দিয়া তাহার পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্ইওন্‌কে তিনি তাঁহার সহতীর্থযাত্রীর সঙ্গে একবার আনিয়া উপস্থিত করাইলেন ধনদৌলতের দেবতা ম্যামন্-এর গ্হায়, আবার তাহাকে লইয়া গেলেন সাংসারিক সুখের কুঞ্জতলে। এইরূপ করিবার উদ্দেশ্য ছিল, গ্ইওন্ সবকিছু দেখুক জানুক, সবকিছু দেখিয়া জানিয়াই সে সংযত হউক।

আমরা তাহা হইলে দেখিতেছি, জগতে পাপের জ্ঞান এবং পাপসম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষণ মানবীয় গুণসমূহ গড়িয়া উঠিবার জন্যই একান্ত প্রয়োজনীয়। পাপকে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যও ইহার একান্ত প্রয়োজন। ইহাই যদি স্বীকার করিয়া লই তবে সব রকমের প্রবন্ধ-নিবন্ধ পাঠ, সব রকমের যুক্তি-তর্কের অনুধাবনই আমাদের কর্তব্য। তাহা ব্যতীত আর কোন্ অধিক নিরাপদ উপায়ে ন্যূনতম বিপদের ঝুঁকি লইয়া আমরা পাপ ও মিথ্যার রাজ্যকে ঘৃণাসহকারে পরিত্যাগ করিতে পারি? এই যে সুযোগ-সুবিধা—ইহা ভাল-মন্দ-নির্বিশেষে সকল বই পাঠ করিয়াই আমরা লাভ করিতে পারি।

ভাল-মন্দ-নির্বিশেষে পাঠ হইতে যে ক্ষতি হইতে পারে তাহাকে আমরা সাধারণতঃ তিনভাবে লক্ষ্য করিতে পারি। প্রথমতঃ ইহা হইতে যে দূষিত বিষ-ক্রিয়া ছড়াইয়া পড়িতে পারে তাহার আশঙ্কা। কিন্তু এই আশঙ্কায় শঙ্কিত হইলে মানুষের সমস্ত বিদ্যা এবং ধর্মের ক্ষেত্রে বহুবিচিত্র বিতর্ক—সমস্তই পৃথিবী হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে। এমন কি বাইবেলকেও ত দূর করিয়া দিতে হইবে, কারণ বাইবেলেও ত ঈশ্বর-অস্তিত্বে অবিশ্বাসের কথা বর্ণিত আছে, এবং সর্বত্রই যে তাহা শোভনভাবে বর্ণিত আছে তাহাও নহে। এখানে অসৎ মানুষের দেহেন্দ্রিয়-ভোগকামনার বর্ণনা রহিয়াছে, সে বর্ণনা যে বেশ সুষ্ঠুভাবে করা হয় নাই এমন নহে। এখানে দেখিতে পাই, এপিকিউরাস্ যে-জাতীয় যুক্তি দিতেন ঠিক সেই জাতীয় যুক্তি অবলম্বন করিয়াই পূতচরিত্রের লোকগণ বিধাতার

*জন্ ডানস্ স্কোটাস্ ত্রয়োদশ শতকের একজন দার্শনিক পণ্ডিত।
†অ্যাকোয়ানাস্ (১২২৪–১২৭৪ খৃঃ অঃ) 'The Angelic Doctor,' 'The Angel of the School' প্রভৃতি আখ্যায় প্রসিদ্ধ ছিলেন।
‡স্পেন্সারের Faerie Queene কাব্যের একটি চরিত্র।

বিরুদ্ধে প্রবল আবেগে অভিযোগ-বাণী উচ্চারণ করিতেছেন। অন্যান্য প্রধান প্রধান মতবিরোধের ক্ষেত্রেও বাইবেলের মধ্যে যে সব উত্তর পাওয়া যায় সাধারণ পাঠকের নিকটে তাহা দ্বিধাগ্রস্ত এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হইবে। শাস্ত্রগ্রন্থের প্রসঙ্গে ইহুদী ধর্মশাস্ত্র তালমুদের মধ্যে দুই রকমের লেখার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারি; যাঁহারা তালমুদে বিশ্বাসী তাঁহাদের কাহাকেও ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করুন, তালমুদের যে রূপটি পঠনীয় তাহা কেন সবিনয়ে গ্রন্থের প্রান্তে লিখিয়া রাখেন, মোজেজ এবং অন্যান্য সমস্ত ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ একত্রিত হইয়াও কেন তাঁহাকে তালমুদ মূলে যেভাবে লিখিত সেইভাবেই পাঠ করিতে রাজি করাইতে পারেন না।* আমরা জানি এইসব কারণেই পোপের মতাবলম্বিগণ বাইবেলকেই নিষিদ্ধ পুস্তকের প্রথম শ্রেণীতে রাখিয়া দিয়াছেন। বাইবেল নিষিদ্ধ করিবার পরেই অতিপ্রাচীন যেসব ধর্মযাজক রহিয়াছেন তাঁহাদিগকেও সরাইয়া দিতে হইবে: কারণ, আমরা অ্যালেক্‌জ্যান্ড্রিয়ার ক্লিমেণ্ট্‌-এর (Clement)† ক্ষেত্রেও দেখিতে পাই, ইউসেবিয়ার মঙ্গল-সমাচারের সংকলনেও দেখিতে পাই—এইসব প্রাচীন প্রসিদ্ধ ধর্মযাজকগণ ভগবৎ-সুসমাচার শুনাইবার পূর্বে অখ্রীষ্টবিশ্বাসীদের একরাশ অশ্লীল কথা আগে শুনাইয়া লইয়াছেন। এ-কথা কেই বা লক্ষ্য করেন নাই যে, আইরেনিয়াস্‌‡ (Irenaeus), এপিফ্যানিয়াস্‌§ (Epiphanius), জেরোম** এবং অন্যান্য মনীষীরা খৃষ্টদ্রোহিতার যতটা খণ্ডন করিয়াছেন তাহার অনেক বেশি খ্রীষ্টদ্রোহিতা প্রকাশ করিয়াছেন। অনেক সময়ে তাঁহারা এইরূপ করিয়াছেন এই জন্য যে তৎকালীন জনমতের মধ্যে খ্রীষ্টদ্রোহিতাই অধিকতর সত্য ছিল। উল্লিখিত প্রাচীন ধর্মযাজকগণ সম্বন্ধে

*তালমুদ (Talmud) হইল ইহুদীগণের ধর্মবিধানের প্রাচীন সংকলন। এই তালমুদের মূলে যাহা লিখিত আছে তাহাকে বলে Chetiv; মূল লিখিত-রূপ সর্বাংশে গ্রহণীয় মনে না হইলে লিখিত রূপটিকে কখনও কাটিয়া দেওয়া হয় না, লিখিত রূপের পাশে পঠিতব্য রূপটি লিখিয়া রাখা হয়, ইহাই হইল Keri। এখানে মিল্টনের বক্তব্য হইল এই যে, ইহুদীগণের শাস্ত্রগ্রন্থ যেভাবে লিখিত পাওয়া যায় সেইভাবেই সর্বাংশে গ্রহণীয় নয়, পড়িবার কালে কিছু পরিবর্তন করিয়া পড়িতে হয়।

†তিনি তাঁহার Hortatory Address to the Greeks নামক গ্রন্থে (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক) বহুদেবতায় বিশ্বাসের কুফল সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন।

‡ইনি ছিলেন লিওন্‌স্‌-এর বিশপ (১৭৭ খ্রীঃ অঃ)।

§সাইপ্রাস্‌ দ্বীপের স্যাল্যামস্‌ নামক স্থানের বিশপ (৩৬৭ খ্রীঃ অঃ)।

**ইঁহার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

এ-কথা বলিয়া লাভ নাই যে তাঁহারা যে ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন সে-ভাষা সর্বসাধারণের জানা ভাষা নয় (সুতরাং তাহাতে কিছু ক্ষতিও করিতে পারে নাই)। যে-সকল পৌত্তলিকতাবাদী লেখকের একটা বিদ্যানুশীলনের জীবনও রহিয়াছে অথচ যাঁহারা সর্বাপেক্ষা দূষিত প্রভাবও বিস্তার করিতেছেন (ইহাকে যদি দূষিত প্রভাব বলিয়াই স্বীকার করা হয়), এমন সব লেখকগণ সম্বন্ধেও অনুরূপভাবে এ-কথা বলিয়া লাভ নাই যে তাঁহাদের ব্যবহৃত ভাষাও একটা অজানা ভাষা; কারণ আমরা নিজেরাই জানি এইসব লেখার ভাষা মানুষের মধ্যে অত্যন্ত অসৎ একদল লোকের বেশ জানা আছে। এইসব লোক এই জাতীয় লেখা হইতে নিজেরা যে বিষ চুষিতেছে সেই বিষ সকলের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত করিয়া দিতে তাহাদের পটুত্বেরও বিন্দুমাত্র অভাব নাই, পরিশ্রমেরও কিছুমাত্র অভাব নাই। তাহারা এই বিষ সঞ্চারিত করে প্রথমে রাজ-দরবারে বাছাই করা সব প্রমোদের সঙ্গে আর বিচিত্র রমণীয় পাপ-পরিবেশনের সঙ্গে। দৃষ্টান্ত স্থলে পেট্রোনিয়াস্-এর (Petronius) নাম করা যাইতে পারে, রাজা নিরো ইঁহাকে ডাকিতেন তাঁহার 'রসরাজ' বলিয়া। ইনি ছিলেন নিরোর সকল বিলাস-মত্ততার গুরু। আর নাম করা যাইতে পারে অ্যারেৎসোর (Arezzo) কুখ্যাত ইতর লোকটির,* ইটালীর রাজসভাসদেরা যাঁহাকে ভয়ও করিতেন ভালও বাসিতেন। ভবিষ্যৎ-পুরুষের মুখের দিকে তাকাইয়া আমি অপর একটি লোকের আর নামই করিতেছি না,† অষ্টম হ্যারি যাঁহাকে রসিকতা করিয়া নাম দিয়াছিলেন 'নরকের গোমস্তা'। বিদেশী বই আসিয়া জনসাধারণের মধ্যে যে সংক্রামক দোষ ছড়ায় তাহাও একটি সংক্ষিপ্ত উপায়ে এই রাজসভার ভিতর দিয়াই অতি সহজে এবং দ্রুতগতিতে ছড়াইতে পারে। ক্যাথে-র‡ (Cataio) উত্তর হইতে পূর্ব দিক দিয়াই হউক, আর ক্যানাডার উত্তর হইতে পশ্চিম দিক দিয়াই হউক, উপকূলবর্তী দ্বীপসমূহে সমুদ্রযাত্রার ফলে যেসব সংক্রামক দোষ ছড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা সেই সব সম্ভাবনা আরও সহজ ও দ্রুতভাবে দেখা দেয় এই সব রাজ-সভার মারফতে। স্পেনীয় পন্থায় আমাদের যে বই সম্পর্কে অনুজ্ঞাপত্র-দানের বিধি

* ইনি হইলেন পিয়েত্রো অ্যারেটিনো (১৪৯২–১৫৫৭ খ্রীঃ অঃ)। অশ্লীল ভাঁড়ামিযুক্ত লেখার জন্য প্রসিদ্ধ।

† মিল্টন সম্ভবতঃ এখানে নরফোকের স্কেলটন্-এর (Skelton) কথা বলিতেছেন। ইঁহার অশ্লীল ভাঁড়ামির জন্য ইনি নরকদেবতা দিস্-এর (Dis) সহিত তুলিত হইতেন। কেহ কেহ মনে করেন, মিল্টন এখানে অ্যান্ড্রুউ বোর্দে-এর (Andrew Borde) কথাও বলিয়া থাকিতে পারেন।

‡ এখানকার অধিবাসিগণের দুশ্চরিত্রের কথা তখন প্রসিদ্ধ ছিল।

তাহা কখনই এমন কঠোর নয় যাহাতে এই দূষিত সংক্রামণকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে। অপর পক্ষে আবার দেখুন, ধর্ম সম্পর্কে বিতর্কের বইগুলির মধ্যে যে দূষিত সংক্রমণের সম্ভাবনা তাহা মূর্খজন অপেক্ষা বিদ্বজ্জনের নিকটেই অধিক সংশয়সৃষ্টিকারী ও বিপজ্জনকরূপে দেখা দেয়; ইহা সত্ত্বেও অনুজ্ঞাপত্র-দানকারিগণ এই বইগুলিকে স্পর্শও করিতে পারিবেন না, সেগুলি মুদ্রণের অনুমতি দিতেই হইবে। এমন দৃষ্টান্ত বিরল যেখানে একটি অজ্ঞ মানুষ ক্যাথলিক ধর্মমতের কোনও বইদ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া বিপথে চালিত হইয়াছে—যদি না কোনও ক্যাথলিক ধর্মযাজক সেই লোকটির নিকটে বইখানি পড়িবার সুপারিশ করিয়া থাকেন, অথবা তাহার নিকটে বইখানির ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ক্যাথলিকদের এই-জাতীয় বইগুলি প্রমাদপূর্ণই হউক আর খাঁটিই হউক, এগুলি ছিল যেন খোজাদের কাছে আইজায়ার দৈববাণীর মত*, 'পরিচালক বা উপদেষ্টা ব্যতীত' এগুলি বুঝিবার কথা ছিল না। কিন্তু আমাদের পুরোহিতগণ এবং পণ্ডিতগণের মধ্যে কত জন যে জেসুইট্-গণের এবং সোর্‌বোন্‌বাদিগণের† শাস্ত্র ভাষ্যাদি পড়িয়া নষ্ট হইয়া গিয়াছেন, সেই নষ্ট বিকার তাঁহারা যে কিভাবে জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন এ-বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা অতি মর্মন্তুদ—সে অভিজ্ঞতা আমরা এত দেরীতে লাভ করিয়াছি যে তখন আর শোধরাইবার কোনও উপায় ছিল না। এ-কথা আশা করি কেহই ভুলিয়া যান নাই, কি-করিয়া তীক্ষ্ণধী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর আর্‌মিনিয়াস (Arminius) ডেল্‌ফ্‌ট্-নামক স্থানে প্রাপ্ত কতকগুলি অজ্ঞাতনামা লেখককর্তৃক লিখিত নিবন্ধের মত খণ্ডন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া সেইগুলি পাঠের দ্বারা শেষে নিজেই বিকৃত হইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মানুষের জীবন ও আদর্শ উভয়কেই কলঙ্কিত করে এরূপ প্রচুর বই আছে, বিদ্যানুশীলনের এবং বিতর্ক-শক্তির অবনতি না ঘটাইয়া সেগুলির প্রকাশ আমরা বন্ধ করিতে পারি না। বিতর্কমূলক বইগুলি ভালই হউক আর মন্দই হউক, এইগুলি সর্বাপেক্ষা তাড়াতাড়ি বিদ্বন্মণ্ডলীর মন আকর্ষণ করে; তাঁহাদের নিকট হইতেই আবার যে-জিনিসটি ধর্মবিরোধী বা নৈতিক দিক্ দিয়া শিথিল তাহা অতি সত্বর সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। লক্ষ্য করুন, অসৎ-আচরণ বই পড়া ব্যতীত আরও হাজার উপায়ে বেশ পরিপাটিরূপে

* বাইবেল, Acts viii.

† রবার্ট দ্য সোরবন্ (Robert de Sorbonne) ১২৫২ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে তাঁহার নিজের নামে একটি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন, ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনাই ছিল ইহার লক্ষ্য।

শিক্ষা করা যায়, ইহাকে আটকান সম্ভব নহে। একজন পরিচালক শিক্ষক কেন, অন্য যে-কোন লোকও বইতে পাওয়া যায় না এমন একটি অসৎ মতবাদকে বেশ চালু করিবার চেষ্টা করিতে পারেন; লিখিত কোনকিছুর সাহায্য ব্যতীতও একাজ করা যায়, সুতরাং ইহাকে নিষিদ্ধ করিবারও উপায় নাই। উপরের এই সকল কথা পর্যালোচনা করিয়া বই সম্বন্ধে অনুজ্ঞাপত্র-দানের এই যে একটা প্রতারণাময় উৎসাহ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে ইহার অধিকাংশ প্রচেষ্টাই কি করিয়া ব্যর্থ এবং অসম্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন না হইয়া পারে আমি তাহার রহস্য ভেদ করিতে পারিতেছি না। যিনি একটু খোশ-মেজাজে আছেন তিনি হয়ত এই-জাতীয় চেষ্টাকে আর একটি বীরপুঙ্গবের কৃতিত্বের সঙ্গে তুলনা না করিয়া পারিবেন না, যে বীরপুঙ্গব কাকগুলিকে ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য তাঁহার প্রমোদোদ্যানের দ্বারটিই রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন!

এ-বিষয়ে আমি আরও একটা অসুবিধা দেখিতেছি। বই হইতে যাহা গ্রহণ করিবার তাহা প্রথম গ্রহণ করেন পণ্ডিতগণ; পাপ ও ভ্রান্তি তাঁহাদের নিকট হইতেই প্রচারিত হয়। এই সব পণ্ডিতগণকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন কোন্ অনুজ্ঞাপত্র-দানকারিগণ? যে পর্যন্ত আমরা সকলে মিলিয়া এই অনুজ্ঞাপত্র-দানকারিগণের উপরে এমন একটি মহিমা আরোপ না করি, অথবা তাঁহারা নিজেরাই এই মহিমা গ্রহণ না করিয়া লন যে এদেশের সমস্ত মানুষের মাথার উপরে ইঁহারাই হইলেন অভ্রান্ত এবং উত্তম-অধিকারী, সে পর্যন্ত এই অনুজ্ঞাপত্র-দানকারিগণের উপরেই বা বিশ্বাস স্থাপন করা যায় কি প্রকারে? যদি আবার এই কথাটাই সত্য হয় যে একজন জ্ঞানী পুরুষ হইলেন একটি ভাল শোধন-যন্ত্রের মত, তিনি সর্বাধিক ময়লাযুক্ত আবর্জনা-স্তূপের ভিতর হইতেও স্বর্ণ সংগ্রহ করিতে পারেন,—অপরপক্ষে একজন মূর্খ মানুষ সর্বোত্তম গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াও মূর্খ থাকিয়া যাইবে, কোন গ্রন্থ ব্যতীতও মূর্খ থাকিয়া যাইবে,—তবে ত আমি একজন জ্ঞানীকে তাঁহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা হইতে বঞ্চিত করিবার কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাই না। আর যে জিনিস চাপিয়া রাখিলে মূর্খের মূর্খতা কোনরূপে বাধা পাইবে না সে জিনিস তাহার নিকট হইতে চাপিয়া রাখিয়াই বা কি লাভ হইবে? গ্রন্থ বিষয়ে আমরা যদি এত কঠোরভাবে যথাযথ হইয়া উঠিতে চাই যে, একজন লোকের পক্ষে যাহা পড়ার অনুপযোগী তাহা তাহার নিকট হইতে একেবারে দূরে সরাইয়া রাখিব, তবে অ্যারিস্টট্‌লের বিচারে—শুধু অ্যারিস্টট্‌লের বিচারে কেন, সলোমনের বিচারে, এমন কি আমাদের ত্রাণকর্তার বিচারেও এইজাতীয় লোককে ভাল উপদেশ পড়িতে দেওয়াও ত সব সময় উচিত নয়; যত্নপূর্বক ভাল বই

তাহাকে পড়িতে দেওয়াও তাহা হইলে সঙ্গত নয়। আমরা ত এ-বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত যে একজন মূর্খ মানুষ পবিত্র শাস্ত্রকে যে কাজে লাগাইবে একজন জ্ঞানী পুরুষ আলস্যভরে লিখিত একটি পুস্তিকাকে তাহা অপেক্ষা অনেক ভাল কাজে লাগাইবেন।

নির্বিচারে গ্রন্থ পড়িতে দেওয়া বিষয়ে তিন প্রকারের ক্ষতির উল্লেখ করা যাইতে পারে বলিয়াছিলাম, উপরে একপ্রকারের ক্ষতির কথা উল্লেখ করিলাম। দ্বিতীয় আপত্তি এই উত্থাপিত হইতে পারে, অকারণে আমাদের প্রলোভনের সম্মুখীন হওয়া উচিত নয়। তৃতীয় আপত্তিতে বলা যাইতে পারে, বাজে জিনিসের জন্য আমাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়। আমরা এ-বিষয়ে পূর্বেই যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি তাহাতে এই দুই আপত্তির উত্তরেই একটি জবাব দেওয়া যাইতে পারে।

জবাবটি এই, সব লোকের নিকটেই এই সব বই প্রলোভন-স্বরূপ নয়, সকলের নিকটে এগুলি বাজে আড়ম্বর মাত্রও নয়: পরন্তু অনেকের নিকটে এগুলি হইল কতকগুলি ভেষজ পদার্থ এবং ভেষজ উপাদান—যাহাদ্বারা মানুষের জীবনের অপরিহার্য কতকগুলি ফলপ্রদ ও তীব্রক্রিয়াশীল ঔষধ তৈয়ার করিতে হয় ও সেগুলিকে ভাবনা দিতে হয়। বাকি সব শিশু এবং শিশুবুদ্ধির লোক এইসব ক্রিয়াশীল ধাতুদ্রব্যকে কি করিয়া পরিশোধিত করিয়া ভালভাবে কাজে লাগাইতে হয় তাহার কৌশল কিছুই জানে না; তাহাদের অবশ্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করা যাইতে পারে যাহাতে তাহারা এইসব বই পাঠে বিরত থাকে। কিন্তু এইসব লোককে জোর করিয়া বাধা দিয়া ঠেকাইয়া রাখা যায় আমাদের এই সাধুভাবাপন্ন ধর্মীয় তদন্ত-বিচারব্যবস্থা অনুজ্ঞাপত্রদানের এমন কোনও পরিকল্পনা উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। ইতঃপর এই কথাটাই আমার বিশেষভাবে প্রতিপাদ্য। স্পষ্টভাবে কথাটি হইল এই, এই অনুজ্ঞাপত্রদানের আদেশ যে উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য-সাধনে ইহা কোন সহায়তাই করে না। আমি আশা করি আমি এতক্ষণ যে-সব কথা আলোচনা করিয়া আসিয়াছি তাহার ভিতর দিয়া পূর্বেই একথা পরিস্ফুট হইয়াছে।

বর্তমান মুদ্রণ-নিয়ন্ত্রণ-বিধির বিরুদ্ধে যুক্তি

(১) অভীপ্সিত উদ্দেশ্য-সাধনে ইহা ব্যর্থ হইবে

সত্যের নিজস্ব একটি চাতুরী আছে, তাহা বেশ লক্ষ্য করিবার মত। বিবিধ পদ্ধতি পর্যালোচনার ভিতর দিয়া তাহাকে যে সময়ের মধ্যে ধরা যায় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি তাড়াতাড়ি সে আপনাকে মুক্ত করিয়া দেয় যদি সে স্বচ্ছন্দে ও সানন্দে প্রকাশের সুযোগ পায়। প্রথম হইতে এইটি দেখানো আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, যে-সব জাতি বা সংগঠিত রাষ্ট্র বইকে কোন মূল্য দিয়াছে তাহারা বই সম্পর্কে এইরূপ অনুজ্ঞাপত্রদানের ব্যবস্থা কখনই করে নাই। অবশ্য বলা যাইতে পারে, এই অনুজ্ঞাপত্র-দানবিধি আমাদের একটি নূতন প্রজ্ঞা, অনেক পরবর্তী কালে আমরা এই প্রজ্ঞার আবিষ্কার করিয়াছি। কিন্তু ইহা যদি এমনই একটি প্রজ্ঞা হইবে তবে ইহা সাধারণ বস্তুর ন্যায় সহজবোধ্যই হউক আর অতিশয় কষ্টলভ্যই হউক--কোনক্ষেত্রেই আমাদের দীর্ঘকালের ইতিহাসে পূর্ববর্তিগণের মধ্যে এমন মানুষের অভাব হইত না যাঁহারা এইরূপ একটি ব্যবস্থার উপদেশ দিতে পারিতেন না। তাঁহারা দেখিতেছি সে-পন্থা অবলম্বন করেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের ধ্যান-মননের এমন একটি ধারা আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন যাহা দেখিয়া বেশ বোঝা যায় যে তাঁহারা এরূপ পন্থা জানিতেন না বলিয়া যে তাহার ব্যবহার করেন নাই তাহা নহে, এরূপ পন্থা অবলম্বন করা তাঁহাদের মনঃপূত ছিল না বলিয়াই তাঁহারা এরূপ করেন নাই। প্লেটো একজন অতিশয় মাননীয় ব্যক্তি ছিলেন সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি তাঁহার বিধান-গ্রন্থে সাধারণ-তন্ত্রের যে পরিকল্পনা দিয়াছেন তাহার উপরে প্লেটোর মান-মর্যাদা নির্ভর করে না। তাঁহার সেই পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত কোন নগরই গ্রহণ করে নাই। এ পরিকল্পনা ছিল প্লেটোর অলীক-কল্পনাবাসী নগর-রক্ষকগণের উদ্দেশ্যে রচিত কতকগুলি স্মারক-লিপির মত। প্লেটোকে যে-সব লোক অন্যান্য কারণে শ্রদ্ধা করেন তাঁহাদের মনে হয়, প্লেটোর বিদ্যাপরিষদের একটি নৈশ অধিবেশনে আরামপ্রদ পানপাত্রগুলির মধ্যেই যদি এই পরিকল্পনার সমাধি-রচনা করা হইত তবেই ভাল হইত। তাঁহার বিধান দেখিলে মনে হয়, অপরিবর্তনীয় আইনের দ্বারা সমর্থিত অত্যন্তভাবে ব্যবহারিক মূল্য-সম্পন্ন কতকগুলি বিশ্বাস-ঐতিহ্যই তাঁহার মতে গ্রহণীয় ছিল—আর কোন-জাতীয় জ্ঞানকেই তিনি বরদাস্ত করিতে রাজি ছিলেন না। ইহার জন্য তাঁহার

নিজের কথোপকথন-সম্বলিত গ্রন্থগুলির আয়তন হইতেও ক্ষুদ্রায়তন একটি গ্রন্থাগারই যথেষ্ট ছিল। প্লেটোর বিধানে এমন কথাও আছে যে একজন কবি যাহা লিখিবেন তাহা যে পর্যন্ত বিচারকগণ এবং আইন-রক্ষকগণ ভাল করিয়া না দেখিয়া দেন বা অনুমোদন করিয়া দেন সে পর্যন্ত কবি তাঁহার নিজের লেখা কোনও সাধারণ মানুষকে পড়িয়া শুনাইতে পারিবেন না। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে প্লেটো এই বিধান বিশেষ করিয়া তাঁহার কল্পিত সাধারণ-তন্ত্রের জন্যই রচনা করিয়াছিলেন, অপর কিছুর জন্য নহে। তাহা না হইলে এ-বিষয়ে তিনি নিজের জন্য কোনও বিধান সৃষ্টি করিলেন না কেন? নিজে কেন আইনভঙ্গকারীই হইলেন? তাঁহার নিজের সকল মাত্রাহীন শ্লেষ-বিদ্রূপ ও কথোপকথনের* জন্য এবং প্রহসনকার সোফ্রোন্† (Sophron) এবং অ্যারিষ্টোফ্যানিস-এর কদর্যতম কুখ্যাত গ্রন্থগুলি নিরন্তর পাঠ করিবার জন্য তাঁহার নিজের দেশের শাসকবর্গ কর্তৃক তিনি বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন কেন? তাঁহার বহিষ্কৃত হইবার আরও কারণ ছিল। যে অ্যারিষ্টোফ্যানিস্-এর প্রধান প্রধান বন্ধুগণের বিরুদ্ধে তিনি এত ঈর্ষাপূর্ণ বিদ্বেষ প্রচার করিয়াছেন সেই অ্যারিষ্টোফ্যানিস্-এর লেখা পড়িতে তিনি অত্যাচারী ডাইওনিসাস্-কে উপদেশ দিয়াছিলেন কেন? ডাইওনিসাস্-এর ত ঐ-জাতীয় বাজে বই পড়িয়া সময় কাটাইবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। তথাপি এই প্লেটো কাব্য-কবিতা সবন্ধে অনুজ্ঞাপত্র-দানের কথা এই জন্য বলিয়াছেন যে, তিনি জানিতেন, ইহার সহিত তাঁহার কল্পিত গণতন্ত্রের বহু বিধি-বিধানের ধারার সহিত সম্পর্ক আছে, ইহা সেই সব বিধি-বিধানের ধারার উপরেই গ্রথিত, যদিও দুঃখের বিষয়, তাঁহার এই কল্পিত গণতন্ত্র বিশ্বজগতের কোথাও কোন স্থান পায় নাই। এই সকলের জন্যই তিনি নিজে অথবা কোনও শাসক বা কোন দেশ তাঁহার নির্দিষ্ট পন্থাকে অনুসরণ করেন নাই। আসলে তাঁহার রচিত অন্যান্য সদৃশবিধানগুলি হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিলে এই বিধানটি (অনুজ্ঞাপত্র-দানের বিধান) একেবারেই মূল্যহীন এবং নিষ্ফল। কেহই যে প্লেটোর পন্থা অনুসরণ করেন নাই তাহার কারণ, সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহারা যদি এই রকমের একটা কঠোরতাকে আঁকড়াইয়া ধরেন, অথচ মনকে তুল্যভাবে বিকৃত করিতে পারে এমন অন্যান্য সব জিনিসকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য যদি তাঁহারা সমভাবে যত্নবান না হন, তবে তাঁহাদের এই বিশেষ একদিকের

* কথোপকথনের ভঙ্গিতে রচিত গ্রন্থ।
† ইনি সিসিলিতে ৪৬০-৪২০ খৃষ্টপূর্বাব্দে আবির্ভূত হন।

চেষ্টা অজ্ঞজনোচিত পণ্ডশ্রমমাত্র হইবে। এটা যেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটা প্রবেশপথকে রুদ্ধ করিয়া প্রতিরোধের জন্য তাহাকেই শক্ত-পোক্ত করিয়া তোলা, অথচ অন্যান্য দোরাপথগুলিকে বাধ্য হইয়া খোলা রাখিয়া দেওয়া।

আমরা যদি মুদ্রণ-নিয়ন্ত্রণ করিবার কথা ভাবি এবং তদ্বারা মানুষের আচার-বিচারও শোধন করিবার কথা চিন্তা করি, তবে আমাদিগকে সকল আমোদ-প্রমোদ— মানুষের কাছে যাহা কিছু আহ্লাদজনক তাহার সব কিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। অতিগম্ভীর এবং সামরিক উদ্দীপনাপূর্ণ* সঙ্গীত ব্যতীত অন্য কোনও গানই রচনা করা বা গান করা উচিত হইবে না। নৃত্যকারিগণের জন্যও অনুজ্ঞা-পত্র-দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে আমাদের যুবক-যুবতীদের এমন কোনও অঙ্গভঙ্গি, অঙ্গচালনা বা আচরণ শিক্ষা দেওয়া না হয় যাহা অনুজ্ঞাপত্র-দানকারি-গণের খোশ-মেজাজে সৎ বলিয়া বিবেচিত না হইবে। প্লেটো ইহার সমস্তের জন্যই বিধান-ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক ঘরে যত বীণা, বেহালা, গিটার রহিয়াছে তাহার সব পরীক্ষা করা বিশজন অনুজ্ঞাপত্র-দানকারীর কাজ নহে, আরও অনেক বেশি লোক লাগিবে। ইহারা সাধারণতঃ যেরূপ আবোল-তাবোল শব্দ করে এরূপ করিতে দিলে চলিবে না; এগুলি কি বলিবে তাহার জন্যও রীতিমতন অনুজ্ঞাপত্র-দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শুধু তাহাই নয়, বাতাসের ভিতর দিয়া যে কত সঙ্গীত ভাসিয়া আসে, পল্লীর রাখালিয়া সঙ্গীতের কত ধারা— এগুলি যে মানবগৃহের কক্ষে কক্ষে কোমল মাধুর্যের কানাকানি করে। সেই বাতাস, সেই রাখালিয়া সঙ্গীতকে স্তব্ধ করিয়া দিবে কে? গৃহ-বাতায়নের কথা— অলিন্দের কথাও আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে; এখানে যে সর্বনাশা প্রচ্ছদপট-শোভিত অনেক সব চাতুর্যপূর্ণ বই বিক্রয়ের জন্য সাজান রহিয়াছে; কে এই সব বইকে নিষিদ্ধ করিবে? বিশজন অনুজ্ঞাপত্র-দানকারী? গ্রামে গ্রামেও ত অনেক পরিদর্শক চাই। গ্রাম্য নৃত্যগীতে ব্যাগপাইপ এবং সারেঙ্গিগুলি কি সব ভাষণ পরিবেশন করে, প্রত্যেকটি পৌর বেহালাদার তাহার প্রথম তন্ত্রিধ্বনিতে কি ভাষণ পরিবেশন করে ইহাও ত অনুসন্ধান করা দরকার!† কারণ এই সবই ত হইল

* মূলে শব্দটি আছে Doric: ডোরিয়ানগণের সঙ্গীত ছিল শুধু সামরিক উদ্দীপনাপূর্ণ।

†লড (Laud) যখন ক্যাণ্টারবেরীর আর্চবিশপ হইলেন তখন (১৬৩৪ খৃষ্টাব্দ), গ্রামে গ্রামে কোথায় কি ভাষণ দেওয়া হয় তাহা অনুসন্ধানের জন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মিল্টন সেই আদেশের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই কথাগুলি বলিয়াছেন।

গ্রাম্য লোকের কাছে 'আরকেডিয়াস্'* এবং 'মণ্টিমেয়র'†। অতঃপর আমি আমাদের অতিভোজন-বিলাসিতার কথাও উল্লেখ করিতেছি; ইহা আমাদের একটি সর্বাধিক জাতীয় কলঙ্ক—যাহার জন্য বাহিরে আমাদিগকে নিন্দাবাদ শুনিতে হয়। এই যে আমাদের একটি দৈনন্দিন হাঙ্গামা ইহার অধিকর্তা হইবেন কাহারা? যে গৃহগুলিতে মাতলামি বিক্রি হয় এবং মাতলামির আশ্রয় দেওয়া হয় সেই সব গৃহে দলে দলে যে লোক যাতায়াত করে তাহাদিগকে বারণ করিবার কি ব্যবস্থা করা যাইবে? আমাদের পোষাক-পরিচ্ছদের জন্যও আরও শান্ত-সংযত মুপদক্ষ-গণের নিকট হইতে অনুজ্ঞাপত্র-লাভের ব্যবস্থা করিতে হইবে—আমাদের পোষাক আরও যাহাতে অযথা-উচ্ছৃঙ্খলতা-বর্জিত হইতে পারে। আমাদের দেশে যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশার ভিতর দিয়া পরস্পরের সহিত আলাপের যে প্রথা রহিয়াছে ইহাকেই বা ঠিক পথে চালিত করিবে কে?—কে-ই বা আরও নির্দিষ্ট করিয়া দিবে, কি কথা বলা হইবে, কতখানি স্বাধীনতা দেওয়া হইবে এবং কতটার বেশি আর না। সর্বশেষে, এই যে সব কুঞ্জ-বিলাস—যতসব কুসঙ্গ—এগুলিকে নিষিদ্ধই বা করিবে কে, পরস্পরকে দূরে সরাইয়া বা দিবে কে? এগুলি হইবেই, কেহ এই সব ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবে না; কিন্তু এগুলি যাহাতে সর্বাপেক্ষা কম ক্ষতি করে, সর্বাপেক্ষা কম প্রলোভন উদ্রেক করে, তাহার ব্যবস্থা করাতেই হইল প্রত্যেক রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থায় প্রজ্ঞার পরিচয়। বাস্তব জগৎ হইতে আত্ম-সংহরণ করিয়া আমরা যদি যে ব্যবস্থা কোনদিনই আমাদের কাছে কার্যকরী হইয়া উঠিতে পারিবে না সেইরূপ অ্যাট্‌ল্যাণ্টিস্ দ্বীপের‡ বা ইউটোপিয়া§ দ্বীপের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করিতে চাই, তবে তাহা দ্বারা আমাদের অবস্থার কোনই উন্নতিসাধন করা হইবে না। এই যে পাপময় জগৎ—এই জগতের মধ্যেই ভগবান্ আমাদিগকে এমনভাবে স্থাপন করিয়াছেন যে, ইহাকে এড়াইবার আর কোন উপায় নাই। এই জগৎটাকেই কি করিয়া ধীরস্থিরভাবে মঙ্গলের দিকে পরিচালিত করা যায় সেই চেষ্টার উপরেই নির্ভর করিবে আমাদের অবস্থার উন্নতি। প্লেটো বই সম্বন্ধে অনুজ্ঞাপত্র-দানের যে বিধানের কথা বলিয়াছেন তাহা

* Arcadias স্যার্ ফিলিপ্ সিডনির একখানি অতি জনপ্রিয় গদ্য রোম্যান্স্।

† জর্জ দ্য মণ্টিমেয়র (George de Montemayor, ১৫২০–৬২) পদ্যে 'Diana' নামক একখানি গ্রাম্য রোমান্স্ রচনা করেন।

‡ একটি পৌরাণিক দ্বীপ; পরবর্তী কালে ইহাকে একটি কাল্পনিক সাধারণ-তন্ত্রের দেশ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।

§ ইহাও একটি কাল্পনিক দ্বীপ: ইহার মূলে অর্থ 'নিরুদ্দেশের দেশ' (Land of Nowhere); কিন্তু পরবর্তী অর্থ 'সুখের দেশ' (Happy Land)।

দ্বারাও আমাদের অবস্থার কোনও উন্নতি হইবে না; কারণ, প্লেটোর বই সম্বন্ধে অনুজ্ঞাপত্র-দানের বিধানের সঙ্গে অন্য এতরকমের অনুজ্ঞাপত্র-দানের প্রশ্ন জড়িত যে তাহার সব করিতে গেলে আমরা হাস্যাস্পদ হইব—শ্রান্ত হইয়া পড়িব—ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িব। কিন্তু সংশিক্ষা এবং ধর্মপ্রকৃতি ও সমাজপ্রকৃতি সম্বন্ধে কতকগুলি অলিখিত নিয়ম আছে, এগুলি অন্ততঃপক্ষে বাধ্যবাধকতাহীন; প্লেটো এগুলিকে তাঁহার 'কথোপকথনে' সাধারণ-তন্ত্রের বন্ধন-সূত্র আখ্যা দিয়াছেন, তিনি এগুলিকে বলিয়াছেন প্রত্যেকটি লিখিত সংবিধির স্তম্ভ ও সংরক্ষক-স্বরূপ। এগুলি সম্বন্ধে এ-কথা ঠিকই। দেখা যাইবে, সকল প্রকার অনুজ্ঞাপত্র-দানের ব্যবস্থা যখন অতিসহজেই কৌশলে এড়ান যাইবে তখন এই অলিখিত নিয়মগুলিই উপরিউক্ত বিষয়গুলির উপর সর্বাপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার করিবে।

একদল লোককে শাস্তি এড়াইয়া চলিতে দেওয়া বা তাহাদের সম্বন্ধে বিধি-বিধান শিথিল করিয়া দেওয়া সাধারণ-তন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। আবার এ-কথাও মনে রাখিতে হইবে, কোন্ ব্যাপারে মানুষকে দাবাইয়া রাখিবার জন্য বা শাস্তি দিবার জন্য আইনকে ব্যবহার করিতে হইবে, কোন্ ব্যাপারে অনুরোধ-উপরোধের দ্বারাই কাজ চালাইতে হইবে, বিচার-বিবেচনা দ্বারা ইহা ভাল করিয়া জানাই হইল রাজনীতির ক্ষেত্রে দক্ষতা। একটি পরিণত মানুষের ভালমন্দ যত কাজ তাহার সবই যদি সম্ভব করিয়া তুলিতে হয় কেবল পথ্য-নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপত্র-দান এবং বাধ্যবাধকতা দ্বারা তাহা হইলে মানুষের পক্ষে 'গুণ' একটি নাম ছাড়া আর কি? তবে মানুষের সৎকর্মের জন্য প্রশংসার মূল্য কি? ধীরস্থির, ন্যায়পরায়ণ এবং সংযত হইবার জন্যই বা এত সাধুবাদের অর্থ কি?

আদম যে বিধি লঙ্ঘন করিলেন এবং স্বর্গীয় পিতা যে তাহা সহ্য করিলেন এ-জন্য অনেকেই অভিযোগ উপস্থিত করিয়া থাকেন। যত সব মূর্খের কথা! ভগবান্ যখন আদমকে বুদ্ধি দিয়াছিলেন তখনই তাঁহাকে নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়াছিলেন; কারণ বুদ্ধির অর্থই হইল নির্বাচন-ক্ষমতা। ইহা না হইলে আদমও কেবলমাত্র একটি কৃত্রিম আদম হইতেন—ঠিক যেন একটি পুতুলবাজির আদম! জোরের দ্বারা আদায় করা হয় যে আনুগত্য অথবা প্রেম বা দান, আমরা নিজেরাই তাহাকে কখনও শ্রদ্ধা করি না। ভগবান্ সেই জন্য আদমকে একেবারে স্বাধীন-ভাবে ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার সম্মুখে—একেবারে তাঁহার চোখের সামনেই—একটি চিত্তবিক্ষোভকারী বস্তু রাখিয়া দিলেন। এইখানেই ত আদমের গ্রহণের প্রশ্ন, এইখানেই ত তাঁহার পুরস্কারের অধিকার—অপরিগ্রহের প্রশংসা। বিধাতা কেন আমাদের ভিতরে দিয়াছিলেন এই কামনার উন্মাদনা, কেন আমাদের চারিদিকে

রাখিয়াছিলেন এত প্রমোদের আয়োজন—যদি না এই কথাই সত্য হইত যে সঙ্গত এবং সংযতভাবে ইহাদের যথাযোগ্য ব্যবহার করিতে পারিলে এইগুলিই সদ্‌গুণের উপাদান হইয়া ওঠে। যাঁহারা পাপের বিষয়গুলিকে অপসারণ করিয়াই পাপের অপসারণ করিতে পারিবেন বলিয়া কল্পনা করেন তাঁহাদিগকে মানব-বিষয়ে খুব বিচক্ষণ চিন্তাশীল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। পরন্তু বইয়ের ব্যাপারে দেখা যায়, বই নিয়ন্ত্রিত করিয়া কমাইয়া দিবার কাজ চলিবার ভিতরেই আর একটি প্রকাণ্ড স্তূপ বাড়িয়া ওঠে। সাময়িকভাবে বইয়ের কিছু অংশ মানুষের মধ্য হইতে তুলিয়া লওয়া সম্ভব হইলেও বইয়ের ন্যায় একটি সার্বজনীন বস্তুকে সকলের ভিতর হইতে তুলিয়া লওয়া কখনও সম্ভবপর নয়। আর বই সবটা তুলিয়া লইলেও দেখিতে পাই, পাপটা সম্পূর্ণই থাকিয়া গেল! একজন অর্থগৃধ্নু লোকের নিকট হইতে তাহার সমস্ত ধনরত্ন সরাইয়া লইলেও দেখিতে পাই, একটি রত্ন তখনও তাহার নিকটে রহিয়া গেল—সে-রত্ন তাহার অর্থগৃধ্নুতা—তাহা হইতে আমরা তাহাকে মুক্তি দিতে পারি না। কামনার সকল বস্তুকে নির্বাসিত করিয়া দিন, একটি আশ্রমে যত কঠোরতম ব্রহ্মচর্যের ব্যবস্থা করা যায় তাহার মধ্যে সমস্ত যুবকদের বন্ধ করিয়া রাখুন,—কিন্তু যাহারা ব্রহ্মচারীর ভাব লইয়া প্রবেশ করে নাই তাহাদের কাহাকেও আপনারা ব্রহ্মচারী করিয়া তুলিতে পারিবেন না। সংযমব্যাপারে সদ্‌ব্যবস্থার জন্য এতখানি তীক্ষ্ণ সতর্কতা এবং প্রজ্ঞারই প্রয়োজন।

ধরা যাক, এই উপায়েই আমরা পাপকে তাড়াইয়া দিতে পারিতাম। লক্ষ্য করিয়া দেখুন, এইভাবে আমরা পাপকে যতখানি বিতাড়িত করিব, পুণ্যকেও ততখানিই বিতাড়িত করিব; কারণ বিষয়-বস্তু উভয়ক্ষেত্রেই এক; সেই বিষয়-বস্তুকে সরাইয়া দিলে পাপ-পুণ্যে উভয়কেই সমভাবে সরাইয়া দেওয়া হয়। এইখানেই বিধাতার মহৎ বিধানের যৌক্তিকতা। তিনি আমাদিগকে মিতাচারের আদেশ দেন, ন্যায়ধর্মের আদেশ দেন, সংযমের আদেশ দেন—আবার অপর্যাপ্তভাবে আমাদের সম্মুখে ভোগ্যদ্রব্য ঢালিয়া দেন—আর সঙ্গে সঙ্গে দেন এমন একটি মন যাহা সীমা ও পরিতৃপ্তিকে অতিক্রম করিয়া বিচরণের ক্ষমতা রাখে। তবে আমরা ভগবানের ব্যবস্থা এবং প্রকৃতির ব্যবস্থা উভয়ের বিরুদ্ধে গিয়া এমনতর একটা কঠোরতা গ্রহণের ভাক্তামি করি কেন? বই সম্বন্ধে অবাধ-প্রচারের অনুমতি দিলে যে-সব উপায়ে আমাদের সদ্‌গুণের পরীক্ষা হইতে পারে সেই সব উপায়কে সঙ্কুচিত করিয়া খর্ব করিয়া আমরা এইভাবে ভগবদ্‌বিধান ও প্রাকৃতিক বিধান উভয়েরই বিরুদ্ধে যাই কেন? যে আইন কতকগুলি ব্যাপারের উপর নিয়ন্ত্রণের রাশ টানিতে গিয়া ভালমন্দ উভয়ের উপরেই অনিশ্চিতভাবে, কিন্তু সমভাবে কাজ

করে—সেইরূপ একটি আইন যে নিতান্ত বাজে হইবে, এই কথাটা আপনারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই ভাল হইত। এক তোলা ভাল কাজ করা—আর বহুগুণে খারাপ আর একটি কাজে জোর করিয়া বাধা দেওয়া—এই দুইয়ের মধ্যে নির্বাচন করিতে হইলে আমি প্রথমটিকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচনা করিতাম; কারণ, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, একজন সদ্‌গুণসম্পন্ন লোকের বৃদ্ধি ও পূর্ণপরিণতিকে ভগবান, দশজন বদ্‌মানুষকে বাধা দিয়া ঠেকাইয়া রাখা অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। তাহা ছাড়া, আমরা বসিয়া হাঁটিয়া বেড়াইয়া আলাপ-আলোচনা করিয়া যাহা কিছু শুনি অথবা দেখি—ইহার সবটাকেই অতি সঙ্গতভাবে আমাদের বই বলা যাইতে পারে। লেখার যাহা কিছু প্রভাব এগুলিরও একই প্রভাব। ইহা সত্ত্বেও আপনারা যে জিনিসটিকে নিষিদ্ধ করিবার অনুমতি দিয়াছেন তাহা হইল শুধু বই। ইহাতে আমার মনে হইতেছে, যে উদ্দেশ্যে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে এই আদেশ সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ। আমরা কি আমাদের বিধান-সংসদ্ এবং সমস্ত শহরের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ হইতে কুৎসা* দেখিতে পাইতেছি না? একবার দুইবার নয়—প্রত্যেক সপ্তাহে, এবং সেগুলি যে সদ্যোমুদ্রিত তাহা ভিজা কাগজের সাক্ষ্যেই বোঝা যায়। অনুজ্ঞা-পত্র-দানের সকল আদেশ সত্ত্বেও ত এগুলি আমাদের মধ্যে বিতরণ করা হইতেছে; অথচ যে-কোনও মানুষের মনে হইবে, আপনাদের নিয়ন্ত্রণ-আদেশের চরম সার্থকতা প্রমাণিত হইতে পারিত তাহাকে তাহার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র এই সাপ্তাহিকটির উপরে প্রয়োগ করিলে। তাহা করা হইয়াছিল কি না আপনারাই বলিতে পারিবেন। কিন্তু এ-কথা আপনারা নিশ্চিত জানিবেন, এখনই যদি আপনাদের এই নিয়ন্ত্রণ-আদেশের প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোথাও দেখা দেয় খাতিরে রেহাই দিবার প্রবৃত্তি—দেখা দেয় অন্ধত্ব, বিশেষ করিয়া আমি যে ব্যাপারটির উল্লেখ করিলাম (অর্থাৎ সরকারী সাপ্তাহিক পত্রিকা) সেই ক্ষেত্রে, তবে ইহার পরে এবং অপর সব বই সম্বন্ধে কি ঘটিবে কে জানে?

যদি ধরিয়া লওয়া যায়, আপনাদের এই আদেশ ব্যর্থও হইবে না, লোকের মধ্যে হতাশারও সৃষ্টি করিবে না, তবে হে লর্ড-সভার ও লোক-সভার সদস্যগণ,

* মিল্টন এখানে Mercurius Aulicus ('Court Mercury') নামক সপ্তাহিক পত্রিকাটির প্রতি কটাক্ষ করিতেছেন। ইহা ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রীতিমতনই চলিয়াছে, পরে মাঝে মাঝে চলিত। স্যার্ জন্ বারকেন্‌হেডই ইহার প্রধান লেখক ছিলেন; পার্লিয়ামেন্টের বিরুদ্ধে রাজার পক্ষে প্রচার করাই ছিল এই সাপ্তাহিক পত্রের উদ্দেশ্য।

আপনাদিগকে একটি নূতন পরিশ্রমের কথা চিন্তা করিতে হইবে। যত কদর্য বই অনুজ্ঞাপত্র ব্যতীতই ইতঃপূর্বে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সবগুলিকেই আপনাদিগকে ফিরাইয়া লইতে হইবে এবং নিষিদ্ধ করিতে হইবে। প্রথমে এই সমস্ত বইয়ের একটি তালিকা প্রণয়ন করিতে হইবে; পরে এমন কোন ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে সকলে জানিতে পারে, কোন্‌গুলি নিন্দিত বলিয়া নিষিদ্ধ হইল, কোন্‌গুলি হইল না। আপনাদের আরও ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে ভাল করিয়া পড়িয়া লইবার আগেই বিদেশী বইগুলি সরকারী হেফাজৎ হইতে বিলি হইয়া না যায়। এই কাজে কিন্তু মুষ্টিমেয় পরিদর্শকের সারাদিনের সমস্ত সময় ব্যয় করিলে চলিবে না, আর এই পরিদর্শকগণকেও নেহাৎ বাজে মানুষ হইলে হইবে না। আবার এমন সব বইও পাওয়া যাইবে যাহা অংশতঃ বেশ চমৎকার এবং বেশ কাজের, আবার অংশতঃ অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ এবং অনিষ্টকারী। এগুলির আপত্তিকর অংশ শুদ্ধ করিয়া এমনভাবে কাটিয়া ছাটিয়া শুদ্ধ করিতে হইবে যাহাতে বিদ্বৎ-সংস্থার কোনও নিন্দা না হয়। সেই কাজের জন্য তাহা হইলে ত আরও অনেক বেশি কর্মচারীর প্রয়োজন হইবে। শেষপর্যন্ত এই সব কর্মচারীদের হাতে বইয়ের সংখ্যা যখন অনেক বাড়িয়া যাইবে তখন হয়ত দেখা যাইবে একদল মুদ্রাকর কেবলই অপরাধ করিতেছে; তখন এ-জাতীয় মুদ্রাকরের তালিকা করিতে হইবে এবং তাহাদের সন্দেহজনক সব মুদ্রণ যন্ত্রের আমদানীই বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। এক কথায় তাহা হইলে বলিতে হয়, আপনাদের এই আদেশকে একটি দোষত্রুটিপূর্ণ দুর্বল আদেশে পর্যবসিত না করিয়া যদি ইহাকে পরিপাটিভাবে রূপ দিতে হয় তবে আপনাদিগকে এই আদেশকে পূর্ণাঙ্গ করিয়া সংস্কার করিয়া লইতে হইবে ঠিক ট্রেন্ট্‌ ও সেভিল*-এর আদর্শে। আমি জানি তাহা করিতে আপনারা ঘৃণা বোধ করেন। ভগবান্‌ করুন, এরূপ কার্য করিবার মতিগতি আপনাদের যেন কোনদিনই না হয়। আর যদি আপনারা সেরূপ কর্মের নিম্নস্তরে নামিয়াই আসেন, তবে বলিয়া রাখিতেছি, আপনারা যে কার্য-সাধনের উদ্দেশ্যে এই আদেশটি নির্মাণ করিয়াছেন সে উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে ইহা অক্ষম এবং নিষ্ফল। আপনারা বলিবেন, ধর্মের মধ্যে দল-উপদল প্রভৃতি যাহাতে গড়িয়া উঠিতে না পারে তাহার জন্যই বই সম্বন্ধে এই অনুজ্ঞাপত্র-দানের ব্যবস্থা। কিন্তু ইতিহাস সম্বন্ধে এমন অজ্ঞ-আনাড়ি কে আছেন যিনি জানেন না

---

* পূর্বে যে Council of Trent এবং Spanish Inquisition-এর কথা বলা হইয়াছে এখানে তাহারই উল্লেখ করা হইতেছে।

যে এমন অনেক ধর্মসম্প্রদায় আছে যাহারা বইকে বাধাস্বরূপ মনে করিয়া বইকে অস্বীকার এবং প্রত্যাখ্যান করে? এইসব ধর্মসম্প্রদায় শুধু অলিখিত ঐতিহ্য-কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়াই তাহাদের অবিমিশ্র ধর্মমতকে বহুযুগ ধরিয়া রক্ষা করিয়া চলে। এই যে আমাদের খ্রীষ্টান ধর্মমত, একসময়ে ইহাও একটি দলীয় মতবাদরূপেই দেখা দিয়াছিল। এ-কথাত কাহারও অজানা নাই যে লিখিত কোন মঙ্গল-সমাচার বা লিপি দৃষ্ট হইবার পূর্বেই এই খ্রীষ্ট মত সমগ্র এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মানুষের আচরণ-ব্যবহার সংশোধন করাই যদি আপনাদের উদ্দেশ্য হয় তবে আপনাদিগকে একবার ইটালি ও স্পেনের দিকে তাকাইতে অনুরোধ করি। এই সব স্থানে বই সম্পর্কে তদন্ত-বিচারের সব রকমের কঠোরতাই অবলম্বিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা বলিয়া এই সব স্থান একরতিও বেশি ভাল, সৎ বা জ্ঞানী—নৈতিক জীবনে বিন্দুমাত্র অধিক সংযমী হইয়া উঠিয়াছে কি?

এই আদেশ ইহার উদ্দেশ্য সাধনে কেন ব্যর্থ হইবে তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য আমি আর একটি যুক্তিসঙ্গত কারণের উল্লেখ করিতেছি। এই প্রসঙ্গে অনুজ্ঞাপত্র-দানকারিগণের যে সমস্ত গুণ থাকার প্রয়োজন তাহার কথা একবার বিবেচনা করুন। এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, বইগুলি জগতে আলগোছে ভাসিয়া আসুক আর না আসুক, যে-লোককে এই সব বইয়ের জীবন-মৃত্যুর বিচারক হইয়া বসিতে হইবে তাঁহাকে সাধারণ পর্যায়ের মানুষ হইতে ঊর্ধ্বে অবস্থিত হইতে হইবে। তাঁহাকে অধ্যয়নশীলও হইতে হইবে, বিদ্বান্‌ও হইতে হইবে, বিচারশীলও হইতে হইবে। তাহা না হইলে কোন্‌টা অনুমোদনযোগ্য, কোন্‌টা নয় এ-বিষয়ে দোষগুণ-বিচারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভুল হইবার সম্ভাবনা। এই ভুল কম ক্ষতিকর নয়। আর তিনি যদি তাঁহার যেরূপ হওয়া প্রয়োজন সেইরূপ উপযুক্তই হন, তবে তাঁহাকে বাধ্য হইতে হইবে অনির্বাচিত কতকগুলি পুস্তক, পুস্তিকা—কখনও বা বিরাট্‌ বিরাট্‌ আকারের বইগুলি নিরন্তর পাঠ করিতে। আমি কিন্তু ইহা অপেক্ষা অধিক শ্রান্তিকর এবং অপ্রীতিকর কর্ম, একজন মানুষের অদৃষ্টে সময়ের অধিকতর অপচয়ের কথা কল্পনাও করিতে পারি না। কোন বই-ই একটা বিশেষ অনুকূল সময় ব্যতীত গ্রহণ করা যায় না। ভাবিয়া দেখুন, সেই-বই যদি সব সময়েই পড়িতে কেহ সমাদিষ্ট হন! সে বই, আবার কি রকম বই? প্রায় অপাঠ্য হস্তাক্ষরে লিখিত—যাহার তিনটি পৃষ্ঠাও কখনও ভালভাবে মুদ্রিত হইতে যাইবে না! এই সব বই-ই যদি সব সময়ে বসিয়া পড়িতে হয় তবে ইহা যে ঘাড়ে-চাপানো প্রকাণ্ড একটি শাস্তিবিশেষ। যিনি সময়ের মূল্য দেন, নিজের অধ্যয়নেরও মূল্য দেন, যাঁহার কিছু রুচি বর্তমান—

এমন লোক ইহা সহ্য করিতে পারিবেন ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। এ-বিষয়ে আমি যে মত পোষণ করি তাহার জন্য বর্তমান অনুজ্ঞাপত্র-দানকারিগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; কিন্তু আমার ধারণা, তাঁহারা যে এই কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহার বিশেষ কারণ আছে। আমার এ-বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাস, শাসন-সংসদের প্রতি ইঁহাদের আনুগত্য রহিয়াছে; সেই আনুগত্যের দৃষ্টি লইয়াই এই কর্মভারকে তাঁহারা অবলোকন করিয়াছেন এবং গ্রহণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ শাসন-সংসদের আদেশের ফলেই সব জিনিসগুলি তাঁহাদের নিকটে অতি সহজ এবং অনায়াসসাধ্য বলিয়া মনে হইয়াছে। কিন্তু আশা করি, এই অল্পদিনের কষ্ট এবং কষ্টভোগের ফলে ইতোমধ্যেই তাঁহারা নির্ঘাত শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদের নিকটে অনুজ্ঞাপত্রের আবেদন লইয়া যাহারা বার বার যাতায়াত করিতেছে তাহাদের প্রতি তাঁহাদের ভাবভঙ্গি ওজর-আপত্তির বহরই এ-বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ। যাঁহারা এই পদে বহাল হইয়াছেন তাঁহাদের সহজবোধ্য আকার-ইঙ্গিতের দ্বারাই বেশ বোঝা যায়, তাঁহারা এই দায় হইতে মুক্ত হইতে চান। নিতান্ত অপদার্থ লোক, অথবা যে-লোক নিজের সময় সম্বন্ধে একেবারে খোলাখুলিভাবে অমিতব্যয়ী নয় এমন কোনও লোক যে বর্তমান অনুজ্ঞাপত্র-দানকারিগণের স্থলাভিষিক্ত হইতে চাহিবেন তাহার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। অবশ্য যদি কেহ নিজেকে একজন বেতনভুক্ মুদ্রণ-পরীক্ষকের পর্যায়ে পাতিত করিতে না চান! এই সব পর্যালোচনা করিয়া ইহার পরে আমরা কি-জাতীয় অনুজ্ঞাপত্র-দানকারী আশা করিতে পারি সে-বিষয়ে অতি সহজেই ভবিষ্যদ্‌ দৃষ্টি লাভ করিতে পারি। তাঁহারা হয় হইবেন অজ্ঞ, না হয় স্বেচ্ছাচারী, না হয় শিথিল অমনোযোগী—আর না হয় হইবেন আর্থিক ব্যাপারে অত্যন্ত হীনচেতা। এই জিনিসটিই এতক্ষণ আমি আপনাদিগকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলাম, এবং ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, আপনারা যে আদেশ জারি করিয়াছেন সেই আদেশের অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার ক্ষমতা ইহার মধ্যে কিছুই নাই।

(২) *এই আদেশ ইংরেজ জাতি—তথা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে ক্ষতিকর*

(ক) ইহা বিদ্যানুশীলনের অবনতি ঘটাইবে

আপনাদের এই আদেশে যে কোনও কিছু ভাল সাধন করিতে পারে না এই আলোচনার প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া ইহা সুস্পষ্টভাবে যে ক্ষতি করিতে পারে এখন সেই সম্বন্ধে যুক্তির অবতারণা করিতেছি। শুধু বিদ্যার পক্ষে নয়—বিদ্বানের পক্ষেও আপনাদের এই আদেশ হইল সর্বপ্রথম এবং সর্ববৃহৎ নিরুৎসাহ

এবং প্রকাশ্য অবমাননা। চার্চ-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যাজক-পুরোহিত-আদির যে বহুত্ব রহিয়াছে তাহা দূর করিয়া চার্চের আয় সম্বন্ধে অধিকতর সমবণ্টনের ব্যবস্থা করিবার জন্য কোনও প্রস্তাবের আভাসমাত্র পরিষদে উত্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চপদস্থ যাজকগণকে এই অভিযোগ করিয়া রোদন করিতে দেখা গিয়াছে যে, এরূপ করিলে সকল বিদ্যানুশীলন চিরকালের জন্য নিরুৎসাহিত এবং বিপর্যস্ত হইয়া যাইবে। জ্ঞানচর্চার এক-দশমাংশের উন্নতি বা অবনতিও এই যাজক-সম্প্রদায়ের সহিত যুক্ত এরূপ মনে করিবার আমি কোনও কারণ দেখিতেছি না। চার্চ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহার ভিতরে কিঞ্চিৎ পদার্থ বর্তমান আছে তাঁহারও অর্থলোভ-প্রণোদিত বাজে ভাষণকে অবলম্বন করিয়া আমি এ-কথা কখনও ভাবিতে পারি না যে ইহার সহিত জ্ঞানচর্চার কোন যোগ আছে। জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেত্রে আমি তাই ভণ্ড মুরুব্বিগণের সঙ্গে যুক্ত অর্থলোভী উপদেষ্টৃবৃন্দের কথা বাদ দিতেছি। কিন্তু যাঁহারা স্পষ্টতঃ জ্ঞানকে জ্ঞানের জন্যই ভালবাসিতে এবং অনুশীলন করিতে জন্ম গ্রহণ করেন—অর্থের লোভেও নয়—অন্য কোনও উদ্দেশ্যের জন্যও নয়—শুধু ভগবানের সেবা এবং সত্যের সেবা করিবার জন্য—এইরূপ মানুষকে সম্পূর্ণরূপে ভগ্নোৎসাহ এবং অসন্তুষ্ট করিতে যদি আপনারা কুণ্ঠা বোধ করেন,—আপনারা যদি কুণ্ঠিত হন ভগ্নোৎসাহ এবং অসন্তুষ্ট করিতে সেই সব লোককে যাঁহাদের শীল-সাধনা প্রকাশিত হইয়া মানব-জাতির মঙ্গলকেই অগ্রসর করিয়া দেয়, যাঁহারা বিধাতা এবং পৃথিবীর সজ্জনবৃন্দ একমত হইয়া তাঁহাদের শ্রমসাধনার জন্য যে চিরস্থায়ী যশ ও নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসার বিধান করেন তাহাকেই তাঁহাদের শ্রমের একমাত্র পুরস্কার বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে আপনাদিগকে একটি কথা অনুধাবন করিতে নিবেদন জানাইব। সে কথাটি হইল এই, জ্ঞানানুশীলন-বিষয়ে যাঁহার সর্বজনস্বীকৃত প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে, কোনদিন যিনি এ-বিষয়ে কোনও অপরাধে দুষ্ট নন, সেই-জাতীয় একজন লোকের বিচারবুদ্ধি ও সততায় অবিশ্বাস করা, পাছে তিনি কোনও উপদলের সমর্থক হন বা কোনরূপ দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেন এইজন্য তাঁহাকে একজন উপদেষ্টা বা পরীক্ষক ব্যতীত নিজমন-প্রকাশের অনধিকারী বিবেচনা করা—একটি মুক্ত এবং জ্ঞানান্বেষী আত্মার পক্ষে ইহা অপেক্ষা অপ্রীতিকর এবং অপমানকর বস্তু আর কিছুই হইতে পারে না। বিদ্যালয়ের বেত্রদণ্ড এড়াইয়া আসিয়া যদি পুস্তকমুদ্রণের অনুমতির যষ্টিতলেই আবার দাঁড়াইতে হয় তবে একটি বিদ্যালয়ের ছাত্র না হইয়া পরিণতবয়স্ক মানুষ হওয়ায় লাভ হইল কি? গুরু-বিষয়ক বিস্তৃত লেখাগুলিকেও যদি এইভাবে গ্রহণ করা হয় যে, এগুলি যেন একটি শিক্ষকের নির্দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের

ছাত্রদ্বারা লিখিত একটি রচনা হইতে বেশি কিছুই নয়, এবং সব লেখাটিকে কাটিয়া ছাটিয়া সময়োপযোগী ঠিকঠাক করিয়া দিবার জন্য যে-সব অনুজ্ঞাপত্র-দানকারী রহিয়াছেন তাঁহাদের একজনের দ্রুতদৃষ্টিপাতের পরীক্ষা ব্যতীত এগুলিকে আর প্রকাশ করা যায় না, তাহা হইলেই বা এই বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং পরিণত লেখকের মধ্যে তফাৎ রহিল কোথায়? যে ব্যক্তি সম্বন্ধে খারাপের দিকে কোনও প্রবণতার কথাই জানা যায় না, তাঁহাকেও যদি তাঁহার কোন কর্মের জন্য বিশ্বাস করা না হয়, সব সময়ই যদি তাঁহাকে আইন ও শাস্তির আশঙ্কার মধ্যে থাকিতে হয়, তবে তাঁহার অবস্থা ভাবিয়া দেখুন! তিনি যদি একজন বিদেশী বা একজন আস্ত মূর্খ না হন তবে যে সাধারণ-তন্ত্রে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই সাধারণ-তন্ত্রের ভিতরে তিনি একজন যশস্বী লেখক তাঁহার পক্ষে এমন কথা মনে করিবার কোনই যুক্তি নাই।

সমস্ত জগৎকে দৃষ্টির সম্মুখে রাখিয়া যখন কোনও মানুষ কিছু লেখেন তখন তিনি তাঁহার সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি এবং অভিনিবেশ-শক্তিকে আহরণ করিয়া লন; তিনি অন্বেষণ করেন, ধ্যান করেন, পরিশ্রম করেন—সম্ভবতঃ তাঁহার বিচারশীল বন্ধুবান্ধবগণের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন। এইসব করার পরে তিনি অনুসন্ধান করিতে থাকেন, তিনি যে-বিষয়ে লিখিতেছেন সে-বিষয়ে পূর্বে অপর কেহ কিছু লিখিয়াছেন কি না। এই সকলের ভিতর দিয়া তাঁহার বিজ্ঞতা এবং পরিপক্কতার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তৎসহ তাঁহার সাধনার কাল-পরিমাণ, তাঁহার পরিশ্রম, তাঁহার শক্তি-সামর্থ্যের পূর্বপ্রমাণ—ইহার কিছুই কি তাহাকে একটা বিশ্বাসযোগ্য পরিণত অবস্থায় পৌঁছাইতে পারে না?—এখনও কি তিনি তাঁহার সকল প্রণিধানপূর্ণ পরিশ্রম, নিশীথ জাগরণ, জ্ঞানের জন্য প্রজ্বলিত দীপের এত তৈলব্যয়, ইহার সব আনিয়া যে-পর্যন্ত একজন অবকাশহীন অনুজ্ঞাপত্র-দানকারীর ত্বরান্বিত দৃষ্টির সম্মুখে না ধরিবেন, সে পর্যন্ত তাঁহাকে অবিশ্বাস করিতে হইবে—সন্দেহ করিতে হইবে? কোন্ অনুজ্ঞাপত্র-দানকারীর নিকটে তাঁহাকে সবকিছু লইয়া গিয়া হাজির হইতে হইবে? যিনি সম্ভবতঃ বয়সে অনেক ছোট, বিচার-ক্ষমতায় অনেক নিকৃষ্ট,—সম্ভবতঃ এমন একজনের কাছে যিনি বই লিখিবার পরিশ্রম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এত সমস্তের দ্বারা যদি তাহার ঘৃণা ধরিয়া না যায়, তিনি যদি ইহাদ্বারা তাঁহার মানের লাঘব হইয়াছে মনে না করেন তবে তখন তাঁহাকে ছাপার মধ্য দিয়া আত্ম প্রকাশ করিতে হইবে। তাহাও কিরূপে? অভিভাবকসহ একটি 'পুঁচকে' কলেবরে। তাঁহার বইয়ের শিরোনামার পৃষ্ঠদেশে থাকিবে তাঁহার নিয়ন্ত্রণকারীর নাম, লেখক যে একটি আস্ত মূর্খ নন, তিনি যে

প্রলোভনকারীও নন ইহারই জামিন ও নিরাপত্তারূপে। ইহা যে একজন লেখকের পক্ষে, একখানি বইয়ের পক্ষে এবং বিদ্যার মর্যাদার পক্ষে একটি প্রকাণ্ড অসম্মান ও অবমাননা তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

এই লেখক আবার যদি একজন অজস্র-কল্পনাশক্তি-সম্পন্ন লোক হন? বই যখন ছাপা হইতে থাকে তখন যদি তাঁহার মনে এমন অনেক কথা আসে যেগুলিকে তিনি বইয়ের মধ্যে জুড়িয়া দেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন? শ্রেষ্ঠ লেখক এবং পরিশ্রমী লেখকগণের ক্ষেত্রে এরূপ যে কদাচিৎ-ই ঘটিয়া থাকে এমন নহে; হয়ত এক বইতে এইরূপ বারো বারও ঘটে।* বইয়ের যে-পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে অনুজ্ঞাপত্র পাওয়া গিয়াছে মুদ্রাকর কিছুতেই তাহার বাহিরে যাইতে প্রস্তুত নন। অতএব লেখককে গুটি গুটি করিয়া বার বার হাঁটাহাঁটি করিতে হইবে সেই অনুজ্ঞাপত্র-দানকারীর নিকটে যাহাতে তাঁহার নূতন সংযোজনগুলি সম্বন্ধেও একটা বিবেচনা হয়। লেখককে এইরূপ বার বার যাতায়াত করিতে হইবে; অনুজ্ঞাপত্র-দানকারীরও একই মানুষ হইবার কথা; ফলে বহু যাতায়াতেও অনেক সময় হয়ত গিয়া তাঁহাকে পাওয়া যাইবে না, পাওয়া গেলেও হয়ত তাঁহার অবসর থাকিবে না। ইতোমধ্যে প্রেস নিষ্কর্মা বসিয়া থাকিবে, ইহাও কম ক্ষতির কথা নয়। না হয় ত লেখক তাঁহার পরিচ্ছন্ন চিন্তাগুলি হারাইয়া ফেলিবেন, একজন যত্নবান্ এবং পরিশ্রমী লেখকের পক্ষে ইহাও যৎপরনাস্তি বিষাদ এবং বিরক্তির বিষয়। যখন একজন লোক কিছু শিক্ষা দিবেন তখন গভীর আত্মপ্রত্যয় সহকারে সেই বিষয়ের বিশেষজ্ঞরূপেই শিক্ষা দিবেন—ইহাই ত হইল শিক্ষার প্রাণ; যখন কেহ একখানা বই লিখিবেন তখন তিনি সে বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী এইভাবেই বই লিখিবেন, নতুবা তাঁহার পক্ষে চুপ করিয়া থাকাই ভাল। কিন্তু একজন লোক যাহা কিছু শিক্ষা দিবেন, যাহা কিছু ভাল কথা বলিবেন তাহার সর্বক্ষেত্রেই যদি অন্য একজন শিক্ষকের উপদেশ লইয়া কাজ করিতে হয়, সর্বদাই যদি একজন পিতৃকল্প অনুজ্ঞাপত্র-দানকারীর সংশোধনাধীনে কাজ করিতে হয়, এই অনুজ্ঞাপত্র-দানকারিগণ যে খোলসবদ্ধ খেয়াল-খুশিকে বিচার বিবেচনা নাম দিয়া থাকেন সেই খেয়াল-খুশির সহিত যাহা ঠিক ঠিক খাপ খাইল না তাহাকেই যদি তাঁহারা মুছিয়া বা বদলাইয়া দিতে পারেন, তবে আর যথার্থ শিক্ষাদান—খাঁটি গ্রন্থ রচনা—এসব কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে? একজন বিদগ্ধ পাঠক

* মিল্টন তাঁহার Paradise Lost-এর পাণ্ডুলিপি তিন বৎসর ধরিয়া সংশোধন করিয়াছিলেন।

একখানি গ্রন্থের উপরে পাণ্ডিত-ধরনের একটি অনুজ্ঞাপত্র দেখিলেই ঠিক এই রকমের একটি কথা বলিয়া খেলিবার আগুটার মত গ্রন্থখানিকে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবেন,—"যিনি নিজেই অপরের অধীনে ছাত্র এমন একজন শিক্ষককে আমি ঘৃণা করি; যিনি একজন পরিদ্রষ্টার উদ্যতমুষ্টির অভিভাবকত্বে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন, এমন উপদেষ্টাকে আমি বরদাস্তই করিতে পারি না। আমি এই অনুজ্ঞাপত্র-দানকারীর কথা কিছুই জানি না, শুধু জানি, তাঁহার দম্ভের চিহ্নস্বরূপই এখানে তাঁহার হস্তচিহ্ন দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার বিচার বুদ্ধির নির্ভরযোগ্যত্বের কথা কে আমাকে বলিয়া দিবে?" পাঠকের এই প্রশ্নের উত্তরে পুস্তকপ্রকাশক এবং বিক্রেতা বলিবেন,—'রাষ্ট্র, মহাশয়।' সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক প্রত্যুত্তর দিবেন, "রাষ্ট্র হইবে আমার শাসনকর্তা, আমার সমালোচক নয়। রাষ্ট্র সহজেই এই অনুজ্ঞাপত্র-দানকারীর নির্বাচনে ভুল করিতে পারে, যেমন সহজেই আবার ভুল করিতে পারেন এইসব অনুজ্ঞাপত্র-দানকারিগণ লেখক নির্বাচনে। অতএব এই বইগুলি অত্যন্ত সাধারণ দরের জিনিস।" পাঠক সার্ ফ্রান্সিস্ বেকনের (Sir Francis Bacon) উক্তি হইতে* আরও যোগ করিয়া দিতে পারেন,—"এইরূপ অনুমোদনলাভকরা বই শুধুমাত্র সাময়িক কথা ছাড়া আর কিছুই হইয়া উঠিতে পারে না।" যদি ধরিয়া লই, একজন অনুজ্ঞাপত্র-দানকারী সাধারণ একজন মানুষ হইতে অনেক বেশি বিচারশীল, তাঁহার পরেই আবার তাঁহার স্থলে এরূপ একজন লোক পাওয়া শক্ত হইবে; পাইলেও তাঁহার পদাধিকার এবং সেই পদাধিকারের কৃত্য এমনভাবে নির্দিষ্ট যে, ইতঃপূর্বেই যে বইগুলি অসাধু-ভাবে পাওয়া গিয়াছে সেইগুলি ব্যতীত অন্য কোন বই সম্বন্ধে তাঁহারা মুদ্রণের বা প্রকাশের আদেশ দিতে পারিবেন না।

আরও শোচনীয় ব্যাপারের কথা বলিতেছি। ধরুন, একজন মৃত লেখকের কোন লেখা যদি মুদ্রণ বা পুনর্মুদ্রণের অনুমতির জন্য এই সব অনুজ্ঞাপত্র-দানকারীর হাতে আসে? এই লেখক হয়ত তাঁহার জীবদ্দশায় খুব তেমন বিখ্যাত ছিলেন না, আজও হয়ত তাঁহার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। এই লেখকের লেখায় যদি দুঃসাহসের তীক্ষ্ণধারযুক্ত একটি বাণী পাওয়া যায়—যে বাণী একটি উদ্দীপনার চরম মুহূর্তে উচ্চারিত হইয়াছে? কে বলিতে পারে ইহা একটি দিব্য অধ্যাত্মপ্রেরণা-জাত বাণীই নয়? যে নক্স† (Knox) একটি সমগ্র রাজ্য পুনর্গঠন

* উক্তিটি বেকনের An Advertisement touching the Controversies of the Church of England লেখাটি হইতে গৃহীত।

† মিল্টন এখানে স্কট্ল্যান্ডের প্রসিদ্ধ সংস্কারক জন নক্স-এর কথাই বলিতেছেন

করিয়াছেন এ বাণীটি হয়ত সেই নয় কর্তৃকই উচ্চারিত! তথাপি এই অনুজ্ঞা-পত্র-দানকারীদের জরাগ্রস্ত নিস্বর্দ্ধির মেজাজ-মর্জির নিকটে এই বাণীটিই যদি গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে না হয়, তাঁহারা এ-জাতীয় একজন লেখককে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিতে কসুর করিবেন না। তবে ত ভাড়াহুড়ায় গোঁজামিলে কাজ করিতে অত্যন্ত এই সব অনুজ্ঞাপত্র-দানকারীর ভীতিবিহ্বলতা এবং অবিমৃষ্য হঠকারিতার জন্য এইরূপ একটি সার্থক বাণী ভাবিষ্যৎ বংশধরগণের নিকট হইতে লুপ্ত হইল। সাম্প্রতিক কালে কোন্ লেখকের উপরে যে এই-জাতীয় বল-প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহা আমি এখনই দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিতে পারিতাম; যথাযথভাবে প্রকাশিত হইতে পারিলে বইখানি সর্বাধিক ফলপ্রসূ হইতে পারিত।* কিন্তু আমি প্রশস্ততর সুযোগের জন্য অপেক্ষা করিয়া সে কাজে বিরত থাকিব। এইসব অত্যাচার অনাচারের প্রতিকার করিবার ক্ষমতা যাঁহাদের আছে তাঁহারা যদি ইহার বিরুদ্ধে যথাসময়ে বলিষ্ঠভাবে রোষ প্রকাশ না করেন,—অপরপক্ষে এই জাতীয় বিধি-নিষেধের লৌহ-ছাঁচের দ্বারা সর্বোত্তম গ্রন্থগুলির সর্বাপেক্ষা কার্যকরী কালকে যদি বলপ্রয়োগে অফলপ্রসূ করিয়া দেওয়া হয়, যোগ্যতম ব্যক্তিদের মৃত্যুর পরে তাঁহারা তাঁহাদের মনীষার যে অনাথ অবশিষ্টাংশ রাখিয়া যান তাহার বিরুদ্ধে যদি এইরূপ বিশ্বাসঘাতক প্রতারণা করা হয়, তাহা হইলে দুরদৃষ্টক্রমে যে ভাগ্যহীন মনুষ্য-জাতির কিছু বোধশোধ থাকিবে তাঁহাদের অদৃষ্টে আরও দুঃখ দেখা দিবে। ইহার পরে আর কোন মানুষ যেন কিছু লিখিতে চেষ্টা না করে, কেহ যেন নেহাৎ সাংসারিক জীব ছাড়া আর বেশি কিছুই না হয়; কারণ ইহার পর সত্য সত্যই জীবনের উচ্চতর বিষয়সমূহ সম্বন্ধে বোকা এবং শিথিল হইয়া থাকা, অত্যন্ত সাধারণ একটি গোবেট বনিয়া থাকা ইহাই হইবে একমাত্র সুখী জীবন, দিকে দিকে দেখা দিবে এই জীবনেরই আকাঙ্ক্ষা।

(খ) এই আদেশ সমগ্র ইংরেজজাতির অপমান-স্বরূপ

পুস্তক সম্বন্ধে অনুজ্ঞাদানের এই ব্যবস্থা যেমন মননশীল প্রত্যেকটি জীবন্ত মানুষের প্রতি মূর্ত অশ্রদ্ধা, তেমনই মৃতগণের লিপিবদ্ধ পরিশ্রম এবং স্মৃতি-স্তম্ভের উপরেও অত্যন্ত ক্ষতিকর আঘাত। শুধু তাহাই নয়, ইহা আমাদের সমস্ত

(১৫০৩-৭২ খ্রীঃ অঃ)।

*গবেষকগণ মনে করেন মিল্টন এখানে স্যার্ এডওয়ার্ড কোক্-এর (Sir Edward Coke) খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত Institutes গ্রন্থখানির কথা বলিয়াছেন।

জাতির মূল্যমান হ্রাস করিয়া দিবে, মর্যাদার হানি করিবে। ইংলণ্ডের যত নব নব উদ্ভাবনা, ইংলণ্ডের শিল্পকলা, বুদ্ধিগ্রাহ্য সূক্ষ্ম রসবোধ, ইংলণ্ডের গম্ভীর এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার-বুদ্ধি, এই সকলকে আমি এমন লঘু করিয়া দেখিতে প্রস্তুত নই যাহাতে যত ভালই হউন—শুধু বিশজন আধিকারিক ইহার সকল জিনিস বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন। এই বিশজনের তত্ত্বাবধান ব্যতীত ইংলণ্ডের এই সকল সদ্গুণ কিছুই গ্রহণযোগ্য হইতে পারিবে না, ইঁহাদের দ্বারা যাচাই না হওয়া পর্যন্ত এবং ইঁহাদের ছাকনি-যন্ত্রের দ্বারা পরিস্রুত না হওয়া পর্যন্ত কিছু বাহিরে প্রকাশিত হইতে পারিবে না, ইঁহাদের হাতের মুদ্রাঙ্কন ব্যতীত সব জিনিসেরই প্রচলন বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে—ইহা অত্যন্ত আপত্তিকর বলিয়া মনে করি। সত্য এবং বোধশক্তি এমনতর পণ্যদ্রব্য নয় যাহা লইয়া একচেটিয়া ব্যবসা করা যাইতে পারে; এগুলি এমন দ্রব্য নয় যাহা লইয়া মূল্য না দিয়া চিঠা লইয়া কাজ-কারবার চলিতে পারে অথবা জামিন রাখিয়া কাজ-কারবার চলিতে পারে—অথবা শুধু মাপজোপ দিয়াই কাজ-কারবার চলিতে পারে। আমাদের দেশের সর্বপ্রকারের জ্ঞানকে আমরা শেষ পর্যন্ত একটা প্রধান পণ্যদ্রব্যে পর্যবসিত করিব, মোটা মোটা পশমি কাপড়গুলিকে এবং পশমের বস্তাগুলিকে যেমন করিয়া চিহ্নিত করি, তাহাদের জন্য যেমন অনুজ্ঞাপত্র দিয়া থাকি সর্বপ্রকার জ্ঞানকেও তাহাই করিব, এমন কথা আমরা যেন কখনও চিন্তা না করি। আমরা কেহই আমাদের নিজেদের কুঠারে এবং লাঙ্গলের ফালে ধার দিতে পারিব না, দিক্ দিক্ হইতে আমাদিগকে আসিয়া বিশজন অনুজ্ঞাপত্র-দানকারীর কামারশালা হইতে সব কিছু সারাইয়া লইতে হইবে ইহা দাসত্ব ছাড়া আর কি? ফিলিস্টাইনগণ* যে দাসত্ব চাপাইয়া দিয়াছিল তাহার সহিত এই দাসত্বের পার্থক্য কি? ধরা যাক্, একজন মানুষের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে অপর সকল লোকেরই বেশ শ্রদ্ধা রহিয়াছে; তিনি যদি তাঁহার প্রতি বিশ্বাসের অসদ্ব্যবহার করিয়া সকল শ্রদ্ধা হারাইয়া এমন কিছু লিখিয়া ফেলেন যাহা ভ্রান্তিপূর্ণ এবং সদ্জীবনের পক্ষে নিন্দার্হ তবে তাঁহার সম্বন্ধে কি বিচার হইবে? বিচারে তাঁহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাঁহাকে যদি কেবলমাত্র এই নিন্দাসূচক শাস্তি দেওয়া হয় যে অতঃপর তিনি আর এমন কিছুই লিখিতে পারিবেন না যাহা প্রথমে একজন নিযুক্ত কর্মচারিদ্বারা পরীক্ষিত না হইবে; এই নবনিযুক্ত কর্মচারীটি প্রথমে তাঁহার হস্তচিহ্নদ্বারা লেখকের পক্ষ

---

* পশ্চিম প্যালেস্টাইনের বহিরাগত প্রাচীন অধিবাসী, ইহারা ইস্রাইলীয়দের শত্রু ছিল; অমার্জিত সংস্কৃতি-বিহীন নরসমাজ।

হইয়া এই কথা বলিয়া দিবেন যে এইবারে এই লেখকের লেখা নির্বিঘ্নে পড়া যাইতে পারে, তবেই তাঁহার নূতন কিছু লিখিবার অধিকার জন্মিবে,—তবে ইহাকে অত্যন্ত অপমানকর শাস্তি ব্যতীত আর কিছুই বলা চলে না। এই সত্যটা ব্যক্তি হইতে প্রসারিত করিয়া সমস্ত জাতিসম্বন্ধে বিবেচনা করুন। যাঁহারা এ-জাতীয় অপরাধ করেন নাই তাঁহাদিগকেও থাকিতে হইবে এমন একটি নিষেধাজ্ঞার ভিতরে যাহা মানুষের আত্মশক্তিতে শ্রদ্ধা নষ্ট করিয়া দেয়—মানুষকে সর্বদা সন্দিহান করিয়া তোলে। সহজেই বোঝা যায় এই নিষেধাজ্ঞা এই সব লোকের পক্ষে কিরূপ জুগুপ্সিত এবং অনুৎসাহকর হইয়া দেখা দিবে। এই অপমান এবং অনুৎসাহ আরও বেশি হইয়া দেখা দিবে যখন দেখা যাইবে যে অধমর্ণ এবং অপরাধীর দল রক্ষিবিহীন ভাবেই ঘুরিয়া বেড়াইবে, কিন্তু নিরপরাধ গ্রন্থগুলিও তাহাদের নামপত্রের উপরে একটি দৃশ্যমান কারারক্ষক ব্যতীত বাহিরে প্রকাশিত হইতে পারিবে না।

মনীষীদের কথা ছাড়িয়া দিন, সাধারণ লোকের পক্ষেও এই নিষেধাজ্ঞা একটা অপমান ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাহাদের সম্পর্কে আমাদের মনে যদি এমন সংশয় সন্দেহই দেখা দেয় যে, তাহাদের হাতে একখানি ইংরেজি পুস্তিকা বিশ্বাস-পূর্বক তুলিয়া দিতে সাহস করি না, তবে আমরা তাহাদিগকে শ্লথ, দুশ্চরিত্র এবং অপ্রতিষ্ঠ জাতি বলিয়া গালি দিলাম না ত কি? তাহাদিগকে কি আমরা তবে এই বলিয়া গালি দিলাম না যে, তাহারা বিশ্বাসে এবং বিচারে এত দুর্বল যে একজন অনুজ্ঞাপত্র-দানকারীর নলের মধ্য দিয়া যাহা বাহির না হয় এমন কিছুই তাহারা গ্রহণ করিতে পারে না? এটা যে তাহাদের সম্বন্ধে যত্ন এবং প্রেমেরই পরিচয় এরূপ ভান করিয়া লাভ নাই; কারণ, দেখা যায়, পোপ-প্রভাবিত স্থানগুলিতে (অর্থাৎ ক্যাথলিক ধর্মস্থানসমূহে) যেখানে যাজকগণ ব্যতীত অন্যান্য জন-সাধারণকে সর্বাপেক্ষা অধিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ করা হয়, সেখানেও তাহাদের উপরে এইজাতীয় কঠোরতা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাকে আমরা বিচক্ষণতাও বলিতে পারি না! কারণ অনুজ্ঞাপত্র-দানবিধিকে ভঙ্গ করিবার যে সকল পথ আছে আপনাদের নিষেধাজ্ঞা তাহার একটি প্রকারকেই ঠেকাইতে পারে—আমার বিশ্বাস তাহাও পারে না; অপর দিকে দেখিতেছি, যে সকল দুর্নীতি ঠেকাইবার জন্য এই ব্যবস্থার প্রবর্তন হইল সেই সকল দুর্নীতি অন্যান্য দুয়ার দিয়া অতি দ্রুতবেগে ভিতরে প্রবেশ লাভ করিতেছে, সে সকল দুয়ার বন্ধ করা যাইতেছে না।

(গ) এই আদেশ মন্ত্রিসভাকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়াছে

উপসংহারে দেখিতে পাই, উপরিউক্ত ব্যবস্থা আমাদের মন্ত্রিগণেরও অখ্যাতি প্রতিফলিত করে। তাঁহাদের প্রয়াস সম্বন্ধে আমাদের আরও কিছু ভাল আশা করা উচিত। তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের দলীয় সহচরবৃন্দ যে কর্মোৎকর্ষের অধিকারী হন সে সম্বন্ধেও আমরা আরও ভাল কিছু আশা করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহার স্থলে কি দেখিতেছি? দেখিতেছি, মঙ্গল-সমাচারের যত আলো প্রচারিত হইয়াছে এবং হইবে—নিরবচ্ছিন্ন যত ধর্মোপদেশ দেওয়া হইতেছে তাহার পরেও আমাদের মন্ত্রিমহোদয়গণ এমন সব মতিচ্ছন্ন অধ্যাত্ম-জীবনে অনুন্নত ইতর জনসাধারণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছেন যাহারা প্রতিটি নূতন পুস্তিকার ফুৎকারের দ্বারাই শিক্ষা-দীক্ষা ও খৃষ্টান-জীবনধারা হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে। মন্ত্রীদের কর্মপ্রচেষ্টা এবং প্রভাব সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা আরও কিছু ভাল আশা করা উচিত। জন-সাধারণ যদি দেখে যে একজন অনুজ্ঞা-পত্র-দানকারীর তত্ত্বাবধান ব্যতীত সামান্য তিনখণ্ড কাগজের ভিতরে ছাড়া পাইবার জন্যও তাহারা উপযুক্ত বিবেচিত হইতেছে না, তখন এই জন-সাধারণেরই মন্ত্রি-গণের উপদেশ পরামর্শ সম্বন্ধে যে নীচ ধারণা জন্মিবে তাহার সঙ্গতভাবেই মন্ত্রিগণকে নিরুৎসাহিত করিয়া দিবার কথা। মন্ত্রীদের সকল বক্তৃতা প্রচুর সংখ্যায় মুদ্রিত হইতেছে এবং প্রচুর সংখ্যায় বিক্রয়ার্থ দেওয়া হইতেছে,—এত খণ্ডে খণ্ডে বিক্রয়ার্থ প্রচারিত হইতেছে যে তাহার ফলে অন্যান্য বইয়ের বিক্রয় প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। জনসাধারণ যখন দেখিবে, মন্ত্রীদের এই সকল উপদেশ এবং বক্তৃতা—ইহা দ্বারাও এমন যথেষ্ট মজবুত বর্ম তৈয়ার হয় নাই যাহাতে তথ্যপূর্ণ কোনও একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকারূপ ছুরিকা* হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলে তাঁহারা অনুজ্ঞাপত্র-দানকারি-রূপ সেন্ট এঞ্জেলো দুর্গের† সাহায্য গ্রহণ না করিয়া পারেন না, তবে মন্ত্রীদের সম্বন্ধে তাহারা যে হীন ধারণা পোষণ করিবে তাহা নিশ্চয়ই মন্ত্রীদিগকে নিরুৎসাহিত করিয়া দিবে।

হে লর্ড-সভার ও লোক-সভার সদস্যবৃন্দ, কেহ কেহ হয়ত আপনাদের বুঝাইতে পারেন যে, আপনাদের এই আদেশের বিরুদ্ধে পণ্ডিতগণের এই যেসব নিরুৎসাহ-ব্যঞ্জক যুক্তি-তর্ক এগুলি কতগুলি সালঙ্কার উচ্ছ্বাসমাত্র, ইহার মধ্যে সত্য কিছুই

* মূলে শব্দটি আছে Enchiridion, তাহার এক অর্থ hand-book, অন্য অর্থ hand-knife.

† ভ্যাটিক্যানের নিকটে রোমের বৃহত্তম দুর্গ।

নাই। আমি তাহা হইলে যে-সকল দেশে এই-জাতীয় বিচার ভীতিপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে সেই-সকল দেশে যাহা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহা বিবৃত করিতে পারি। সেই সকল দেশের বিজ্ঞজনের সহিত একসঙ্গে বসিবার সম্মান আমি লাভ করিয়াছি। আমি তাঁহাদের মধ্যে বসিয়া দেখিতে পাইয়াছি, তাঁহারা ইংলণ্ডকে উচ্চচিন্তার ও স্বাধীনতার ভূমি বলিয়া বিশ্বাস করেন। আমি যে সেইরূপ একটি স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তাহার জন্য আমাকে তাঁহারা সৌভাগ্যবান বলিয়া মনে করেন। অপরপক্ষে দেখিলাম, তাঁহাদের দেশে বিদ্যানুশীলনকে যে গোলামির পর্যায়ে টানিয়া নামানো হইয়াছে তাহার জন্য তাঁহাদের বিলাপ ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই। ইঁহাদের বিলাপের আরও কারণ, এই দাসসুলভ অবস্থাই ইটালীয়গণের সূক্ষ্ম রসবোধের গৌরবকে ম্লান করিয়া দিয়াছে, এবং গত অনেক বৎসর যাবৎ ইটালিতে স্তাবকতা এবং গালভরা ফাঁপা কথা ব্যতীত আর কিছুই লিখিত হয় নাই। সেখানে আমি বিখ্যাত গ্যালিলিওকে পাইয়াছিলাম এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। দেখিলাম, ধর্মীয় বিচারের ফলে কারারুদ্ধ অবস্থায় তিনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন।* এই কারাবরোধের কারণ, জ্যোতিষ বিষয়ে সাধু ফ্রান্সিস এবং সাধু ডমিনিকের মতাবলম্বী অনুজ্ঞাপত্র-দানকারিগণের চিন্তা ধারণা হইতে তিনি অন্যরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন। যদিও আমি জানিতাম, সেই সময়ে ইংলণ্ড ধর্মযাজকীয় শাসন-জোয়ালের নীচে সর্বাধিক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেছিল, তথাপি ইংলণ্ডের স্বাধীনতা সম্বন্ধে অন্যান্য জাতিগুলি যে এইভাবে চিন্তা করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, আমি তখন তাহাকে ভবিষ্যৎ সুখ-শান্তির প্রতিশ্রুতিরূপে গ্রহণ করিলাম। তখনই যে ইংলণ্ডে ভাবী নেতৃস্থানীয় অনেক কৃতি-পুরুষ বাস করিতেছিলেন তাহা আমার আশাতীত ছিল। তাঁহারা নেতৃস্থানীয়রূপে দেখা দিয়াছিলেন ইংলণ্ডের এমন একটি মুক্তিসাধনার জন্য যে মুক্তিসাধনাকে জগতের কোনও প্রকারের সম্ভাব্য বিদ্রোহই কোন দিন বিস্মৃতির তলে অবলুপ্ত করিতে পারিবে না। সেই মুক্তি আন্দোলন একবার যখন আরম্ভ হইয়া গেল তখন এমনতর ভয় আমার মনে বিন্দুমাত্রও দেখা দেয় নাই যে, ধর্মীয় তদন্ত-বিচারের বিরুদ্ধে জগতের অন্যান্য প্রান্তে জ্ঞানি-গুণিগণের মধ্যে যে-সব অভিযোগের কথা শুনিয়াছিলাম, আমাদের বিধান-সংসদের অধিবেশনকালে অনুজ্ঞাপত্র-দানবিষয়ে যে আদেশ জারি হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে নিজেদের ঘরের জ্ঞানি-গুণিগণের নিকট

*গ্যালিলিও ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। মিল্টন ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সের নিকটে যখন গ্যালিলিওর সহিত সাক্ষাৎ করেন তখন গ্যালিলিওর বয়স ৭৪ বৎসর।

হইতে ঠিক সেই সব অভিযোগের কথাই উচ্চারিত হইতে দেখিব। এই অভিযোগ সর্ব সাধারণেরই অভিযোগ। তাহা এত সাধারণ ছিল যে, আমি যখন জানিতে দিলাম যে এই অসন্তোষে আমিও তাঁহাদের সঙ্গী—তখন যে অবস্থা হইয়া উঠিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিতে আমি কিঞ্চিৎ ভীত হইতেছি; যদি আপনাদের বিরাগভাজন হইয়া উঠিবার ভয় না থাকিত তবেই তাহা বর্ণনা করিতে পারিতাম। আপনাদিগকে যাঁহারা সম্মান করেন, আপনারা যাঁহাদের জানেন এবং মান্য করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আসিয়া আমার অনুকূলে মত দিয়া অনুরোধ-উপরোধের দ্বারা আমার কান ভারী করিয়া তুলিতে লাগিলেন। ইঁহারা আমাকে এমন সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন যে মনে হইল, যে-মানুষটি তাঁহার কোষাধ্যক্ষ-জীবনের সততাদ্বারা সিসিলিবাসিগণের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহাকেও সিসিলিবাসিগণ অসাধু কোষাধ্যক্ষ ভেরেস্-এর (Verres) বিরুদ্ধে বলিবার জন্য এত উপরোধ জানায় নাই।* আমার নিকটে এই সব শ্রদ্ধার্হ-ব্যক্তিগণের অনুরোধ-উপরোধ ছিল এই যে, জ্ঞানানুশীলনের উপর যে দাসত্ব-বন্ধন আরোপিত করা হইয়াছে তাহা অপসারিত করিবার জন্য বিবেক আমার মনে যে-সব কথা আনিয়া দেয় তাহা গুছাইয়া বলিতে আমি যেন কোনও দুর্বলতা বোধ না করি। আশা করি, এ-বিষয়ে এখন আপনারা সন্তোষজনক প্রমাণ লাভ করিলেন যে, এই অভিযোগ কোন ব্যক্তি বিশেষের কল্পনার বোঝা খালাস করিবার চেষ্টা নয়, ইহা একটি সর্ব-সাধারণের অভিযোগ। এই অভিযোগ সেই সব লোকের যাঁহারা নিজেদের মনকে ও অধ্যয়নকে ইতরজন অপেক্ষা উচ্চগ্রামে স্থিত করিতে পারিয়াছেন, যাঁহারা অপরের মধ্যে সত্যকে সঞ্চারিত করিয়া দিতে চান, আবার অপরের নিকট হইতে সত্যকে সমাদরে গ্রহণ করিতে চান। তাঁহাদের সকলের নামেই আমি এ-বিষয়ে যে প্রতিবাদ-ধ্বনি শোনা যাইতেছে তাহা মুক্ত কণ্ঠে প্রকাশ করিব; কোন শত্রুমিত্রের মুখ চাহিয়া আমি কোন কথা গোপন করিব না। কথাটি এই, আবার যদি দেখা দেয় সেই তদন্ত-বিচারের পুনরভিনয় আবার আসে সেই অনুজ্ঞাপত্র-দান—এই কথাই যদি এখন স্বীকার করিয়া লইতে হয় যে ইংরেজ জাতি নিজেদের সম্বন্ধে এতই ভীরু—সমস্ত মানুষের মধ্যে এতই

* ভেরেস্ ছিলেন সিসিলির শাসনকর্তা। জোর-জবরদস্তির দ্বারা তিনি এত কর আদায় করিতেছিলেন যে ভয়ে সিসিলিবাসিগণ অনেকে পলাইয়া গেল। সিসেরো ৭৫ খৃষ্ট পূর্বাব্দে সিসিলির কোষাধিকারিক নিযুক্ত হইয়া সকলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করেন; তাঁহাকেই সিসিলিবাসিগণ ভেরেস্-এর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিল।

সন্দেহপ্রবণ যে ভিতরে কি বস্তু আছে তাহা না জানা পর্যন্ত আমরা প্রত্যেকখানি বইকেই ভয় করি, প্রত্যেকটি পুঁথির পাতার কম্পনে পর্যন্ত আমরা ভীত হইয়া উঠি; যদি দেখা যায়, কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত যাঁহারা এত অগ্রজের বলিয়া গণ্য হইতেন যে তাঁহারা প্রচার করিতে উঠিলে আমরা চুপ করাইয়া দিতাম—তাঁহারাই আজ যে সব অধ্যয়ন তাঁহাদের মেজাজ-মর্জির অনুকূল নয় তাহাই বন্ধ করিয়া দিয়েছেন তবে আমরা কি অনুমান করিতে পারি? মুষ্টিমেয় কতিপয় লোক জ্ঞানানুশীলনের উপরে দ্বিতীয়বার অত্যাচারে উদ্যত হইয়াছেন ইহা ছাড়া অন্য কিছুই অনুমান করা যায় না। তাহা হইলে শীঘ্রই এ-বিষয়ে আর মতদ্বৈধ থাকিবে না যে, প্রাচীন বিশপ-সম্প্রদায় এবং পরবর্তী প্রেসবিটার্ সম্প্রদায় উভয়েই আমাদের কাছে এক উভয়েই দুইটি নাম এবং বস্তু মাত্র। পুরোহিত-তন্ত্রের যে সমস্ত কুফল পূর্বে পাঁচ বা ছয়টি এবং শেষে বিশটি এলাকার উপরে পড়িয়া ক্রমে সমস্ত জাতির উপরেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল—তাহার সবটাই যে এখন আপতিত হইবে জ্ঞানানুশীলনের উপরে তাহা এখন আর আমাদের কাছে একটুও অপরিষ্কার নয়। এখন একজন ক্ষুদ্র অশিক্ষিত পল্লীযাজক রাতারাতি শহরের একটি বিরাট এলাকার উপরে বিশপের পরিবর্তে আর্চবিশপ পদে উন্নীত হইয়া বসিবেন। ইহদ্বারা তিনি পদান্তরিত হইবেন না তাঁহার গ্রাম্য যাজকবৃত্তিও রক্ষা করিয়া চলিবেন। এ এমন একটি অদ্ভুত বহুপদাধিকার যাহার মহিমা বুঝিয়া ওঠা যায় না! যাজক-শ্রেণীর আনকোরা কোনও ছাত্রের উপরে কাহারও ব্যবস্থাপনায় সর্বাধিকার থাকা উচিত এই নীতিকে কিছু দিন পূর্ব পর্যন্তও যাঁহারা নিন্দা করিয়াছেন, একান্ত সহজ-সরল গ্রামলোকের উপরে কাহারও সর্বাধিকারের নীতিকে যাঁহারা অস্বীকার করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহারাই এখন নিজের নিজের ঘরের চেয়ারের উপর বসিয়া এই উভয়বিধ অধিকার ব্যবহার করিবেন! সে অধিকার আবার ব্যবহার করিবেন সর্বাপেক্ষা মূল্যবান এবং চমৎকার বইগুলির উপরে—আর করিবেন এই সব বইয়ের রচনাকার দক্ষতম লেখকগণের উপরে! আমরা যে-সকল চুক্তিনামা* করিয়াছিলাম, আমরা যে-সকল ঘোষণা† করিয়াছিলাম—ইহা ত তাহা নয়, ইহাত পুরোহিত-তন্ত্র রদ করিবার

---

* মিল্টন এখানে দুইটি চুক্তির কথা বলিতেছেন, একটি হইল ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দের 'The Solemn League and Covenant'; অপরটি হইল পূর্বচুক্তির পরিবর্তনে ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে চুক্তি, পার্লিয়ামেন্ট ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে ইহা গ্রহণ করিয়াছিল।

† এই ঘোষণা হইল ১৬৪১ খৃষ্টাব্দের ঘোষণা, যে ঘোষণায় লর্ড-সভার ও

ব্যবস্থা নয়, ইহা হইল পূর্ব-পুরোহিত-তন্ত্রের সহিত বিশপ-তন্ত্রের একটা বিনিময় মাত্র; ইহা হইল বিশপের প্রাসাদকে একপ্রকারের শাসন-এলাকা হইতে অন্যরকমের শাসন-এলাকায় স্থানান্তরিত করা; ইহা হইল আমাদের তপস্যাভার লাঘব করিবার জন্য শাস্ত্রানুশাসন-অনুমোদিত একটা ফিকির মাত্র। অনুজ্ঞাপত্র-হীন একখানা ক্ষুদ্র পুস্তিকা দেখিলে সঙ্গে সঙ্গেই যদি আমরা চমকিয়া উঠি—তাহা হইলে কিছুদিন পরে ত আমরা প্রত্যেকটি গোপন সভার সংবাদেই ভীত হইয়া পড়িব, এবং আরও কিছু পরে ত খৃষ্টানগণের যে-কোনও মিলনকেই আমরা একটা গোপন বে আইনী সভায় পর্যবসিত করিব। কিন্তু আমার নিশ্চিত ধারণা, ন্যায় ও সচ্চিন্তার নীতি দ্বারা শাসিত একটি রাষ্ট্র, অথবা বিশ্বাস এবং যথার্থ জ্ঞানের শিলাভূমিতে নির্মিত ও দৃঢ়প্রতিষ্ঠ একটি চার্চ কখনও এত নীচমনা হইতে পারে না। অবশ্য এখন পর্যন্ত সব জিনিসটাকে একটা ধর্মবিধানের আওতায় আনা হয় নাই, কিন্তু এই যে লিখিবার স্বাধীনতাকে নিয়মতন্ত্রের দ্বারা খর্ব করিবার চেষ্টা ইহা পুরোহিতগণের নিকট হইতে অনুকরণ-সূত্রে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহারা আবার ইহা শিখিয়াছেন সেই পূর্বোল্লিখিত ধর্মীয় তদন্ত-বিচার হইতে। এই-জাতীয় সব নিয়মতন্ত্রের দ্বারা আমাদিগকে আবার যদি অনুজ্ঞাপত্র-দানকারি-গণের কুক্ষিগত করা হয়, তবে ইহা প্রত্যেক বিদ্বান্ এবং ধার্মিক লোকের মনে সন্দেহ এবং নিরুৎসাহ ঘনাইয়া তুলিবার কারণ হইয়া উঠিবে। এই সব বিদ্বান্ এবং ধার্মিক লোকগণ এই কৌশলী স্রোতে গা-ভাসানোর সূক্ষ্ম ছলনা বেশ অনুধাবন করিতে পারেন; কাহারা যে চক্রান্তকারীর দল তাহাও তাঁহারা বেশ বোঝেন। ইঁহারা ইহাও বেশ জানেন যে, বিশপগণকে পোড় দেখাইয়া একটু নিম্নসুরে নামাইয়া লইতে পারিলেই সব প্রেস চালু করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু পার্লিয়ামেন্টের কালে এই মুদ্রণ ব্যাপার ছিল জাতির জন্মগত অধিকার—একটি বিশেষাধিকার, ইহা ছিল আলোকের নির্ঝর। বিশপগণ এখন অবশ্য বাতিল হইয়া শূন্যগর্ভ হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু তাহাতেই আমাদের মনে এমন একটা ভাব আসিয়া পড়িয়াছে যেন আমাদের সংস্কার আন্দোলন ইহার বেশি আর কিছুই চাহে নাই! সংস্কার আন্দোলনে আমরা যেন চাহিয়াছিলাম শুধু বিশপদের সরাইয়া দিয়া তাঁহাদের স্থানে অনন্যনামে অপর একদলকে বসাইয়া দেওয়া! বিশপ উদ্ভাবিত সমস্ত কৌশল আবার মুকুলিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে! সত্যের

কমন্স্-সভার সভাগণ শাসনতান্ত্রিক স্বাধীনতার নীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

জাতিশাপকে এ-ভাবে আর তেল পুড়িয়া আগাইতে দেওয়া যায় না,—অতএব বিশজন লইয়া গঠিত যাজক-সম্প্রদায়ের একটি ভারপ্রাপ্ত সমিতির চাপে মুদ্রণ-স্বাধীনতাকে আবার দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিতেই হইবে—জনগণের সুযোগ সুবিধা আবার সব ধ্বংস করিয়া দিতে হইবে। সর্বাপেক্ষা খারাপ হইল এই, জ্ঞানানুশীলনের স্বাধীনতাকে আবার সেই পুরাতন বন্ধনভারের নীচে গুমরাইয়া মরিতে হইবে,—আর এই সব চলিতে থাকিবে ঠিক তখনই যখন আমাদের পার্লিয়ামেন্টের অধিবেশন চলিতেছে। এই প্রেসবিটারগণ (যাঁহারা বিধান-সংসদে সংখ্যাধিক এবং এখন সকল বিধি প্রণয়ন করিতেছেন) পুরোহিতগণের বিরুদ্ধে যে-সকল যুক্তি দিয়াছেন এবং স্বপক্ষ-সমর্থনের তাঁহারা যেভাবে চেষ্টা করিয়াছেন—এই সবই ত তাঁহাদিগকে একটি প্রকাণ্ড সত্য স্মরণ করাইয়া দিতে পারে। সে সত্যটি হইল এই, অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, জোর করিয়া বাধা দিবার চেষ্টার ফলে এমন এক ঘটনার উদ্ভব হয় যাহাতে অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল ফলে। সম্প্রদায় ও মতানৈক্যকে দমন করিবার পরিবর্তে ইহা সম্প্রদায় ও মতানৈক্য উস্কাইয়া তোলে এবং সেগুলিকে নূতন খ্যাতি ও মহিমা দান করে। 'ভাইকাউন্ট সেন্ট আলবানস্' (Viscount St. Albans)—অর্থাৎ লর্ড বেকন বলিয়াছেন, "মানুষের সূক্ষ্ম সরস বোধশক্তিকে শাস্তি দিলে তাহা তাহার প্রামাণিকতা এবং প্রভাবকেই বাড়াইয়া দেয়। একটি নিষিদ্ধ লেখাকে মানুষ মনে করে সত্যের একটি স্ফুলিঙ্গ বলিয়া; এ স্ফুলিঙ্গ যাঁহারা নিভাইয়া ফেলিতে চান তাঁহাদের মুখের উপর দিয়া ইহা ঊর্ধ্বে উড়িয়া চলে।" ইহাতে করিয়া আমার মনে হয়, আপনাদের এই আদেশ নূতন নূতন সম্প্রদায়ের বা দলের ধাত্রীরূপেই দেখা দিতে পারে।

(ঘ) এ আদেশ সত্যের ঘোর পরিপন্থী

আমি পূর্বে যাহা বলিলাম তাহা ব্যতীতও এ-বিষয়ে অন্য-প্রণিধানযোগ্য কথা রহিয়াছে। আমি অতি সহজেই দেখাইতে পারিব কি করিয়া আপনাদের এই আদেশ সত্যের বিমাতা রূপে দেখা দিবে। প্রথমে ইহা সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করিবে আমরা যাহা কিছু ভাল বলিয়া জানি তাহা প্রতিপালনে আমাদিগকে অশক্ত করিয়া দিয়া।

আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং দেহবর্ণ যেমন অনুশীলনের দ্বারাই উৎকর্ষ লাভ করে, আমাদের বিশ্বাস এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাহাই। এই কথা যিনি অনুধাবন করেন তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। শাস্ত্রে সত্যকে একটি স্রোতস্বিনী নির্ঝরিণীর সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে। এই নির্ঝরিণীর জল যদি অবিচ্ছিন্ন ক্রমবিস্তারের ভিতর

দিয়া প্রবাহিত না হয় তবে ইহা অনুগামিতার এবং প্রথানুবর্তিতার কর্দমাক্ত জলাশয়ে ক্ষীয়মান হইয়া পড়িবে। একজন মানুষ সত্যে অবিশ্বাসী হইতে পারে; কিন্তু সে যদি এইজন্যই অনেক জিনিস বিশ্বাস করিতে থাকে যে মেষপালকরূপধারী একটি যাজক তাহাকে ইহা বলিয়া দিয়াছেন, অথবা বিধান-সংসদ্ এইরূপই নির্ধারিত করিয়া দিয়াছে, সে যদি আর কোন যুক্তিরই ধার না ধারে, তবে সে বিশ্বাস সত্য হইলেও তাহার কাছে অবিশ্বাসস্বরূপ দেখা দিবে। ধর্মের দায় ও দায়িত্বের বোঝা মানুষ যত সানন্দে অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে চায় এমন আর অন্য কিছু সম্বন্ধে নয়। কে এ-কথা না জানেন যে 'প্রোটেস্ট্যান্ট' এবং অন্যান্য কঠোর নীতিবাদী খ্রীষ্টানগণের মধ্যেও এমন অনেকে আছেন যাঁহারা লোরেটোর* পোপবাদী যে-কোনও সাধারণ খ্রীষ্টানের মতনই অন্ধবিশ্বাসের প্রচারকরূপে জীবন যাপন করিয়াছেন ও মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। ভোগসুখে আসক্ত এবং লাভে আসক্ত একজন ধনী লোকের নিকটে ধর্ম দেখা দেয় একটি বড় ব্যবসার রূপে। এ ব্যবসা আশপাশের সব জিনিসের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত, চারিদিকে ইহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিসাব; ফলে সর্বাপেক্ষা কৌতুকজনক ঘটনা দাঁড়ায় এই, এই ব্যবসায়ের চলতি হিসাব রাখিবার মত নৈপুণ্য সে কিছুতেই লাভ করিতে পারে না। সে এখন কি করিবে? তাহারও নিশ্চয় ধার্মিক নাম কিনিবার সখ আছে—এ বিষয়ে সে তাহার প্রতিবেশীর সমকক্ষভাবেই চলিতে চায়। তখন সে মনে মনে ঠিক করে, এত পরিশ্রম ছাড়িয়া দিতে হইবে! তাহার পরে সে-এমন একজন কাহাকেও আবিষ্কার করিয়া লইতে চায় যাঁহার তত্ত্বাবধানী দৃষ্টি এবং দায়িত্বের কাছে সে তাহার ধর্মব্যাপারের সমস্ত কিছু ব্যবস্থাপনার ভার সমর্পণ করিতে পারে। এই ব্যক্তির মধ্যে খ্যাতি ও শ্রদ্ধার উপযুক্ত কোনও দিব্য উপাদান থাকিতে হইবে। সেই ধনী লোকটি তখন এই নবাবিষ্কৃত লোকটির শরণ গ্রহণ করে, তাহার ধর্মজীবনের সকল ভাণ্ডার একেবারে তালাচাবিশুদ্ধ তাঁহার হেফাজতে সমর্পণ করে। শেষ পর্যন্ত সে তাহার আবিষ্কৃত লোকটির দেহটিকে তাঁহার ধর্মের বিগ্রহ করিয়া তোলে, সেই লোকের সহিত তাহার সাহচর্যকেই নিজের শুচিতার যথেষ্ট প্রমাণ ও প্রশংসাপত্র বলিয়া শ্রদ্ধা করেন। ফলে গিয়া দাঁড়ায় এই, বেশ বলা যায়, তাহার ধর্ম এখন আর ঠিক তাহার নিজের ভিতরে নাই, তাহা একটি সঞ্চরণশীল বৈভরূপ গ্রহণ করিয়াছে। তাহার নির্বাচিত সেই ভাল মানুষটি তাহার বাড়িতে যত আসা-যাওয়া করে তাহার ধর্মও তাহার নিকটে তত আসা-যাওয়া করে। সে

*মধ্য ইটালির একটি শহর। মধ্যযুগে ইহা ক্যাথলিক খ্রীষ্টানগণের একটি প্রধান তীর্থ-স্বরূপ ছিল। ইহাকে একটি কুসংস্কারের কেন্দ্র বলা হইত।

সেই লোকটিকে সমাদর করে, তাঁহাকে উপহার দেয়, ভোজ খাওয়ায়, থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেয়। তাহার ধর্ম রাত্রিতে তাহার বাড়িতে আসেন, প্রার্থনা করেন, নৈশ ভোজনে আপ্যায়িত হন, বহুমূল্য শয্যায় শায়িত হন; আবার সকালে ওঠেন, প্রণাম গ্রহণ করেন; কিন্তু আঙুর-রসের মধুর মদ্য বা সুগন্ধি মসলাযুক্ত সরবৎ পান করাইবার পরে তাঁহাকে প্রাতরাশ খাওয়ান হয়; এ প্রাতরাশ যেখানি হইতে জেরুজালেমের পথে যিনি কাঁচা ডুমুর দিয়াই সানন্দে তাঁহার প্রাতঃকালীন ক্ষুধার নিবৃত্তি করিয়াছিলেন* তাঁহার প্রাতরাশ হইতে অনেক ভাল। ইহার পরে তাহার সেই ধর্ম আটটার সময় বাহিরে চলিয়া যান—পিছনে ফেলিয়া রাখিয়া যান তাঁহার আপ্যায়নকারীকে, যিনি কোনও ধর্মের বালাই না রাখিয়া সারাদিন তাহার দোকানে বসিয়া ব্যবসা করেন।

আবার আর এক রকমের লোক আছে। তাহারা শুনিতে পায়, সব বিষয়েই আদেশ জারি করা হইবে, সব জিনিসেরই নিয়ন্ত্রণের দ্বারা ব্যবস্থাপনা হইবে, এমন কিছুই লেখা হইবে না যাহা কোনও একজন শুল্ক-আদায়কারীর শুল্ক-দপ্তরের ভিতর দিয়া মঞ্জুর পাইয়া আসিবে না, এই শুল্কে আদায়কারীরা স্বেচ্ছামত উক্ত সকল সত্যের উপরে পিপাদরে এবং পাউন্ডদরে শুল্ক লইয়া ছাড়িবেন। এই সব লোক তখন সরাসরিভাবে আপনাদের কাছে আসিয়া আত্ম-সমর্পণ করিবে; তাহারা বলিবে,—আপনাদের যেমন খুশি কাটিয়া ছাটিয়া যে-কোনও একটা ধর্ম তৈয়ার করিয়া দিন; এই ধর্মে কিছুটা যেন আনন্দ থাকে, কিছুটা যেন অবসর-বিনোদন এবং কিছুটা হাসিখুশিভরা আমোদ প্রমোদ থাকে; ইহাতেই দিনটাকে এক সূর্য হইতে আর এক সূর্য পর্যন্ত ঘুরাইয়া আনিতে পারিবে এবং শ্রান্তিকর বৎসরটাকে মধুর স্বপ্নে দোলা দিতে থাকিবে। তখন এইসব লোকের মনোভাব দাঁড়ায় এইরূপ, অপরে তাহাদের সব জিনিসগুলি যখন বেশ কড়াকড়িভাবে দেখিয়া দিয়াছে যাহাতে আর কোন নড়চড় না হয়, তখন আর এইসব লইয়া তাহাদের নিজেদের মাথা ঘামাইবার কি প্রয়োজন? একটা নীরস এবং নির্বোধ সাচ্ছন্দ্য এবং জ্ঞান-সাধনার বিরতি আমাদের দেশবাসিগণের মধ্যে এই সব ফলই প্রসব করিবে। এই-জাতীয় একটি আনুগত্যপূর্ণ ঐকমত্য কিরূপ চমৎকার—কিরূপ বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হইবে! ইহা আমাদিগকে কি মধুর একনুপত্যে ও অনুগামিতায়ই না সাঁটিয়া বাঁধিয়া তুলিবে! যে-কোনও জানুয়ারী যেরূপ সব জিনিস একত্রে

* এখানে বিশুখ্রীষ্টের কথা বলা হইয়াছে। বাইবেলে (মেথিউ xxi এবং মার্ক xi) ইহার বর্ণনা আছে।

জমাট করিয়া দিয়া যায়, সেইরূপে একটি শক্ত এবং জমাট কাঠামো তৈয়ারী হইয়া যাইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই!

ইহার ফল যে ধর্মযাজক-মণ্ডলীর মধ্যেও তেমন একটা কিছু বেশি ভাল হইবে তাহা নয়। এ-কথা কিছু নূতন নয়, পূর্বে কেহ এরূপ শোনে নাই এমনও নয় যে, ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী যখন তাঁহার কর্মের সব পুরস্কার পাইয়া যান, কর্মজীবনে তাঁহার সব উচ্চাভিলাষই যখন পরিপূর্ণ হয়*, তখন তিনি সহজেই শিথিলমনা এবং নমনীয় হইয়া পড়েন। ইহার কারণ, তখন আর তাঁহাকে নূতন অধ্যয়নে উদ্বোধিত করিয়া দিবার মত কিছুই থাকে না; তিনি তখন বসিয়া হয়ত ইংরেজিতে লিখিত একটি শব্দপঞ্জি বা বিষয়পঞ্জির পড়া শেষ করেন, অত্যন্ত সাধারণ বিষয়ের একখানা বই পাঠ করেন, একটি ধীরস্থির বিদ্যার্থীকে রক্ষণাবেক্ষণের কর্তব্য পালন করেন, শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে লিখিত বইখানি দেখেন, অথবা আপ্তপদবাচ্য লোকগণের নামের ক্রমানুসারী তালিকা দেখেন; তিনি কতকগুলি তাত্ত্বিক প্রসঙ্গের চারিদিকে ছকবাঁধাভাবে ঘুরিয়া বেড়ান; এ তত্ত্বগুলির সঙ্গে কতকগুলি বাঁধাধরা ব্যবহার, উদ্দেশ্য, লক্ষণ এবং পন্থা—সবকিছুই ঠিক করা আছে। বর্ণমালার বর্ণগুলির ন্যায় অথবা স্বরগ্রামের সা-রে-গা-মা র ন্যায় এই তত্ত্বগুলিকে এক রকমে ছড়াইয়া, আবার অন্য রকমে রূপান্তরিত করিয়া,—এক রকমে মিলাইয়া, আবার অন্য নানা রকমফেরে মিল ভাঙিয়া একখানি বইয়ের মত জিনিস লেখা হয়। এই সবের পরে ঘণ্টা দুইয়েকের ধ্যান—ব্যস্, ইহাতেই তাঁহার উপরে যে সাপ্তাহিক উপদেশদানের দায়িত্ব দেওয়া আছে অনির্বচনীয়রূপে সেই দায়িত্ব অপেক্ষা অনেক বেশি কিছু সাধিত হইয়া যায়! অবশ্য ইহা ছাড়াও তিনি কিছু কিছু কাজ করেন, যেমন পঙক্তিতে পঙক্তিতে ধরিয়া যে-সব অনুবাদ হয়, যে-সব সংক্ষেপীকরণ হয়, সূত্রসার লেখা হয়—এবং এই রকমের আলস্যবর্ধক আরও যে সব কাজ রহিয়াছে তাহাতেও তিনি অসীম সাহায্য করেন—এ প্রসঙ্গে তাহার গণনা না-ই বা করা হইল! তাহা ছাড়া এই ধর্মযাজকের কোনও দারিদ্র্যে পতিত হইবার আশঙ্কাও নাই। যে-সকল

*মূলে আছে, 'is at a Hercules' pillars in a warm benefice'; প্রাচীনকালে জিব্রালটার প্রণালীকেই ইউরোপের পশ্চিম দিকে শেষ সীমা ধরা হইত। এই সীমার একদিকে স্পেনের দিকে ছিল 'ক্যালপে' (Calpe) পাহাড়, আফ্রিকার দিকে ছিল 'অ্যাবিলা' (Abyla) পাহাড়; কথিত হয়, এই দুই পাহাড়কে হারকিউলিস্ তাঁহার ভ্রমণের পশ্চিম সীমার দুই স্তম্ভরূপে স্থাপিত করিয়াছিলেন।

শাস্ত্রগ্রন্থ অত্যন্ত সহজ তাহার প্রত্যেকখানি সম্বন্ধে যে সব আলোচনা-উপদেশ একেবারে ছাপিয়া ছাপিয়া স্তূপ করিয়া রাখা হইয়াছে, আমাদের লণ্ডনের ব্যবসা-কেন্দ্র সেন্ট টমাসের দোকানঘরে তাহা পাওয়া যায়; শুধু সুবিখ্যাততম আরও পাওয়া যায় সেন্ট মার্টিন এবং সেন্ট হিউথ্ চার্চের দোকানঘরে।* এই গীর্জাগুলির দিব্যোজ্জ্বল সীমানার মধ্যে যে-সকল ক্রয়-বিক্রয়োপযোগী সর্বপ্রকার বেসাতিদ্রব্য পাওয়া যাইত তাহার কোনগুলিই এইগুলি (অর্থাৎ ধর্মযাজকগণের সর্বদার জন্য প্রস্তুত মুদ্রিত উপদেশাবলী) অপেক্ষা অধিক বিক্রয়োপযোগী ছিল না। ফলে উপদেশ-খণ্ডের ভিতর দিয়াই যেটুকু আয়ের ব্যবস্থা আছে তাহা অবলম্বনে এই যাজকগণের দারিদ্র্যে পতনের ভয় নাই; এখানে তিনি তাঁহার ভাণ্ডারকে নব নব সম্ভারে পরিপূর্ণ করিবার প্রচুর উপাদান পান। কিন্তু ইহার উপরেও আবার তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ এবং পার্শ্বদেশকে যদি অনুজ্ঞাপত্র-দানকারীর দ্বারা শক্ত খোঁটা পুঁতিয়া রক্ষা করিবার ব্যবস্থা না হইত, এই অনুজ্ঞাপত্র-দানকারীর দ্বারা তাঁহার খিড়কি-দুয়ারের নিরাপত্তারও যদি ব্যবস্থা না হইত তবে তাঁহাকে একটু অবহিত থাকিতে হইত। হয়ত কখনও একখানি অত্যন্ত বলিষ্ঠ বই সহসা প্রকাশিত হইতে পারে, হয়ত পুরাতন যে সব গ্রন্থ-সংগ্রহ নিরাপদ পরিখার মধ্যে রক্ষিত আছে এই নূতন গ্রন্থখানি তাহার কোনও একটিকে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বসিবে, এই সব চিন্তায় তাঁহাকে সদাজাগ্রত থাকিতে হইত, সতর্ক দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত, তাঁহার গৃহীত সকল মতামতের চারিদিকে ভাল রক্ষক ও প্রহরী নিযুক্ত করিতে হইত, তাঁহার সহযোগী পরিদর্শকগণ সহ বার বার করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে হইত; তাঁহাকে সর্বদা ভয়ে থাকিতে হইত পাছে তাঁহার পালের কোনটিকে কেহ আবার ভাগাইয়া লইয়া গিয়া আরও ভালভাবে উপদেশ দেয়, ভাল অনুশীলনের ব্যবস্থা করে, ভাল নিয়ম-শৃঙ্খলার ভিতর দিয়া সুসংযত করিয়া তোলে। তবে ভগবানের বিধানই এইরূপ, এইসব ক্ষেত্রে যে একটা সতর্কদৃষ্টির শ্রম রহিয়াছে সেই শ্রমকে সম্পূর্ণ এড়াইয়া চলিতে আমাদের একটা ভয় আছে; সেই ভয়ের জন্যই আমরা অনুজ্ঞাদানকারী চার্চের যে অলসতা তাহা অনুসরণ করিতে উৎসাহী হই না।

আমাদিগকে দৃঢ়নিশ্চয় হইতে হইবে যে আমরা ন্যায়কে আশ্রয় করিয়া আছি, আমরা সত্যকে যে ধারণ করিয়া আছি তাহা কোনও অন্যায় উপায়ে নহে। সেই

* সেন্ট টমাস্, সেন্ট মার্টিন, সেন্ট হিউথ' প্রভৃতি লণ্ডনের বিভিন্ন পল্লীর গীর্জা; এখানে ধর্মোপদেশের রীতিমত বেসাতি হইত বলিয়া জনশ্রুতি প্রচলিত আছে।

কথাটি কখনই প্রমাণিত হইবে না যে পর্যন্ত আমরা নিজেরাই আমাদের যুবক এবং প্রগল্ভ ধর্মশিক্ষার নিন্দা না করি, নিন্দা না করি আমাদের ভিতরকার সেই-সব লোককে যাহারা শিক্ষাবিহীনভাবে ধর্মবিহীনভাবে উদ্দেশ্যহীনের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায়। আমরা যদি আমাদের এই ন্যায় ও সত্য সম্বন্ধে দৃঢ়সঙ্কল্প হই তবে অপরের লেখায় আমরা ভয় পাইব কেন? শঙ্কিত হইব কেন এমন একজন বিচারশীল বিদ্বান্ এবং বিবেকবান্ লোক সম্বন্ধে যাঁহার সম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারি তাহাতে বুঝি যে-সব মনীষী বর্তমান্ কালে আমাদিগকে সকল জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন ইনিও তাঁহাদেরই একজন? এই-জাতীয় একজন মনীষী যদি তাঁহার মত ও বিচার বিবেচনা জগতের কাছে প্রকাশিত করেন—এবং তদ্বারা তিনি যদি দেখাইয়া দিতে পারেন যে লোকে এখন যেভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তাহা সুষ্ঠু এবং গভীর নয়, তবে ইহা অপেক্ষা ভাল কথা আর কি হইতে পারে? তিনি যদি গোপনে ঘরে ঘরে গিয়া তাঁহার মত প্রচার করিতেন তবে তাহা আরও মারাত্মক হইত; কিন্তু তিনি ত তাহা করিতেছেন না; তিনি তাঁহার মত ত খোলা-খুলিভাবে লিখিতরূপে জগতের কাছে প্রকাশ করিতেছেন। বিশুখ্রীষ্ট খুব জোর দিয়া এই কথা বলিয়াছেন যে, তিনি সর্বদাই প্রকাশ্যে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিয়াছেন এবং এই কথা দিয়াই তিনি নিজেকে সমর্থন করিবারও চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, প্রচার করা যতখানি প্রকাশ্য জিনিস, লেখা ত তাহা অপেক্ষা অনেক বেশি প্রকাশ্য জিনিস। প্রয়োজন হইলে লেখাকে ত আরও সহজে খণ্ডন করা যায়, কারণ এমন লোক অনেক আছেন সত্যের পক্ষ সমর্থন করাই যাঁহাদের আদর্শ এবং কাজ। সে কাজে যদি তাঁহারা অবহেলা করেন তবে শিথিলতা-গুণ এবং অক্ষমতা-গুণ ব্যতীত আর কোন্ গুণ তাঁহাদের সম্বন্ধে আরোপ করা যায়?

এইভাবে দেখা যাইতেছে, আমরা যে-সব জিনিস জানি বলিয়া মনে করি, সে-সব জিনিস সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান লাভে এই অনুজ্ঞাপত্র-দানের ব্যবস্থা আমাদিগকে বাধা দিতেছে। এইভাবে যথার্থ জ্ঞানের সহিত আমাদের অপরিচয়ও বাড়িয়া যাইতেছে। এই ব্যবস্থা অনুজ্ঞাপত্র-দানকারিগণের নিজেদের কাজ-কর্মেও কিরূপে অসুবিধার সৃষ্টি করে এবং বাধা দেয় তাহাও দেখিব। তাঁহাদের উপরে যে দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছে সে কাজ যদি তাঁহাদিগকে যথোচিতভাবে করিতে হয় তবে তাঁহাদের অন্যান্য কর্তব্যকর্মে তাঁহারা বাধাপ্রাপ্ত হইবেনই। অন্য যে কোনও ব্যবহারিক কাজের দ্বারা তাঁহারা কর্তব্যকর্ম যতটা বাধাপ্রাপ্ত হন এই অনুজ্ঞাপত্র-দানকার্যদ্বারা তাঁহারা তাহা অপেক্ষা অধিক বিব্রত এবং বাধাপ্রাপ্ত হইবেন।

তাঁহাদিগকে তখন বাধ্য হইয়া হয় একটি কর্তব্যের অথবা অন্যটির অবহেলা করিতে হয়। কোন্‌টি অবহেলা করিতে হইবে তাহা আমি নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারি না, ইহা তাঁহাদের বিবেকের উপরেই ছাড়িয়া দিতেছি; তাঁহারা কিরূপ সিদ্ধান্ত করিবেন তাঁহারাই জানেন।

অনুজ্ঞাপত্র-দান বিষয়ে আমি যে-সব সত্য উদ্‌ঘাটন করিলাম ইহারও পশ্চাতে এ-বিষয়ে আরও একটি অবিশ্বাস্য ক্ষতি ও অনিষ্টের সম্ভাবনা রহিয়াছে। কোনও শত্রু যদি সমুদ্রে আমাদের যত পোতাশ্রয়, বন্দর ও খাঁড়ি রহিয়াছে তাহার সবগুলি আটকাইয়া দেয়, সে যদি আমাদের 'সত্য' রূপ যে অমূল্য বাণিজ্যদ্রব্য রহিয়াছে তাহার আমদানিতে বাধা দিয়া আমাদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেয়, তাহাতে আমাদের যে ক্ষতি ও অনিষ্ট হইবে তাহা অপেক্ষাও এই অনুজ্ঞাপত্র-দানের ষড়যন্ত্র অধিক ক্ষতিকর। শুধু তাহাই নয়, স্মরণ রাখিতে হইবে, এই ব্যবস্থার প্রথম প্রতিষ্ঠা এবং প্রচলন হইয়াছিল একটি অখ্রীষ্টানোচিত বিদ্বেষবুদ্ধি ও প্রতারণা-বুদ্ধি লইয়া। ইহার পিছনে সুচিন্তিত অভিসন্ধি ছিল, সংস্কার আন্দোলনের আলোককে সম্ভব হইলে নির্বাপিত করিয়া দিয়া মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করা। তুর্কীরা যেমন মুদ্রণ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়া আল্‌-কুরাণকে রক্ষা করিতে চায় সেই নীতির সঙ্গে আমাদের এই নীতির কোনও তফাৎ নাই। এ কথা কেহ অস্বীকার ত করেনই না, বরং সানন্দে স্বীকার করেন যে, আমাদের জাতীয় জীবনে আমরা যে পরিমাণ সত্যকে কাজে ব্যবহার করিয়া জীবনকে আনন্দময় করিয়া তুলিতে পারিতেছি তাহার জন্য আমরা উচ্চকণ্ঠে বিধাতার প্রতি ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাইতে পারি; অধিকাংশ জাতি যতটুকু উচ্চকণ্ঠে এ-কাজ করিতে পারে আমরা তদপেক্ষা বেশি উচ্চকণ্ঠেই করিতে পারি। এই সত্যনিষ্ঠার পরিচয় এবং ব্যবহারিক-জীবনে তাহার প্রয়োগের সবচেয়ে বড় পরিচয় পোপ ও তাঁহার পর্ষদ্‌ পুরোহিত-গণের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে সম্পর্কের যে সব প্রধান প্রধান নীতি গ্রহণ করিয়াছি তাহার মধ্যে। কিন্তু কেহ যদি এই কথা বলেন যে, আমাদের এইখানেই তাঁবু গাড়া উচিত, এইখানেই আমরা সংস্কার আন্দোলনের চরম ফল লাভ করিয়াছি,—অন্ততঃ আমরা যে নশ্বর কাচের* মধ্য দিয়া চিন্তা-ধারণায় অভ্যস্ত তাহার মধ্য দিয়া দেখিলে, দিব্যদর্শনের অধিকার লাভ করিবার পূর্ব পর্যন্ত সংস্কার-আন্দোলনের ভিতর দিয়া ইহাই আমাদের চরম-প্রাপ্তি, তবে বলিব, সেই মানুষটি তাহার এই-

* জীবনকেই এখানে নশ্বর কাচ বলা হইয়াছে। তুলনীয় মধ্যযুগের 'magic mirror'.

জাতীয় মত প্রকাশের দ্বারাই স্পষ্ট ঘোষণা করিয়া দিল যে সত্য হইতে অনেক দূরে পড়িয়া আছে।

সত্য প্রকৃতপক্ষেই একবার এই জগতে নামিয়া আসিয়াছিল তাহার স্বর্গীয় প্রভুর সঙ্গে; সত্যের সেই রূপ ছিল সর্বাধিক মহিমান্বিত পূর্ণ রূপ। কিন্তু তিনি যখন ঊর্ধ্বে উঠিয়া গেলেন এবং তাহার ঊর্ধ্বগমনের পরে তাঁহার প্রেরিত দূতগণকেও যখন ঘুমে পাড়াইয়া দেওয়া হইল—তখন সোজা জাগিয়া উঠিল একটা প্রতারকের পামর জাতি—যাহারা সত্যের কুমারী রূপকে আক্রমণ করিল, তাহার লাবণ্যময় দেহকে সহস্র অংশে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিল—তাহার পরে সেই সহস্রাংশকে ছড়াইয়া দিল চতুর্দিকের বাতাসে। এ যেন ঠিক সেই গল্পবর্ণিত ইজিপ্টের টাইফোন বা ঝড়-দানবের মতন—যে তাহার সঙ্গের ষড়যন্ত্রকারীদের লইয়া সজ্জন ওসিরিস্-কে (Osiris) এইভাবে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়াছিল।* সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত সত্যের বিষণ্ণ বন্ধুগণের মধ্যে যাঁহারা যাঁহারা আত্মপ্রকাশে সাহসী তাঁহারা আইসিস্ যেমন করিয়া ওসিরিস্-এর খণ্ডিত দেহকে সযত্নে খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছিল সেইরূপ ঊর্ধে অধে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন—তাঁহারা সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছেন যেখানে যে-ভাবে পাওয়া যাক সত্যের এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি। হে লর্ড-সভার ও লোক-সভার সদস্যগণ, আমরা এখন পর্যন্ত সেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির সব খুঁজিয়া পাই নাই, জগতের প্রভুর দ্বিতীয় আবির্ভাবের পূর্বে পর্যন্ত সেগুলিকে খুঁজিয়াও পাইব না। তিনি আবার আসিয়া প্রত্যেকটি অংশ এবং সন্ধিগুলিকে এক সঙ্গে জুড়িয়া দিবেন এবং সৌন্দর্য ও পূর্ণতার একটি অমর রূপে সেগুলিকে পুনর্গঠিত করিয়া দিবেন। ঘাতকহস্তে শহীদ হইয়াছেন আমাদের সেই যে ঋষি, তাঁহার দেহের ছিন্নভিন্ন অংশকে এখনও যাঁহারা অবিশ্রান্ত খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, এখনও যাঁহারা সেই ছিন্নভিন্ন অংশের প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রদ্ধা-নিবেদন করিতে আগ্রহশীল—তাঁহাদিগকে প্রতিপদে বাধা দিয়া ব্যতিব্যস্ত করিবার জন্য প্রত্যেকটি সুবিধা মতন

* কাহিনীটি এইরূপ: ওসিরিস্ ইজিপ্টবাসিগণকে চাষ-বাস, রীতি নীতি, দেব-পূজন প্রভৃতি শিখাইয়া সভ্য করিয়াছিলেন; টাইফোন বারোজন সঙ্গীর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ওসিরিসিস্কে একটা কফিনে বন্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। ওসিরিস্-এর স্ত্রী আইসিস্ যখন অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়া সেই কফিনটিকে আবিষ্কার করিল তখন টাইফোন আসিয়া ওসিরিস্-এর সেই দেহ চৌদ্দখণ্ডে ভাগ করিয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিল। আইসিস্ আবার সেই চৌদ্দটি খণ্ড খুঁজিয়া বাহির করিয়া চৌদ্দটি সমাধির নীচে তাহাদিগকে প্রোথিত করিল।

খাটিতে এই যে অনুজ্ঞাপত্র-দানের নিষেধাজ্ঞা—ইহা যেন আপনারা কিছুতেই বহাল না করেন।

আমরা সর্বদাই আমাদের আলোকের বড়াই করি; কিন্তু সূর্যের দিকেও যদি আমরা বুদ্ধিমানের মত তাকাইতে না পারি তবে সে গভীর আঘাতে আমাদিগকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করিবে। গ্রহগুলির মধ্যে অনেক গ্রহ মাঝে মাঝে সূর্য-সান্নিধ্যে পড়িয়া হৃতজ্যোতিঃ হইয়া যায়; আবার কতকগুলি উজ্জ্বলতম আকৃতির নক্ষত্র সূর্যের সঙ্গে সঙ্গেই উদিত এবং অস্তমিত হয়, সেগুলির পৃথক অস্তিত্ব কে কখন্ বুঝিতে পারে? ততক্ষণ বোঝা যায় না, যতক্ষণ না বস্তুর বিপরীতগতিতে ইহারা আকাশের এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয় যেখানে সন্ধ্যায় বা সকালে এই নক্ষত্র-গুলিকে বেশ পৃথক্ ভাবেই দেখা যায়। আমরা যে আলো লাভ করিয়াছিলাম তাহা শুধু তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিবার জন্য নয়, তাহা লাভ করিয়াছিলাম তাহা দ্বারা সে-বস্তু অনেকখানি আমাদের জ্ঞানের বহির্ভূত তাহাকে আবিষ্কার করিয়া আগাইয়া চলিবার জন্য। একটি পুরোহিতের পোষাক খুলিয়া ফেলা, একজন বিশপের মর্যাদাসূচক টুপিটি সরাইয়া দেওয়া, প্রেসবিটেরিয়ানগণের স্কন্ধ হইতে এই বিশপগণকে সরাইয়া দেওয়া—ইহাই জাতিহিসাবে আমাদিগকে একটি সুখী জাতি করিয়া তুলিতে পারিবে না। শুধু তাহাই নয়; চার্চ-সম্পর্কিত অপরাপর প্রধান বিবেচ্য বিষয়গুলিকে, পারিবারিক এবং রাষ্ট্রিক উভয় ক্ষেত্রে আমাদের জীবনের নীতিগুলিকে আমরা যদি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া না দেখি—তাহাদের সংস্কার করিয়া তুলিতে না পারি, তাহা হইলে বলিব, জুইন্-গ্লিয়াস্* (Zuinglius) এবং ক্যাল্ভিন্† (Calvin) আমাদের নিকটে যে আলোকের সঙ্কেত তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহার বহিশ্ছটার দিকেই দীর্ঘদিন তাকাইয়া আমরা অন্যান্য বিষয়-সম্বন্ধে অন্ধ হইয়া গিয়াছি। অনেক লোক আছেন যাঁহারা বহুমতবাদ এবং বহুসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নিরন্তর অভিযোগ প্রকাশ করিয়া থাকেন। বহুমতবাদ ও বহুসম্প্রদায়কে তাঁহারা এমনই একটা সঙ্কট বলিয়া প্রচার করেন যে কোন মানুষেরই তাঁহাদের এই জ্ঞান-গর্ভ উপদেশের সহিত মতান্তর প্রকাশ না করিয়া উপায় নাই। আসলে তাঁহাদের নিজেদের দম্ভ এবং অজ্ঞানতাই সকল গোলযোগের কারণ। তাঁহারা বিনয় ও শ্রদ্ধাসহকারে কিছু শুনিবেনও না, কাহাকে কিছু বুঝাইতেও পারিবেন না। তৎসত্ত্বেও তাঁহাদের সার-সঙ্কলন-গ্রন্থের মধ্যে

* ইনি একজন সুইজারল্যাণ্ডের সংস্কারক নেতা (১৪৮২—১৫৩১)।
† ক্যাল্ভিন (১৫০৯-৬৪); ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

যাহা পাওয়া যাইবে না তাহার সব কিছুকেই দাবাইয়া দিতে হইবে। ইঁহারাই হইলেন সকল উপদ্রবের কারণ, ইঁহারাই ঐক্যনাশকারী। সত্যের দেহের যে-সকল খণ্ডিত অংশ এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না তাঁহারা নিজেরাও সেগুলি খুঁজিবেন না—অপরকেও খুঁজিতে দিবেন না। আমরা যাহা জানি তাহার সাহায্যে যাহা জানি না তাহার সন্ধান করা—যেমন যেমন পাই তেমন তেমন সত্যের সহিত সত্যকে মিলাইয়া লওয়া (মনে রাখিতে হইবে, সত্যের সব অবয়বই এক উপাদানে গঠিত, সব অবয়বই সমান-অনুপাত-বিশিষ্ট)—ইহাই ধর্মতত্ত্বে এবং গণিতেও সুবর্ণ-নীতি; ইহা দ্বারাই চার্চের ভিতরে সুসামঞ্জস্যের সম্ভাবনা। কতকগুলি হিমশীতল নিরপেক্ষ এবং ভিতরে ভিতরে বিভক্ত মনকে জোর করিয়া বাহিরে মিলাইয়া দিলে এই সামঞ্জস্য কখনও সম্ভব হইবে না।

উপসংহার

ইংলণ্ডের লর্ড-সভার ও লোক-সভার সদস্যগণ, একবার ভাবিয়া দেখুন আপনারা কোন্ জাতির লোক, কোন্ জাতির শাসন-কর্তা! এ জাতি শিথিল, প্রাণহীন জড় জাতি নয়, এ জাতি তৎপর, অকপট এবং অন্তরবগাহী প্রাণসম্পন্ন জাতি। এ জাতি উদ্ভাবনায় নিপুণ, আলোচনায় সূক্ষ্ম এবং দৃঢ়, মানুষের শক্তি যতখানি ঊর্ধ্বে উড্ডীন হইতে পারে—তাহার কোন উচ্চতা লাভেরই অনধিকারী নয়। বিদ্যানুশীলনরূপে গভীরতম বিজ্ঞানের চর্চা আমাদের জাতীয় জীবনে এমন প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে যে, যথেষ্ট পুরাকালের শ্রেষ্ঠবিচারশীল লেখকগণ পর্যন্ত এ-কথা মনে করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, পিথাগোরাস্-এর মতবাদ এবং পারস্যের প্রজ্ঞাও এই দেশের পুরাতন দর্শনশাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। যে জ্ঞানী এবং সুসভ্য রোমবাসী জুলিয়াস্ অ্যাগ্রিকোলা (Julius Agricola) একবার সিজারের প্রতিনিধি হইয়া এই দেশ শাসন করিয়াছিলেন তিনিও অযথাবিস্তারিত ফরাসীভাষার অধ্যয়ন অপেক্ষা ব্রিটেনের সূক্ষ্মবুদ্ধিগ্রাহ্য রসবোধকে অনেক বেশি আদর করিতেন। দায়িত্বসম্পন্ন এবং মিতব্যয়ী ট্রান্সিলভ্যানীয়েরা তাঁহাদের দূর দূর অঞ্চল হইতে—রুশিয়ার পার্বত্য প্রান্ত-দেশগুলি হইতে—হের্সিনীয়* বনভূমিরও ওপার হইতে প্রত্যেক বৎসর যে আমাদের ভাষা এবং আমাদের ধর্মসম্বন্ধীয় কলাবিদ্যা শিখিবার জন্য ছাত্র পাঠান—চপলমতি যুবক ছাত্র নয়, স্থিরমতি পরিণত ছাত্র—ইহাও নিশ্চয়ই একেবারে অনর্থক নয়। সর্বোপরি হইল আমাদের উপরে স্বর্গের দাক্ষিণ্য ও প্রীতি। আমরা ইহার অনেক প্রমাণ পাইয়াছি যে, ভগবৎ-কৃপা ও প্রেম আশ্চর্যভাবে আমাদের অনুকূলে আমাদের মঙ্গলের জনাই কাজ করিতেছে। নতুবা সিওন পর্বতকে (Sion) একবার যেমন সত্য ঘোষণার জন্য বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল সেইরূপ এই দেশকেই বা নূতন সত্য ঘোষণার জন্য বাছিয়া লওয়া হইল কেন? কেন এ-দেশকে এমনভাবে বাছিয়া লওয়া হইল যাহাতে সমগ্র ইউরোপের সংস্কার আন্দোলনের বার্তা এবং বিজয় এইখান হইতেই প্রথম বিঘোষিত এবং নিনাদিত হইল? একান্ত একগুঁয়ে বিকৃত-প্রকৃতির জনাই আমাদের পুরোহিত-সম্প্রদায়

* প্রাচীনকালে দক্ষিণ ও মধ্য জার্মানির সকল পার্বত্য অঞ্চলই 'Hercynian Wood' নামে খ্যাত ছিল।

উইক্লিফ্-এর (Wicklef) প্রভাহ' দিয়া ভাবের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন; তাঁহাকে তাঁহারা এই বলিয়া দাবাইয়া দিতে চাহিলেন যে ইনি উপপল্লীর ছোট-খাকালো লোক—আর ইনি যে জিনিসটির আমদানি করিতে চাহিতেছেন তাহা একদম উদ্ভট। বিক্তরুচির এই পুরোহিতগণের অপচেষ্টা না হইলে বোহেমিয়ার হাস্‌স (Husse) এবং জেরোম (Jerome)—তাঁহাদের কথাই বা কেন, লুথার এবং ক্যালভিনের কথাও কেহ জানিতে পারিত না। আমাদের প্রতিবেশী সকলকে সংস্কার করিয়া তুলিবার গৌরবও সম্পূর্ণরূপে আমাদেরই। কিন্তু এখন? আমাদের উদ্ধত এবং অনড় যাজকসম্প্রদায় বিষয়টিকে এমন জোর-জবরদস্তির দ্বারা কলুষিত করিয়া তুলিয়াছেন যে এখন আমরা বিদ্বৎসমাজে সর্বাপেক্ষা অর্বাচীন এবং সর্বাপেক্ষা অনগ্রসর হইয়া পড়িয়াছি; অথচ ভগবান্ আমাদিগকে সুযোগ-সুবিধা দিয়াছিলেন এই বিদ্বৎ-সমাজের শিক্ষক হইয়া উঠিতে।

কিন্তু এখন আবার শুভচিহ্ন দেখা দিয়াছে, সব শুভচিহ্নই একসঙ্গে বেশ মিলিয়া যাইতেছে; পূতচরিত্র ভক্তগণও আবার প্রতিদিন অকপট নিষ্ঠায় তাঁহাদের মনের কথা প্রকাশ করিতেছেন, সেই সব কথার ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত হইতেছে তাঁহাদের সাধারণ সহজাত প্রবণতা; এই সব শুভ লক্ষণ এবং পূতচরিত্র ভক্তগণের প্রবণতা লক্ষ্য করিলে বোঝা যায়, ভগবান' তাঁহার চার্চের জন্য একটি বিরাট্ নবযুগের ব্যবস্থা করিতেছেন, সেই নব-বিধানের দ্বারা সংস্কার-আন্দোলনেরও সংস্কার করা হইবে। ইহার জন্য প্রথমে তিনি নিশ্চয় তাঁহার সেবকগণের নিকটে নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করিবেন। তাঁহার আত্ম-প্রকাশের যে নীতি রহিয়াছে সেই নীতি-অনুসারে তিনি প্রথমে আত্ম-প্রকাশ করিবেন তাঁহার ইংরেজ সেবকগণের মধ্যে। যদিও কিভাবে যে তিনি আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন তাহা আমরা লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না, যদিও আমরা অযোগ্য—তথাপি আমার দৃঢ়বিশ্বাস, তাঁহার আত্মপ্রকাশ ঘটিবে আমাদের মধ্যেই—ইহাই তাঁহার রীতি। এই বিশাল নগরীর দিকে চাহিয়া দেখুন, এ নগরী যেন সর্বপ্রকার শরণার্থী'র আশ্রয়স্থল, এ নগরী যেন স্বাধীনতার বিরাট্ প্রাসাদ, চারিদিক্ হইতে প্রতিরোধ-ব্যবস্থার দ্বারা যেন ইহাকে সুরক্ষিত করিয়া রাখা হইয়াছে। অবরুদ্ধ সত্যকে রক্ষার জন্য চাই সশস্ত্র-ন্যায়বিধান; সেই ন্যায়বিধানের জন্য প্রয়োজন আত্মরক্ষাত্মক এবং আক্রমণাত্মক উভয়বিধ অস্ত্র। সেই সব অস্ত্র তৈয়ার করিবার জন্য এখন এই নগরীতে যতগুলি লেখনী ও মস্তিষ্ক জাগিয়া আছে যুদ্ধকালীন দোকানগুলিতে অস্ত্রনির্মাণের জন্য ততগুলি নেহাই এবং হাতুড়ি জাগিয়া থাকিত না। ইঁহারা বসিয়া আছেন অধ্যয়নার্থ-প্রজ্বলিত প্রদীপের পাশে, ইঁহারা চিন্তা করিতেছেন—অনুসন্ধান

করিতেছেন—আর বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছেন কতকগুলি ভাব ও ধারণাকে, যে ভাব ও ধারণাগুলিকে তাঁহাদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্যের চিহ্নস্বরূপ তাঁহারা উপহার দিবেন আগতপ্রায় নব সংস্কার-আন্দোলনকে। অপরে দ্রুত অধ্যয়নে রত, তাঁহারা সকল জিনিসকেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন—আর যুক্তি ও প্রত্যয়ের শক্তির নিকটে নতি স্বীকার করিতেছেন। যে জাতির জ্ঞানানুসন্ধানের দিকেই সহজাত ঝোঁক ও প্রবণতা সেই জাতির নিকট হইতে একজন মানুষ ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি আশা করিতে পারে? এই-জাতীয় একটি অনুকূল এবং উর্বর ভূমিতে এখন কোন্ জিনিসের প্রয়োজন? প্রয়োজন অভিজ্ঞ ও বিশ্বস্ত শ্রমিকের যে-সব শ্রমিক একটা জ্ঞানবান্ জাতি, একটা ভবিষ্যদ্দর্শী ঐশ্বরিক দূতের জাতি, একটা ঋষির জাতি, একটা মানুষের মত মানুষের জাতি গড়িয়া তুলিবেন। আমরা মনে করি, ফসল তুলিতে এখনও পাঁচমাসের অধিক দেরী আছে; কিন্তু আমরা যদি একটি বার চোখ তুলিয়া তাকাইতাম তবে বুঝিতে পারিতাম, আর পাঁচ সপ্তাহ অপেক্ষা করিবারও প্রয়োজন নাই—মাঠগুলি ইতোমধ্যেই শস্যে সাদা হইয়া উঠিয়াছে। যেখানে জানিবার ইচ্ছা প্রচুর সেখানে স্বাভাবিকভাবেই অনেক যুক্তি-তর্ক, অনেক লেখা, অনেক মতামত দেখা দিবে; কারণ ভাল মানুষের মধ্যে বিবিধপ্রকারের মতামত গড়িয়া ওঠার অর্থ হইল জ্ঞানেরই গড়িয়া ওঠা। এই নগরীতে ভগবান্ জ্ঞানলাভের জন্য এবং সব কিছু বুঝিবার জন্য যে সাগ্রহ এবং সোৎসাহ পিপাসা জাগাইয়া তুলিয়াছেন দলাদলি ও মতানৈক্যের কল্পিত আশঙ্কায় তাহারই প্রতি আমরা অত্যন্ত অবিচার করিতেছি। যে ব্যাপারের জন্য কেহ কেহ শোক প্রকাশ করিতেছেন আমাদের বরঞ্চ তাহার জন্য আনন্দ প্রকাশই করা উচিত। মানুষের মধ্যে এই যে পবিত্রভাবপূর্ণ একটা অগ্রসরণের মনোবৃত্তি দেখা দিয়াছে, আমাদের ত বরঞ্চ ইহারই প্রশংসা করা উচিত। ধর্মের চিন্তা-ভাবনা সবই একদল লোক ভ্রান্তিবশতঃ অপরের উপরে ছাড়িয়া দিয়া বসিয়াছিল; সেই চিন্তা-ভাবনা পুনরায় যদি তাঁহারা নিজেদের হস্তেই গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে ত তাঁহারা প্রশংসনীয় কাজই করিয়াছেন। সামান্য একটু উদার বিচক্ষণতা, সামান্য একটু পরস্পর সহনশীলতা, আর কয়েক বিন্দু সদয়প্রীতি—ইহাই জয়ী হইয়া উঠিতে পারিত আমাদের সকল পরিশ্রমের উপরে—জয়ী হইত আমাদের সেইসব পরিশ্রমের উপরে আমরা যতরকমের পরিশ্রম করিতেছি সকলে মিলিয়া মিশিয়া ভ্রাতৃভাবে বদ্ধ হইয়া সম্মিলিতভাবে সত্যের সন্ধানের জন্য। ইহার সবই সম্ভব হইত যদি আমরা পুরোহিত-তন্ত্রের এই অবাঞ্ছিত প্রথা ত্যাগ করিতে পারিতাম—যে প্রথা মানুষের মুক্ত বিবেককে, মানুষের খ্রীষ্টানজনোচিত স্বাধীনতাকে কেবলই

ঠাসিয়া পুরিতে চায় কতকগুলি বিধি-বিধান এবং উপদেশ-বাণীর মধ্যে। আমাদের মধ্যে যদি কোনও একজন বিরাট্ যোগ্য বিদেশী ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইতেন, তিনি যদি একটি জাতির ধাতু-প্রকৃতিকে বুঝিয়া লইতে বিচক্ষণ হইতেন, আমাদের জাতির যত উচ্চ আশা এবং উচ্চ লক্ষ্য—সত্য ও স্বাধীনতার সন্ধানে আমাদের প্রসারিত চিন্তা ও যুক্তির শ্রমশীল তৎপরতা—এই সব লক্ষ্য করিয়া এই জাতিকে কি করিয়া শাসন করিতে হয় ইহা যদি তিনি ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেন তবে আমি নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলিতে পারি, তিনি আমাদের জাতির সম্বন্ধে ঠিক তেমন করিয়াই কথা বলিতেন যেমন করিয়া রোম্যান্‌গণের নিয়মানুগতা এবং সাহসের তারিফ করিয়া পিরাস্ (Pyrrhus) উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন,*—'এইরূপ যদি আমার সব সৈন্য হইত তবে একটি চার্চকে বা একটি রাজ্যকে সুখী করিয়া তুলিবার সর্বোচ্চ পরিকল্পনার কোন প্রচেষ্টাতেই আমি কখনও নিরাশ হইতাম না।' কিন্তু এই জাতীয় সব লোককেই আমরা চিৎকার দিয়া বিভেদসৃষ্টিকারী দলসৃষ্টিকারী বলিয়া অভিহিত করিতেছি। ইহা দেখিয়া আমার একটি কথা মনে হইতেছে। যখন আমাদের প্রভুর মন্দির নির্মিত হইতেছিল, মন্দির-নির্মাণের জন্য কেহ কেহ মর্মর-প্রস্তর কাটিতেছিল, কেহ কেহ সেইগুলিকে চৌকা করিতেছিল, অপরে দেবদারু কাঠগুলি কোপাইয়া কাটিতেছিল। তখন যেন সেখানে জ্ঞান-যুক্তিহীন একরকমের একটি লোক ছিল, সে মোটে ভাবিয়াই আনিতে পারিতেছিল না যে ভগবানের মন্দির গড়িয়া তুলিতে হইলে পাথরগুলিতে এবং কাঠে এত কাটাকাটি ভাগাভাগি করিয়া লইতে হইবে। প্রত্যেকটি পাথর যখন কলানৈপুণ্যে একসঙ্গে গ্রথিত হয় তখনও তাহাদিগকে একটা সম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্নতার মধ্যে এক করিয়া লওয়া যায় না; জগতে শুধু পরস্পর সান্নিধ্য এবং সংযোগেরই সম্ভাবনা। সৌধের সকল পাথরখণ্ডই দেখিতে ঠিক একরকম হইবে ইহাও সম্ভব নয়; তাহাত নয়ই,—বরং আমরা সুসম্পূর্ণতা তাহাকেই বলিব যেখানে নাতিপ্রধান বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে, দেখা দিয়াছে সৌহার্দপূর্ণ এমন অনেক অনৈক্য যাহার মধ্যে কোনও বৃহৎ অসামঞ্জস্য নাই; পরন্তু এই সকল বৈচিত্র্য ও অনৈক্য জুড়িয়াই জাগিয়া উঠিয়াছে একটা লাবণ্যময় সুষমা—যে সুষমা সমস্ত

* কথিত হয়, রোম্যান্‌দের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধের পরে (২৮০-২৭৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) পিরাস্ উচ্চে ঘোষণা করিয়াছিলেন,—'রোম্যান্ সৈন্যবাহিনী পাইলে সমগ্র পৃথিবীর সাম্রাজ্য ছিনাইয়া লওয়া কত সহজ হইত; সে সাম্রাজ্য হইত রোম্যান্‌গণের, আমি হইতাম তাহার রাজা।'

রূপে ও কাঠামোকে মহিমান্বিত করিয়া দিয়াছে। সুতরাং, আমরা যখন বিরাট্ সংস্কারের আশা করিতেছি, তখন আমাদের আরও সুবিবেচক নির্মাতা হইতে, অধ্যাত্মতাক্ষর্ষে আরও প্রাজ্ঞ হইতে চেষ্টা করিতে হইবে।

আমার মনে হয়, এমন একটি সময় এখন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যখন সেই মহান্ ঈশ্বরপ্রেরিত দূত মোজেস স্বর্গে বসিয়া দেখিয়া সুখী হইবেন যে তাঁহার স্মরণীয় গৌরবময় ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে; আমাদের ভিতরকার শুধু সত্তর জন জ্ঞানবৃদ্ধই নহেন, স্বর্গীয় প্রভু ঈশ্বরের সকল লোকই ভগবদ্-দূতরূপে দেখা দিয়াছেন। সংসারে কিছু লোক আছেন, তাঁহারা হয়ত ভালই; কিন্তু জোশুয়া যেমন তাঁহার সদ্‌গুণে তরুণ ছিলেন, তাঁহারাও সম্ভবতঃ ভাবে তেমনই তরুণ; সেই সব লোক হয়ত এই সব ভগবদ্-দূতগণের প্রতি ঈর্ষান্বিত। ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কোনও কারণ নাই। এই সব লোক ছট্‌ফট করিয়া উঠিতেছেন, নিজেদের দুর্বলতায়ই তাঁহারা যন্ত্রণা অনুভব করিতেছেন; তাঁহারা ভাবিতেছেন, বৈচিত্র্যের নামে এই সব ভাগ-বিভাগই আমাদিগকে শেষ করিয়া দিবে। প্রতিপক্ষীয়েরা এই বলিয়া উল্লসিত হইতেছেন যে, এই সব ভগবদ্-দূতেরা যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল এবং ভাগে নিজদিগকে বহুশাখায় বিস্তারিত করিয়া দিবে তখন তাঁহাদের শুভমুহূর্ত উপস্থিত হইবে। মূর্খ! সে দেখে নাই, আমরা বহুশাখায় বাড়িয়া উঠিলেও কোন্ এক দৃঢ় মূল হইতে আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। সে কিছুতেই সাবধান হইয়া উঠিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে না দেখে যে আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাহিনীতে বিভক্ত সৈন্যগণ তাহার দুর্বলভাবে মিলিত সৈন্যবাহিনীকে প্রত্যেক কোণ হইতে কিরূপভাবে পর্যুদস্ত করিয়া দিতেছে। এই জাতীয় সব লোকেরা একদিন বুঝিতে পারিবে, তাহারা যাহাকে দল ও বিভেদ মনে করিতেছে সেই সবের সাহায্যেই আমরা বর্তমান অবস্থা হইতে কত মহত্তর অবস্থা আশা করিতেছি। তাহারা আরও বুঝিবে, বিরক্তিকর ভীরু কতকগুলি দুর্বল সীমাবদ্ধ অনুরোধ লইয়া আমাদিগকে তাহাদের দ্বারস্থ হইতে হইবে না· বরঞ্চ আমরা আমাদের এই সব বিভেদ লইয়া ঈর্ষাপূর্ণ আনন্দে মত্ত প্রতিপক্ষীয়গণের প্রতি শেষ পর্যন্ত যে অবজ্ঞার হাসিই হাসিতে পারিব এ বিষয়ে আমি একেবারে দৃঢ়নিশ্চিত।

প্রথমতঃ আপনারা একটি নগরীর কথা মনে করুন। সে নগরী যেন অবরুদ্ধ—চারিদিক্ হইতে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলা হইয়াছে, তাহার নৌ-চলাচলের নদী উপদ্রুত, বহিরাক্রমণ ও বহিরুপপ্লব চারিদিক্ হইতে তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, বার বার গুজব রটিয়া যাইতেছে যে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ ক্রমেই আগাইয়া আসিতেছে—

প্রায় দেয়ালের কাছে এবং উপকণ্ঠের পরিখাগুলির কাছেও আসিয়া পড়িয়াছে।* কিন্তু মনে ভাবিয়া দেখুন, সেই সময়ে সেই নগরীর লোকগণ—সকলে না হইলেও অধিকাংশ লোক—অন্যান্য সময় অপেক্ষা বেশি করিয়া অধ্যয়নে মনোযোগ দিয়াছেন! যে-সব চরমমূল্যের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির সংস্কার সাধন করিতে হইবে সেই সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে তাঁহারা সম্পূর্ণ ব্যাপৃত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা এ-বিষয়ে বিতর্ক করিতেছেন, যৌক্তিকতা বিচার করিতেছেন, নূতন গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন, নূতন উদ্ভাবনা করিতেছেন, আলাপ-আলোচনা করিতেছেন, এবং সে আলোচনা একটা দুর্লভ শ্রদ্ধার্হ রূপ পরিগ্রহ করিতেছে—আলোচনার বিষয়গুলিও এমন যে ইহা পূর্বে আলোচিত হয় নাই, লিখিতও হয় নাই। এই সকল ঘটনা প্রথমেই সূচনা করে একটা সদিচ্ছার, একটা সন্তোষের—ইহারা সূচনা করে, হে লর্ড-সভার ও লোক-সভার সদস্যগণ, আপনাদের বিচক্ষণ দূরদৃষ্টির উপরে একটা বিশ্বাসের, একটা নিরাপদ শাসনতন্ত্রের উপরে নির্ভরের। এই জিনিসটিই ক্রমে রূপান্তরিত হয় একটা মহৎ বীরত্বে—আর শত্রুর প্রতি দৃঢ়-বদ্ধ ঘৃণায়। শত্রুর প্রতি এই দৃঢ়বদ্ধ ঘৃণা প্রমাণ করিয়া দেয় যে আমাদের মধ্যে মহৎপ্রাণের কোনও অভাব নাই। আমাদের এই মহৎ প্রাণগুলি রোমবাসী বিশেষ একটি মহৎপ্রাণের সমশ্রেণীর। রোম যখন হ্যানিবাল্ কর্তৃক প্রায় অবরুদ্ধ—হ্যানিবাল্ নিজে যখন রোমের মাটিতে দাঁড়ান তখন রোমের একটি মহৎপ্রাণ কিনিয়া লইয়াছিল সেই জমিটিই যে জমির উপরে হ্যানিবাল্ নিজের সৈন্যবাহিনীর তাবু খাটাইয়াছিলেন—তাহাও কিনিয়াছিলেন কোনও সস্তাদরে নয়, উচিত মূল্যে।

দ্বিতীয়তঃ আপনারা লক্ষ্য করুন, আমাদের বর্তমান অবস্থা একটি সুখশান্তিময় সাফল্য ও বিজয়ের প্রাণবন্ত এবং অনন্দোজ্জ্বল পূর্বলক্ষণ। একটি দেহে রক্ত যখন তাজা থাকে, প্রাণ যখন পবিত্র এবং বলিষ্ঠ থাকে—শুধু জীবনীশক্তির দিক্ হইতেই নহে, মনন-সামর্থ্যেও এবং সূক্ষ্ম রসিকতা ও সূক্ষ্মাভিনিবেশের ক্ষেত্রেও—তখন বোঝা যায়, তখন আমাদের দেহের কি চমৎকার অবস্থা, কি সুগঠিত স্বাস্থ্য। ঠিক সেইরূপই একটি সমগ্র জাতির হর্ষোৎফুল্লতা যখন এমন প্রাণচাঞ্চল্যে উদ্দীপিত যে সে জাতি তাহার সেই প্রাণচাঞ্চল্য লইয়া শুধু নিজের স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা রক্ষার জন্যই বদ্ধপরিকর নয়, পরম গুরুত্বপূর্ণ এবং মহিমান্বিত

* মিল্টন এখানে তাঁহার সময়ে (১৬৪২-৪৩) রাজা ও পার্লিয়ামেন্টের দলের মধ্যে বিদ্রোহ ও যুদ্ধ অবলম্বনে লণ্ডননগরীর যে দশা উপস্থিত হইয়াছিল তাহারই সঙ্কেত করিতেছেন।

সমস্যাসমূহ এবং নব নব উন্মেষের ক্ষেত্রেও সেই সানন্দ প্রাণচাঞ্চল্য অকুণ্ঠভাবে নিজেকে কাজে লাগায়—নিজেকে একেবারে ঢালিয়া দেয়,—তখন বুঝিতে হইবে, আমরা কোনও অবনত জাতি নই, আমরা অনিবার্যরূপে মরণের পথে ঠেলিয়া দেওয়া অবক্ষয়ের পথে নুইয়া পড়ি নাই। পরন্তু তখন বুঝিতে হইবে, আমরা এই সব মরণ-যন্ত্রণা অতিক্রম করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই দুর্নীতির জীর্ণ কুঞ্চিত নির্মোক ঝাড়িয়া ফেলিয়াছি, আমরা আবার নবযৌবনে বাড়িয়া উঠিতেছি, সেই নবযৌবন লইয়া প্রবেশ করিতেছি সত্য এবং উন্নয়নকারী সদ্‌গুণসমূহের গৌরবময় পথে। এই পথে চলিয়া আগামী যুগে আমরা বৃহৎ এবং মহৎ হইয়া উঠিব—এইরূপই হইল ভগবদ্‌-বিধান।

আমার মনে হইতেছে, আমি আমার মনসনেত্রে দেখিতে পাইতেছি, একটি মহান্‌ প্রবলপরাক্রান্ত জাতি নিদ্রাভঙ্গের পরে একটি বলিষ্ঠ লোকের ন্যায় তাহার অধৃষ্য কেশগুচ্ছ কম্পিত করিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। মনে হয় এই জাতিকে আমি একটি ঈগল পাখীর সদৃশ দেখিতে পাইতেছি। সেই ঈগল পাখীটি তাহার পুরাতন পালক ঝাড়িয়া ফেলিয়া প্রমত্ত যৌবনে বিবর্ধিত হইতেছে; তাহার যে চক্ষুদুইটিকে কোন আলোকই ধাঁধাইয়া দিতে পারে নাই সেই চক্ষু-দুইটিকে পরিপূর্ণ মধ্যাহ্ন তেজের দিকে আরও প্রখরভাবে স্থাপন করিতেছে। এই ঈগলের দৃষ্টিশক্তি বহুদিন পর্যন্ত অপব্যবহার-দুষ্ট, দিব্যজ্যোতিতে সে আজ সেই দৃষ্টিকে পরিষ্কৃত এবং আশঙ্কামুক্ত করিয়া তুলিতেছে। আর অন্যদিকে দলবদ্ধ ভীরু পাখীগুলির এবং গোধূলির আবছায়াপ্রিয় পাখীগুলির কলরব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। ঈগল যে কি করিতে চাহে তাহা ভাবিয়া এই পাখীগুলি বিস্মিত; তাহাদের ঈর্ষান্বিত বকবকানিতে তাহারা ভবিষ্যৎ বৎসরটির জন্য কেবল দল ও সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের ভবিষ্যদ্‌-বাণী করিতেছে।

আপনারা তাহা হইলে কি করিবেন? এই যে ফুলের ফসলের ন্যায় জ্ঞানের বিকাশ, এই নগরে যে নূতন আলোকের জাগরণ—এখনও প্রত্যহ যে আলোক জাগিয়া উঠিতেছে, তাহা কি আপনারা জোর করিয়া দমন করিয়া দিতে চান? আপনারা কি আমাদের মনের উপরে একটি দুর্ভিক্ষ নামাইয়া আনিবার জন্য মুষ্টিমেয় বিশজন একচেটিয়া পাইকারী ব্যবসায়ীর স্বেচ্ছাচার-তন্ত্র চাপাইয়া দিতে চান? আপনারা কি চান যে তাঁহাদের শস্য মাপিবার পাত্রদ্বারা যাহা মাপা হইয়া আমাদের কাছে না আসিবে তাহার কিছুই আমরা জানিতে না পারি? হে লর্ড-সভার এবং লোক-সভার সদস্যগণ, এ-কথা বিশ্বাস করুন, এই-জাতীয় দমনের জন্য যাঁহারা আপনাদিগকে পরামর্শ দিতেছেন তাঁহারা যে বস্তুতঃ আপনাদের

নিজদিগকেই রুদ্ধ করিবার পরামর্শ দিতেছেন। ইহা কিরূপে তাহা আমি এখনই দেখাইয়া দিব।

লোকের মধ্যে এই যে স্বাধীনভাবে লেখা এবং কথা বলার স্পৃহা দেখা দিয়াছে আপনারা যদি ইহার অব্যবহিত কারণ কি তাহা জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি বলিব, সে কারণ আপনাদের অনুগ্র স্বাধীন মানবপ্রীতিপূর্ণ শাসন-ব্যবস্থা, ইহা অপেক্ষা সত্যতর কারণ আর কিছুই নাই। হে সদস্য মহোদয়গণ, আপনারা আপনাদের বীর্যবান্ এবং সুখাবহ সদ্‌বোধের দ্বারা আমাদের জন্য যে স্বাধীনতা ক্রয় করিয়াছেন, সেই স্বাধীনতাই ইহার অব্যবহিত কারণ। এই স্বাধীনতাবোধই একটা দিব্য প্রভাবের ন্যায় আমাদের আত্মাকে সূক্ষ্ম-পরিশীলিত এবং আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে, ইহাই আমাদিগকে সকল রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দান করিয়াছে, আমাদিগকে প্রসারিত করিয়াছে—আমাদের যে-সকল সংশয়-আশঙ্কা ছিল তাহাও আশাতীতভাবে দূর করিয়া দিয়াছে। আপনারা এখন আবার আমাদিগকে অল্প-কর্মঠ, অল্পজ্ঞ, সত্যান্বেষণের প্রতি কম আগ্রহশীল করিয়া তুলিতে পারেন না; ইহা করিতে হইলে যে-আপনারা আমাদিগকে গড়িয়া তুলিয়াছেন সেই আপনাদের প্রথমে নিজদিগকেই সত্যকার স্বাধীনতায় কম অনুরাগী করিয়া তুলিতে হইবে—স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় কম আগ্রহশীল করিয়া তুলিতে হইবে। আপনারা আমাদিগকে পূর্বে যেরূপ দেখিয়াছিলেন আমরা আবার সেইরূপ অজ্ঞ, পশুপ্রকৃতির, প্রথাবদ্ধ এবং দাসোপম হইয়া উঠিতে পারি; কিন্তু আমাদিগকে সেরূপ করিতে হইলে আপনাদিগকে প্রথমে এমন হইয়া উঠিতে হইবে যাহা আপনারা কিছুতেই হইতে পারেন না। আমাদিগকে পূর্বরূপ করিয়া তুলিতে হইলে যাহাদের হাত হইতে আপনারা আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছেন আপনাদিগকে হইয়া উঠিতে হইবে ঠিক তাহাদের মত অত্যাচারী, স্বেচ্ছাচারী এবং উৎপীড়ক। এখন যে আমাদের হৃদয় আরও প্রশস্ত হইয়া উঠিয়াছে, মহত্তম এবং স্পষ্টতম বস্তুর অন্বেষণে এবং আকাঙ্ক্ষায় আমাদের চেতনা যে আরও দৃঢ় এবং প্রখর হইয়া উঠিয়াছে, ইহা আপনারা আপনাদের যে-সকল সদ্‌গুণ আমাদের নিকটে প্রচারিত করিয়াছেন তাহারই ফল। এখন আর আপনারা তাহা দমন করিতে পারেন না। যদি দমন করিতে হয় তবে তৎপূর্বে আপনাদিগকে একটি বাতিল-করা নিষ্ঠুর আইনকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে—যে আইনের বলে পূর্বকালে পিতৃগণ তাঁহাদের সন্তানগণকে যথেচ্ছভাবে ধ্বংস করিতে পারিতেন।*

* অতি প্রাচীনকালে রোম্যানগণ আইনবলে নিজের সন্তানগণকে কারারুদ্ধ,

আর এইরূপে করিলে কে তখন আপনাদের পক্ষে ঘনিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইবে এবং অপরকে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে উৎসাহিত করিবে? সৈন্যগণের পোষাকের ব্যয়-ভারের জন্য এবং তাহাদিগকে একস্থান হইতে অপরস্থানে পাঠাইবার ব্যয়ভারের জন্য যে করধার্য করা হইয়াছে তাহার বিরুদ্ধে যাহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে, অথবা বাহিরে যত জাহাজ প্রেরণ করা হইতেছে সেই জাহাজের জন্য জনসাধারণের উপরে করধার্য করায় যাহারা বিদ্রোহ করিতেছে সেই সব ব্যক্তি নিশ্চয়ই ঘনিষ্ঠ হইয়া আপনাদের পক্ষে দাঁড়াইবে না।* যদিও নিরাপত্তারক্ষা-ব্যবস্থার আমি নিন্দা করি না, তথাপি যদি শান্তিকে পাই তবে আমি শান্তিকেই বেশি ভালবাসি। আমাকে জানিবার স্বাধীনতা দিন, আমাকে বলিবার স্বাধীনতা দিন,—আমাকে বিবেক অনুসারে—সর্বোপরি স্বাধীনতার নীতি-অনুসারে—যুক্তি প্রদর্শনের সুযোগ দিন।

প্রশ্ন হইবে, যে সকল মতামত অভিনব, অথবা যাহা চিরাচরিত পদ্ধতিতে গ্রহণ করিবার পক্ষে অযোগ্য এই সব মতামত দমন করাও যদি এত হানিকর এবং অসঙ্গত মনে হয় তবে এ-ক্ষেত্রে সর্বোত্তম করণীয়ই বা কি? কি তাহা বলিয়া দিবার কাজ আমার নয়; আমি শুধু সম্মানার্হ আপনাদের মধ্যেই একজনের নিকট হইতে যে-কথার শিক্ষা পাইয়াছি তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতে পারি। তিনি লর্ডগণের মধ্যে একজন অতিশয় মহান্ এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। চার্চ এবং সাধারণ-তন্ত্রের জন্য তিনি যদি তাঁহার জীবন এবং সর্বসম্পদ্ বিসর্জন না করিতেন তবে আজ আর এই যুক্তি-বিবেচনার একজন যোগ্য এবং নিঃসন্দিগ্ধ পৃষ্ঠপোষককে হারাইয়া আমাদিগকে বিলাপ করিতে হইত না। আমার নিশ্চিত ধারণা, আপনারা তাঁহাকে জানেন; তথাপি তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য সেই চির-সম্মানার্হ ব্যক্তিটির নাম করিতেছি,—তিনি হইলেন লর্ড ব্রুক্।

বিরুদ্ধ—এমন কি হত্যা করিতে পারিতেন।

*এখানে মিল্টনের মুখ্য বক্তব্য হইল, করভার এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে যাঁহারা তখন মরণপণ করিতেছিলেন এমন কোনও ইংলণ্ডবাসীই শাসকগণের সমর্থন করিবেন না। প্রসঙ্গক্রমে মিল্টন ইংলণ্ডবাসিগণের উপরে তৎকালে অবাঞ্ছিত করভার স্থাপনের দুইটি প্রধান দৃষ্টান্ত দিতেছেন। সৈন্যগণের পোষাকের ব্যয়ের জন্য এবং তাহাদিগকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে প্রেরণের জন্য জনসাধারণের উপরে কর ধার্য করা হইয়াছিল; ১৬৭১ খৃষ্টাব্দে ইহার বিরুদ্ধে পার্লিয়ামেণ্টে আবেদন জানান হয়। ১০০৭ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি ডেনবাসীদের প্রতিরোধ করিবার জন্য যে জাহাজ পাঠান হয় তাহার জন্য সর্বপ্রথমে জাহাজ-শুল্কের বিধান চালু করা হয়। প্রথম চার্লস্ ১৬৩৪-৩৬ খৃষ্টাব্দে যখন এই করের পুনঃপ্রবর্তন করেন তখন তীব্র প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল।

পুরোহিত-তন্ত্র সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন* এবং সেই প্রসঙ্গে দলাদলি এবং মতবিরোধ সম্বন্ধেও তিনি যে সব কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহাতেই তিনি আপনাদের নিকট তাঁহার সুস্পষ্ট 'ভোট' বা অভিমত রাখিয়া গিয়াছেন। ইহাকে ভোট না বলিয়া মৃত্যুকালে তিনি যে দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন তাহারই শেষ বাণী বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। আমি জানি এই বাণী চিরকাল আপনাদের নিকটে প্রিয় এবং শ্রদ্ধার্হ হইয়া থাকিবে; কারণ, এই বাণী এতই নম্র, এতই সহৃদয়তাপূর্ণ যে শুধুমাত্র একজনের বাণীর পরে ইহা অপেক্ষা স্নিগ্ধতর শান্তিময় বাণী কখন কোথাও পড়িয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না; সে বাণী হইল তাঁহারই শেষ মঙ্গল-সমাচার—যিনি তাঁহার শিষ্যগণের শিরে প্রেম ও শান্তি ঢালিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি (লর্ড ব্রুক্) তাঁহার লেখায় আমাদিগকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন, যাঁহারা পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করেন, যাঁহারা বিবেকের শ্রেষ্ঠপরিচালনাকে মান্য করিয়া ভগবদ্-বিধানের পরিপালনে নিজেদের জীবনকে সার্থক করিয়া তুলিতে চান, তাঁহাদের বাহিরে যতই দুর্নাম হউক, আমরা যেন তাঁহাদের লেখা ধৈর্য ও বিনয় সহকারে শ্রবণ করি; আমাদের মতামতের সহিত তাঁহাদের মতামতের খানিকটা অবনিবনা হইলেও আমরা যেন তাহা সহ্য করি।—এই বইখানি তিনি নিজে পার্লিয়ামেণ্টের নামেই উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন; বইখানি বিশ্বজনের নিকটে প্রকাশিত হইলে বইখানিই বিশদভাবে বলিয়া দিবে, এই বইয়ের লেখকের জীবন এবং মরণ উভয়ই শ্রদ্ধার্হ; এমনই শ্রদ্ধার্হ যে তিনি এই গ্রন্থে যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহা কখনই না পড়িয়া ফেলিয়া রাখিয়া দেওয়া উচিত হইবে না।

আমরা একটি বিশেষ কালে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। বিশেষ কাল হইল একটি বিশেষ অধিকারের কাল, যে সব বিষয় আমাদের মনকে বিশেষভাবে ভাবাইয়া তুলিতেছে সেই সব বিষয়ে লিখিতে ও বলিতে পারার বিশেষ অধিকার। দুই বিপরীত দিকে দুইটি মুখ রহিয়াছে জেনাস্ (Janus) দেবতার, সেই দেবতার মন্দিরের দুইদিকের দ্বার এখন খুলিয়া দেওয়া যাইতে পারে, গভীর

* রবার্ট গ্রেভিল (Robert Grevil) বা লর্ড ব্রুক্ (Lord Brook) মিল্টনের সময়কার পিয়ারগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধর্মপ্রাণ এবং কঠোর নীতিপরায়ণ ছিলেন। ১৬৪১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি A Discourse Opening the Nature of Episcopacy নামে একখানি পুস্তিকা রচনা করেন, মিল্টন এখানে সেই বইয়েরই প্রশংসা করিতেছেন। পার্লিয়ামেণ্টদলের সৈন্য পরিচালনা করিয়া তিনি ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে নিহত হন।

তাৎপর্য দেখা দিবে সেই দ্বার খোলায়।* অন্যোপদেশের সকল বাতাসকেই পৃথিবীর বুকে স্বচ্ছন্দে খেলিয়া বেড়াইবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে সত্যও আসিয়া মুক্ত ক্ষেত্রে দেখা দিতে পারে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাহার শক্তিতে অবিশ্বাস করিয়া অনুজ্ঞাপত্র-দানের দ্বারা এবং নানা প্রকার নিষেধাজ্ঞা দ্বারা আমরা সত্যের দেহে অন্যায়েই হানিতেছি। সত্য এবং মিথ্যা প্রকাশ্যে হাতাহাতি লড়াই করুক; কে কখন এমন কথা শুনিয়াছে যে খোলাখুলি এবং সরাসরি সংগ্রামে সত্য কোন দিন বিপর্যস্ত হইয়াছে? সত্যের দ্বারা খণ্ডন করিতে পারাই হইল সংহত করিয়া রাখার শ্রেষ্ঠ এবং নিশ্চিততম উপায়। আলোক এবং স্বচ্ছতর জ্ঞান আমাদের মধ্যে নামিয়া আসুক এই বলিয়া দিকে দিকে যে প্রার্থনা জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা যাঁহার কর্ণে পৌঁছিয়াছে তাঁহার নিকটে সত্যের অপর বহিরঙ্গ বিষয়গুলি (অর্থাৎ রীতি-নীতি স্বরূপ সত্যের বহিরঙ্গ দিকগুলি) কিছুতেই যথাযথ এবং যথেষ্ট বলিয়া মনে হয় না; এগুলিত তৈয়ারী করিয়া বহন করিয়া আমাদের হাতে দেওয়া হইয়াছে। তথাপি জানি, এমন লোক থাকিতে পারেন, প্রার্থিত আলোক যখন আমাদের উপরে তাহার প্রভা বিস্তার করে, তখন সে আলোক যদি তাঁহার বাতায়নের পর্দায় প্রথম আসিয়া না পৌঁছায় তবে তিনি ঈর্ষান্বিত হইয়া এই আলোকের বিরোধিতা করিতে পারেন। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা যখন বার বার করিয়া আমাদিগকে এই নির্দেশ দিয়া গিয়াছেন, "গুপ্তধন অনুসন্ধানের জন্য যেমন, প্রজ্ঞার অনুসন্ধানের জনাও তেমন" পরিশ্রম করিতে হইবে—সে পরিশ্রম করিতে হইবে প্রথম জীবনেও—পরের জীবনেও, তখন যদি অন্য একটি আদেশ আসিয়া আমাদের উপরে হুকুম জারি করে যে সংবিধানের মারফতে যাহা জানা যায় তাহার অধিক কিছু জানিও না, তখন ইহাকে একটা ষড়যন্ত্র ব্যতীত আর কি আখ্যা দিব? জ্ঞানের গভীর খনির মধ্যে একজন মনুষ্য যখন কঠোরতম পরিশ্রম করিতেছে, সে যেখানে যাহা কিছু দেখিয়াছে বুঝিয়াছে সকলই সবিস্তার সাজসজ্জায় বাহিরে বিবৃত করিতেছে, তাহার বুদ্ধি-বিবেচনাকে সে এমনভাবে কোষমুক্ত করিয়া তুলিয়াছে যেন সে সংগ্রামলিপ্ত, তাহার পথের সকল বাধা-বিপত্তিকে সে ছিন্নভিন্ন করিয়া পরাজিত করিয়া দিয়াছে, সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে সমতল-ক্ষেত্রে ডাকিয়া আনিতেছে প্রতিদ্বন্দ্বীর খুশীমতই তাহাকে

*জেনাস্ হইলেন প্রাচীন ইটালির দ্বাররক্ষাকারী দ্বিমুখ দেবতা, সংগ্রাম ও শান্তি এই দুই দিকে হইল তাঁহার দুই মুখ। যুদ্ধের আরম্ভে তাঁহার মন্দিরের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হয়, আবার শান্তির সময় তাঁহার দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এখানে মিল্টন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে সংগ্রামের কথাই বলিতেছেন।

আলো-হাওয়া লাভের সুযোগ দিতেছে,—সব জিনিসই সে করিতেছে এই উদ্দেশ্য লইয়া যাহাতে যুক্তি-তর্কের সাহায্যেই বিষয়টির পরীক্ষা হইতে পারে: এই অবস্থায় তাহার শত্রুদের যদি দেখা যায় তাহারা গুপ্তসংবাদ সংগ্রহের জন্য ঘুর ঘুর করিয়া বেড়াইতেছে, অতর্কিত আক্রমণের জন্য ওত পাতিয়া আত্মগোপন করিয়া আছে, বিদ্রোহী যে পথ দিয়া চলিতে পারে সেই পথে অনুজ্ঞাপত্র-দানের একটি সঙ্কীর্ণ সেতু রাখিয়া দিতেছে, তবে ইহাকে কি বলিব, ইহা সৈনিকবৃত্তিতে যথেষ্ট বীরত্বের কার্য বলিয়া স্বীকৃত হইলেও আমি বলিব, সত্যের সংগ্রামে ইহা দুর্বলতা এবং কাপুরুষতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কে না জানে, সর্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের পরে সত্যই হইল বলবান্? সত্যের কোন কূটনীতি বা চালবাজির প্রয়োজন নাই, কোনও ফন্দি-ফিকিরের প্রয়োজন নাই, তাহাকে বিজয়ী করিয়া তুলিতে অনুজ্ঞাপত্র-দানের বিধানেরও প্রয়োজন নাই। এই সকল অপকৌশল এবং প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা শুধু মিথ্যাই আশ্রয় করে সত্যের শক্তির বিরুদ্ধে। সত্যের জন্য প্রশস্ত কক্ষ দিন, সে যখন ঘুমায় তখন তাহাকে বাঁধিবার চেষ্টা করিবেন না, কারণ তাহা হইলে সে কখনও সত্য কথা বলে না। সত্য কখনও বৃদ্ধ প্রোটেউস্-এর (Proteus) মত নয়—যে কেবল ধৃত হইয়া বন্দী হইলেই ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারিত।* সে রকম অবস্থায় সত্য তাহার স্বরূপ ব্যতীত আর সকল বেশেই রূপান্তরিত হইতে থাকে। শুধু তাহাই নয়, সত্য তখন সম্ভবতঃ কালের অনুসারেই তাহার কণ্ঠে সুর সংযোজনা করিতে থাকে—যেমন করিত রাজা আহ্যাব-এর (Ahab) সামনে মাইক্যাহ্ † (Micaiah)। শেষ পর্যন্ত ভর্ৎসনা অনুরোধের দ্বারা সত্যকে পুনরায় তাহার নিজের বেশে ফিরাইয়া না আনা পর্যন্ত সম্ভবতঃ সে এইরূপই করিতে থাকে। কিন্তু সত্যের এক বেশ ব্যতীত আরও অন্য বেশ থাকা অসম্ভব নয় কি? এই যে কতকগুলি আজেবাজে জিনিসের ক্ষেত্রে আমরা বলি যে, সত্য এ-পক্ষেও থাকিতে পারে, ও-পক্ষেও থাকিতে পারে,—সে ক্ষেত্রে সত্য আর সত্য নাই—এ-কথা ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে? তাহা হইলে হস্তলিখিত যে বিধানগুলিকে পেরেক ঠুকিয়া ক্রুশের গায়ে লাগাইয়া

* মিল্টন তাঁহার Paradise Lost এবং Comus-এ এই বৃদ্ধ প্রোটেউস্-এর উল্লেখ করিয়াছেন। কিংবদন্তীমতে এই বৃদ্ধ ছিলেন ক্রীট এবং রুহোডেস্ দ্বীপের মধ্যবর্তী কারপ্যাথস্ দ্বীপের একটি ভবিষ্যদ্বক্তা সামুদ্রিক বৃদ্ধ।

† মাইক্যাহ্-কে রাজার নিকটে ডাকিয়া আনিবার সময় অনুচরেরা গিয়া বলিত, 'স্বর্গীয় দূতেরা এই কথা বলিয়াছেন, রাজার নিকটে আপনাকেও সেই কথাই বলিতে হইবে।' মাইক্যাহ্-ও রাজার কাছে আসিয়া সেই ভবিষ্যদ্বাণীই করিত; কিন্তু শেষে দেখা যাইত, কিছুই মেলে নাই।

দেওয়া হইয়াছিল* সেইগুলিকে বন্দ করিয়া দেওয়াও লোক-দেখানো একটি বৃহৎ ভাঁওতা ছাড়া আর কি? সেন্ট-পল বার বার করিয়া যেই খৃষ্টান স্বাধীনতার গর্ব করিয়াছেন মূল্য দিয়া সেই স্বাধীনতা লাভেই বা আমাদের কি তেমন একটা বড় কাজ হইয়াছে?—তাঁহার (পলের) নীতি ছিল এই, একজন লোক আহার করুক অথবা অনাহারী থাকুক, একটি বিশেষ দিবস পালন করুক বা না করুক, উভয়ভাবেই সে পরমপ্রভুর প্রীতি সাধন করিতে পারে। খানিকটা খানিকটা অমিল থাকা সত্ত্বেও কত জিনিসকেই ত আমরা শান্তিতে সহ্য করিতে এবং বিবেকের সাহায্যে গ্রহণ করিতে পারিতাম—শুধু যদি আমাদের একটু সহিষ্ণুতা ও সহৃদয়তা থাকিত, শুধু যদি আমরা কেবলই পরস্পর পরস্পরকে বিচার করিতে গিয়া ভণ্ডামিকেই প্রধান এবং সুদৃঢ় আশ্রয় না করিয়া ভুলিতাম। আমার ভয় হয়, বহিরঙ্গ ঐকমত্য ও একানুগত্যের লৌহ-জোয়াল আমাদের স্কন্ধে এখনও দাসত্বের দাগ কাটিয়া রাখিয়া দিয়াছে; একটা পাতলা রেশমী শোভনতার ভূত এখনও আমাদিগকে তাড়া করিতেছে। এক বস্তুর সহিত অপর বস্তুর যে দৃশ্যমান যোগাযোগ রহিয়াছে তাহা বিন্দুমাত্র বিভক্ত হইয়া গেলেই আমরা থতমত খাই—অসহিষ্ণু হইয়া পড়ি; অথচ এই ভেদ হয়ত এমন কিছুই মৌলিক ভেদ নহে। অধিকন্তু আবার দেখিতেছি, দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ সত্যকে আরও বেশি করিয়া দাবাইয়া রাখিবার জন্যই রহিয়াছে আমাদের অগ্রবর্তী কর্ম-তৎপরতা, আর প্রথার দৃঢ়মুষ্টি হইতে সেই শৃঙ্খলিত সত্যকে পুনরুদ্ধার করিবার বেলারই দেখা যাইতেছে পশ্চাদ্‌গামিতা; এই জন্যেই আমরা এক সত্যকে (মুক্ত সত্যকে) অপর সত্য হইতে (শৃঙ্খলিত সত্য হইতে) পৃথক করিয়া রাখিবার কোনও প্রয়াসই করি না; ইহাতেই দেখা দেয় সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ফাটল—সর্বাপেক্ষা বড় অনৈক্য। আমরা এ-জিনিসটি লক্ষ্য করি না যে আমরা যখন সর্বপ্রকারে একটা কঠোর বাহ্যিক অনুষ্ঠানিকতার আড়ম্বর করিতেছি তখন হয়ত অতিদ্রুত একটি স্থূল ঐকমত্য এবং বনিবনার মূর্খতায় আপতিত হইতেছি। আমাদের এই বনিবনার মূর্খতা হইল একটা কঠিন নিষ্প্রাণ জমাটবাঁধা বস্তুর মত, সেখানে 'কাঠ খড় মূল' সব একসঙ্গে ঠাসিয়া বরফের ন্যায় জমাট বাঁধান হইয়াছে। চার্চের একটা আকস্মিক অবনতি ঘটাইতে এই জিনিসটিই কিন্তু মতবিরোধের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেদ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী। আমি এমন কথা বলিতেছি না যে প্রত্যেকটি ছোটখাট মতবিরোধ এবং ভাগাভাগিকেই আমি ভাল মনে করি; আবার চার্চের সব জিনিসই

* Colossian (ii-14)-এ বর্ণিত আছে।

'সোনা রূপা জহর' হইবে ইহাও আশা করা যায় না; বাজে ঘাস হইতে গম বাছিয়া লওয়া, অন্যান্য পাঁচরকমের ভাজা হইতে ভাল মাছ বাছিয়া লওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়; মর্ত্য সকলের ঊর্ধ্বে স্বর্গদূতগণের উপরেই একাজের ভার অর্পণ করিতে হইবে। সব লোকই একেবারে একমনের হইবে এ-কথা কে আশা করিতে পারে? সব লোক যদি একমনের না হয় সে-ক্ষেত্রে সকলকেই-একমন হইবার জন্য বাধ্য না করিয়া অনেককেই সহ্য করা উচিত—এই নীতিই নিঃসন্দেহে অধিক মঙ্গলপ্রদ, ইহাই বিজ্ঞতর কাজ, ইহাই সর্বাধিকভাবে খ্রীষ্টানগণের গ্রহণীয় নীতি। আমি পোপধর্মকে সহ্য করিবার কথা বলিতেছি না, প্রকাশ্য কুসংস্কারকে সহ্য করিবার কথাও বলিতেছি না; এগুলি সকল ধর্ম এবং ব্যক্তি-মহিমাকেই ধ্বংস করে বলিয়া এগুলির নিজেদেরই সমূলে বিনষ্ট হওয়া উচিত। তবে প্রথমেই দেখিতে হইবে, যাহারা দুর্বল এবং বিপথে চালিত তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সর্বপ্রকারের সদয় এবং সহানুভূতিপূর্ণ উপায়ই যাহাতে ব্যবহৃত হয়। যে-জিনিসটি একেবারেই অধর্মোচিত অথবা বিশ্বাস বা নীতিবোধের দিক্ হইতে সম্পূর্ণরূপেই পাপ, তাহাকে কোন আইনই বরদাস্ত করিতে পারে না, যদি না অবশ্য সে আইন নিজেকেই বে-আইন না করিতে চায়। কিন্তু এই সব ছাড়া, প্রতিবেশিগণের মধ্যে যেমন পার্থক্য থাকে, আমাদের মধ্যেও সেই-জাতীয় যে-সব পার্থক্য থাকে—সেগুলি ঠিক পার্থক্যও নয়—উদাসীন থাকা চলে এমন কতকগুলি মতভেদ, আমি সেইগুলির সম্বন্ধেই কথা বলিতেছি। এ-জাতীয় পার্থক্য বা মতভেদ ধর্মতত্ত্বের দিক্ হইতেও থাকিতে পারে, আবার নিয়ম-শৃঙ্খলার দিক্ হইতেও থাকিতে পারে। এই-জাতীয় পার্থক্য বা ছোটখাট ভেদ আমাদের মধ্যে অনেকগুলি থাকিলেও আমরা যদি আমাদের ভিতরকার একটা 'শান্তির বন্ধন'কে দৃঢ় করিয়া অনুভব করিতে পারিতাম তবে এগুলি আমাদের 'আত্মিক ঐক্য'কে ব্যাহত করিতে পারিত না। ইতোমধ্যে কেহ যদি কিছু লেখেন, আমরা যে সংস্কার-আন্দোলনের জন্য চেষ্টা করিতেছি সেই মন্থরগামী সংস্কার-আন্দোলনের গতিবৃদ্ধির জন্য সাহায্য করিতে তিনি যদি তাঁহার হাত বাড়াইয়া দেন, সত্য যদি অপর কাহারও কাছে আত্ম-প্রকাশ করিবার পূর্বে তাঁহার নিকটেই আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে, অন্ততঃ যদি মনে হয়, সত্য তাহার বাণী তাঁহার নিকটেই উদ্‌ঘাটিত করিতেছে—কেন সেই-জাতীয় একজন মানুষকে আমরা অযথা হয়রানি করিব তাঁহার অমন সাধুকার্যের জন্য অনুজ্ঞাপত্র-গ্রহণের ফতোয়া দিয়া? কে আমাদিগকে খ্রীষ্টসঙ্ঘ হইতে এমন করিয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছে যে আমরা এইরূপ করিতে অগ্রসর হইব? কেন আমরা তখন এ-কথা ভাবিয়া দেখিব না যে, এই

অনুজ্ঞাপত্রের দ্বারা যদি কোন কিছু নিষিদ্ধই হইয়া যায় তবে আর অন্য কিছুরই নিষিদ্ধ হইয়া যাইবার ততখানি সম্ভাবনা নাই, যতখানি সম্ভাবনা সত্যেরই নিষিদ্ধ হইয়া যাইবার। আমাদের আরও স্মরণ রাখিতে হইবে, অনেক মহৎ ব্যক্তির অবয়বও আমাদের কাছে যেমন হীন এবং ঘৃণ্য বলিয়া মনে হইতে পারে, তেমনই পূর্বসংস্কার ও রীতিপ্রথাদ্বারা ঝাপ্‌সা এবং অস্পষ্ট আমাদের দৃষ্টির সামনে সত্যের প্রথম আবির্ভাব বহু মিথ্যা-ভ্রান্তির আবির্ভাব অপেক্ষা বেশি কদাকার এবং অপ্রীতিকর মনে হইতে পারে। আর, অনেকে আবার আমাদের কাছে অভিনব মতামতের বিরুদ্ধে কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহারা নিজেরা যে একটি মত প্রকাশ করিতেছেন যে, তাঁহারা যাঁহাদের পছন্দ করেন না এমন কোন ব্যক্তির কথা মোটে শোনাই উচিত নয়—এই মতটি যে একেবারে সকল মত হইতেই অভিনব এবং অধম। তবে তাঁহারা বৃথা কেন অন্য নূতন মতের বিরুদ্ধে বলিতে আসেন? চারিদিকে যে এত দল-উপদল এবং মতবিরোধ দেখা দিয়াছে তাঁহাদের এই মতটিই হইল তাহার সর্বপ্রধান কারণ। তাঁহাদের এই মতের জন্যই সত্যকার জ্ঞান আমাদের নিকট হইতে এত দূরে সরিয়া রহিয়াছে।

ইহা ছাড়া ইহার মধ্যে আরও একটি বৃহত্তর বিপদের কথা রহিয়াছে। এ-কথা একেবারে মিথ্যা নয় যে, একটি সার্বজনীন সংস্কারের জন্য ভগবান্ যখন প্রবল অথচ মঙ্গলময় আলোড়নের দ্বারা একটি সমগ্র রাজ্য কম্পিত করিয়া তোলেন, তখন মানুষকে বিপথে প্রলুব্ধ করিবার জন্য অনেক সাম্প্রদায়িকতাবাদী এবং ভুয়া উপদেষ্টা প্রচারক সর্বাধিক কর্মঠ হইয়া ওঠেন। তৎসত্ত্বেও আর একটি বৃহত্তর সত্য হইল এই যে, ভগবান তখন তাঁহার নিজের কাজের জন্য অনন্যসাধারণ পরিশ্রমশীল বিরলশক্তিসম্পন্ন অনেক সব মানুষ জাগাইয়া তুলিতে থাকেন। ইঁহাদিগকে তিনি জাগাইয়া তোলেন শুধু পিছনে তাকাইয়া ইতঃপূর্বে যাহা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল তাহা পুনরুদ্ঘোষিত করিয়া তুলিবার জন্যই নহে,—আরও নূতন কিছু লাভ করিবার জন্য, সত্যের আবিষ্কারের মানসে নূতন আলোকময় পন্থায় আগাইয়া যাইবার জন্য। চার্চকে আলোকিত করিয়া তুলিবার জন্য ইহাই হইল ভগবানের বিধান। তিনি তাঁহার জ্যোতিঃ ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া মুক্ত করেন—বিকীর্ণ করেন—যাহাতে আমাদের মর্ত্য দৃষ্টি তাহাকে গ্রহণ করিতে এবং সহ্য করিতে পারে। ভগবানের এই সব নির্বাচিত বিশেষ লোকগণ কোথায় বসিয়া এবং কোথা হইতে আসিয়া যে লোকের কাছে এই দিব্য আলোকের কথা বলিবেন এ-বিষয়ে ভগবান্‌কে নির্দেশ দিবার বা সীমাবদ্ধ করিয়া দিবার কেহ নাই। মানুষ যেমন করিয়া দেখে তিনি তেমন করিয়া দেখেন না,

মানুষ যেমন করিয়া নির্বাচন করে তিনি তেমন করিয়া নির্বাচন করেন না। তিনি ইহা এই জন্যই করেন না পাছে আমরা নিজেরাই উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যাই স্থান-নির্বাচনে, সম্মেলন-নির্বাচনে, পুরোহিত-নির্বাচনে। আমরা কখনও বিশ্বাস স্থাপন করি বার্ষিক যাজক-সম্মেলনের পুরাতন সভাগৃহের উপরেই, পরক্ষণে বিশ্বাস করি ওয়েস্টমিনস্টারের চ্যাপেলকে (ভজনালয়কে)। কিন্তু সর্বক্ষণ আমাদের মনে রাখা উচিত, মানুষের কাছে যদি সহজভাবে প্রত্যয়জনক না হয় তবে এইসব যাজক-সম্মেলনে যত বিশ্বাস এবং ধর্ম বিধিবদ্ধ করা হয় তাহার কোনটিই মানুষের উন্নতি লাভের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এগুলির সঙ্গে আবার যোগ চাই এমন ধৈর্যশীল শিক্ষা-প্রচারের সহৃদয়তার সঙ্গে, যে শিক্ষাদ্বারা মানুষের বিবেকের উপরকার ন্যূনতম আঘাতচিহ্নকেও কৌশলে দূরীভূত করা যায়, যে শিক্ষা দ্বারা যে-খৃষ্টান চিরাভ্যস্ত পাণ্ডিত্যের পথেই চলিতে না চাহিয়া আত্মিক উন্নতির পথে চলিতে চায় সর্বনিম্নে অবস্থিত এমন একজন খৃষ্টানকেও অধ্যাত্মজীবনে মহৎ করিয়া তোলা যায়। ইহা না হইলে ঐ সব সম্মেলনে যত সংখ্যক কণ্ঠস্বর মিলিত হউক না কেন, তাহার কিছুই মানুষের কোন উন্নতি-সাধনে সমর্থ হইবে না। শুধু যাজকগণের কণ্ঠ-স্বর কেন, ইহার সঙ্গে যদি রাজকণ্ঠও যুক্ত হয়, যদি সপ্তম হেনরী নিজে আসিয়া উপস্থিত হন, তাঁহার সঙ্গে তাঁহার আশপাশের সামন্ত প্রভুগণের যত সমাধি আছে সেখানকার সকলে উঠিয়া আসিয়া মৃতগণও যাজকগণের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিত করেন, তাহাতেও কোন লাভ হইবে না। ভেদবিভেদ-সৃষ্টিকারিগণের মধ্যে যাঁহাদিগকে নেতৃস্থানীয় বলিয়া মনে হয় তাঁহারা যদি ভ্রান্তই হন, আর আমরা যদি শ্লথ-প্রকৃতির না হই, স্বেচ্ছা-সন্তুষ্ট এবং সন্দেহপ্রবণ সন্দিহান ব্যক্তি না হই, তবে আর আমাদের শান্তভাব ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে সভা-সমিতি করিতে দিতে এবং সেখানে মনের কথা প্রকাশ করিতে দিতে বাধা কি? তাঁহাদের স্বার্থের খাতিরে না হউক, আমাদের নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই আমরা উদারচিত্ত লইয়া বার বার তাঁহাদের কথা শুনি না কেন, এবং শুনিয়া বিচার-বিতর্কের দ্বারা বিষয়টিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখি না কেন? জগতে অনেক লোক আছেন যাঁহারা কতকগুলি প্রাণহীন নীরস পদার্থ লাভ করিয়াই সন্তুষ্ট নন, তাঁহারা জগতে নূতন নূতন পরিস্থিতি সংঘটিত এবং পরিচালিত করিতে পারেন। এই-জাতীয় লোকের নিকট হইতে যে বিবিধপ্রকারে লাভের সম্ভাবনা আছে এ-কথা জ্ঞানাস্বাদে অভিজ্ঞ কোন লোকই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এই কথাই যখন সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি তখন বিরোধিমতাবলম্বীদের কথা সশ্রদ্ধভাবে শুনিতে এবং অনুধাবন করিতে আপত্তি কি? তাঁহারা যদি পায়ের ধুলো বা ছাইভস্ম হন,

তথাপি যে-পর্যন্ত আমাদের এই ধারণা আছে যে ই'হারা সত্যের বর্মাদি মার্জিত করিয়া উজ্জ্বল করিবার কাজে লাগিতে পারেন, ততক্ষণ তাহাদের সেই মহনীয় উপযোগিতার দিকে তাকাইয়াও তাঁহাদিগকে একেবারে দূরে সরাইয়া দেওয়া উচিত হইবে না। এমন হইতে পারে যে ভগবান্ এই সকল লোককে প্রচুর মহৎদানের অধিকারী করিয়া এই-সব সময়ের জন্য বিশেষভাবে কোনও কার্য-সাধনে নিযুক্ত করিয়াছেন; ই'হারা হয়ত পুরোহিত বা বকধার্মিকগণের মধ্যের কেহ নন। এইরূপ ক্ষেত্রে আমরা যদি হঠকারী অত্যুৎসাহের ত্বরান্বিততায় তাঁহাদের মধ্যে আর ভাল-মন্দের ভেদ না করি, আমরা যদি সাধারণ অভ্যাসসিদ্ধভাবে তাঁহাদিগকে বুঝিবার পূর্বেই তাঁহাদের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠি, কেবল ভয় করিতে থাকি ই'হারা বুঝি কতকগুলি নূতন ভয়াবহ মতামত লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং সেই ভয়েই যদি তাঁহাদের মুখ বন্ধ করিয়া দিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমাদের দিক হইতেও দুঃখের কথা কিছু কম নহে; কারণ, আমরা যখন মনে করিতেছি যে এইভাবে আমরা মঙ্গল-সমাচারকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছি তখন দেখা যাইবে যে আমরাই নির্যাতনকারী হইয়া উঠিয়াছি।

এই পার্লিয়ামেন্টের আরম্ভের পর হইতে অনেকে অনেক বই লিখিয়াছেন; ইহার মধ্যে প্রেস-বিটারগণের মধ্যেও অনেকে আছেন, আবার অপরাপরও আছেন। ই'হারা বই সম্বন্ধে অনুমোদনরীতির প্রতি ঘৃণাবশতঃ অনুজ্ঞাপত্র ব্যতীতই বই প্রকাশ করিয়া আমাদের বুকের কাছে ভীতির যে তিন পরত বরফ বাঁধা ছিল* তাহা চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন, এবং এইভাবে তাঁহারা মানুষকে দিবালোক দেখিবার শিক্ষা দান করিয়াছেন। যেই বন্ধনকে নিন্দা করিয়া তাঁহারা আমাদের এতখানি সাধুবাদের আস্পদ হইয়া উঠিয়াছেন, আশা করি তাঁহারা কেহই নূতন করিয়া আবার সেই বন্ধনকে আমাদের উপরে চাপাইয়া দিতে প্ররোচনা দান করেন নাই। আমরা জানি, মোজেজ একবার তরুণ জশুয়াকে রাশ টানিয়া সংযত করিয়া দিয়াছিলেন; তরুণ জন যাহা কিছু অননুমোদিত বলিয়া মনে করিতেন তাহাকেই নিষিদ্ধ করিয়া দিতে উদ্যত ছিলেন--আমাদের ত্রাণকর্তা (যিশু) সেই জনের প্রতি নির্দেশ দিয়াছিলেন সমস্ত নিষেধাজ্ঞা বাতিলের জন্য। ইহার কোনটিই যদি আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধগণের নিকটে যথেষ্ট সতর্কবাণী বলিয়া মনে না হয়, ইহাদ্বারাও

* মিল্টন এখানে হোরেস্-এর 'aes triplex' কথাটি অনুকরণ করিয়াই 'triple ice' কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। হোরেস্ বলেন, যে-মানুষ প্রথম সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল সে নিশ্চয়ই তাহার হৃৎপিণ্ডের আশেপাশে ওক্-কাঠ এবং তিন পরত ব্রোঞ্জ বাঁধিয়া লইয়াছিল।

যদি তাঁহারা বুঝিতে না পারেন যে তাঁহাদের এই নিষেধাজ্ঞার খিট্‌খিটে মেজাজ ভগবানের মোটেই মনঃপূত নয়, এই অনুজ্ঞাপত্ররূপ বাধাসৃষ্টিদ্বারা চার্চের মধ্যে যে কত প্লানি পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে তাহাও যদি তাঁহাদের স্মরণপথে না আসে, অপরপক্ষে এই অনুজ্ঞাপত্র-দানের বিধি লঙ্ঘন করিয়া তাঁহারা যে কি মঙ্গল সাধন করিতেছেন—ইহার কোনটাই যদি তাঁহাদের সম্যক্ বোধের পক্ষে যথেষ্ট না হয়, অধিকন্তু ধর্মীয় তদন্ত-বিচার ব্যাপারে ডোমিনিক সম্প্রদায়ের লোকেরা যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তজ্জাতীয় জিনিস যদি আমাদের উপরেও চাপাইবার সঙ্কল্প তাঁহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন, দমননীতি ব্যাপারে তাঁহারা যদি এত তৎপর হইয়া উঠিয়া থাকেন যেন ঘোড়ায় চড়িবার রেকাবের উপরে তাঁহারা এক পা বাড়াইয়া রহিয়াছেন, তবে প্রথমে এই দমনকারীদের দমন করা কোনও অসঙ্গত কাজ হইবে না। এই দমনকারিগণকে অবস্থার অনুকূল পরিবর্তন যতখানি গর্বে স্ফীত করিয়া তুলিয়াছে, কঠোরতর কালের পুরাতন অভিজ্ঞতাগুলি তাঁহাদিগকে ততখানি বিজ্ঞ করিয়া তোলে নাই।

মুদ্রণালয় নিয়ন্ত্রণের জন্য আপনারা নিজেরাই যে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছিলেন তদপেক্ষা সুবিবেচনার পরামর্শ আপনাদিগকে অন্য কেহ দিতে পারে বলিয়া আমার বিশ্বাস হয় না। আপনাদের সেই সুবিবেচনা বর্তমান আদেশের* পূর্বে প্রকাশিত আদেশেই ব্যক্ত হইয়াছে। তাহা এই—"যে পর্যন্ত মুদ্রাকর এবং গ্রন্থকারের নাম—অন্ততঃ মুদ্রাকরের নাম রেজিস্ট্রীকৃত না হয়, সে পর্যন্ত কোনও বই মুদ্রিত হইতে পারিবে না।"—এই বিধিকে মানা না করিয়া অন্যভাবে যে সকল বই প্রকাশিত হয় সে-গুলি যদি অপকারী বা কুৎসাপূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, সে-ক্ষেত্রে সেগুলিকে বাধা দিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী হইবে ঘাতকের অগ্নি। বই সম্পর্কে অনুজ্ঞাপত্র-দানের এই যে বিশুদ্ধ স্পেনীয় নীতি, আমি যদি এ-সম্বন্ধে কিছু বলিতে পারিয়া থাকি তবে দেখিবেন, এই নীতিই অত্যল্পকালের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অননুমোদিত বই বলিয়া প্রমাণিত হইবে। এই নীতি হইল 'স্টার চেম্বার'-এর হুকুমের একটি হুবহু প্রতিচ্ছবি।†—এই 'স্টার চেম্বার'

* অর্থাৎ বই-সম্বন্ধে অনুজ্ঞাপত্র-দান-বিষয়ক ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত আদেশের পূর্ব আদেশে, অর্থাৎ ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত আদেশে। এ-বিষয়ে ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

† স্টার চেম্বার (Star Chamber) সম্বন্ধে ভূমিকা দ্রষ্টব্য। ইহা অত্যাচারী খাম-খেয়ালী কার্যপদ্ধতির জন্য কুখ্যাত। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে ইহাকে রদ করা হয়। সাধারণতঃ বলা হয়, ওয়েস্টমিনস্টারের রাজপ্রসাদের একটি নক্ষত্রখচিত ছাদযুক্ত প্রকোষ্ঠের (Camera Stellata) নাম হইতে ইহার নাম হইয়াছে।

বহু সৎকার্য করিয়াছে, যে-সব কাজের জন্য লুসিফার-এর (Lucifer)* মত ইহাকেও শূন্যকক্ষচ্যুত (সৌভাগ্যচ্যুত) হইতে হইয়াছে! এই 'স্টার চেম্বার' যে উদ্দেশ্য লইয়া এই সব সৎকার্য করিয়াছে, এই বই সম্পর্কে অনুজ্ঞাপত্রের বিধিও সু-উদ্দেশ্যেই রচিত। ইহাদ্বারাই আপনারা অনুমান করিতে পারিতেছেন, এই অনুজ্ঞাপত্র-দান-নীতি-প্রণয়নের চক্রান্তের মূলে কি-জাতীয় রাষ্ট্রীয় প্রজ্ঞা, কি-প্রকারের জনপ্রীতি বর্তমান ছিল—ধর্ম ও সদাচার সম্পর্কে কি প্রকারের মমতা ছিল! অবশ্য বাহিরে একটি অনন্যভণ্ডামির ভান রহিয়াছে যে বইগুলিকে সদাচরণের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিবার জন্যই এই নীতি প্রণয়ন করা হইয়াছে। আপনাদের এত সুপরিকল্পিত পূর্বতন আদেশের উপরে কি করিয়া যে বর্তমান আদেশ বলবৎ হইয়া উঠিল তাহাই বিচার্য। নিজেদের কার্যোপলক্ষেই এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার যাহাদের সমধিক সুযোগ এবং কারণ রহিয়াছে তাহাদের কথা যদি বিশ্বাস করিতে হয়, তবে সন্দেহ হয় এই চক্রান্তের মধ্যে পুস্তকবিক্রয় ব্যবসায়ের কিছু কিছু পুরাতন 'পেটেন্ট' ব্যবসায়ী এবং একচেটিয়া ব্যবসায়ী রহিয়াছেন। তাঁহারা তাঁহাদের ব্যবসায়ি-সঙ্ঘের মধ্যে যাহারা দরিদ্র তাহারা যাহাতে প্রতারিত না হইতে পারে, প্রত্যেক ব্যক্তিই যাহাতে তাহার কয়েকখানি গ্রন্থের স্বত্বাধিকার ন্যায্যভাবে রক্ষা করিতে পারে (ভগবান্ না করুন, সে অধিকার যেন কখনই অস্বীকৃত না হয়)—এই সব নানা রকমের চাটুকর রঙবেরঙের আছিলা এই সংসদ-গৃহের কাছে উপস্থিত করিয়াছেন। এগুলি আছিলাই—এবং এই সব আছিলা আর কোন কার্যই সাধন করে না, শুধুমাত্র তাঁহাদের সহযোগী ব্যবসায়ীদের উপরে খানিকটা আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ দেয়। ফলে এই সব সহযোগী ব্যবসায়িগণ পাছে অপর লোকের তাবেদার হইয়া থাকিতে হয় এই ভয়ে তাহাদের ব্যবসায়ে আর পরিশ্রম করে না—যদিও এ-ব্যবসা একটি মহৎ ব্যবসা, সর্বপ্রকার বিদ্যার ঋণ রহিয়াছে এই ব্যবসায়ের নিকটে। এ-কথাও মনে করা হয়, এই সব বড় বড় ব্যবসায়ী আর্জি-আবেদনের দ্বারা এই যে আদেশটি লাভ করিয়াছে ইহার পিছনে তাহাদের কাহারও কাহারও আর একটি উদ্দেশ্য ছিল; সে উদ্দেশ্য ছিল এই যে, এইভাবে তাহাদের হাতে একবার ক্ষমতা আসিলে তখন অত্যন্ত মারাত্মক ধরণের বই-

*লুসিফার কথাটি মূলে হইল একটি জ্যোতিষ্ক; তাঁহার নরকে পতন ঘটে। উপমাচ্ছলে ব্যাবিলনের উদ্ধত রাজাকেই লুসিফার নামে অভিহিত করা হইত। ব্যাবিলনের এই উচ্চাভিলাষী উদ্ধত রাজার পতনের কথা বাইবেলের 'আইজায়াতে' (Isaiah) বর্ণিত আছে। তুলনীয়—How art thou fallen, O day-star... (১৪. ১২)।

গুলিকেও এড়াইয়া লওয়া যাইবে; ঘটনা-সমূহও তাহাই প্রমাণিত করিতেছে। কিন্তু পণ্যদ্রব্যের ব্যাপারে চক্রান্ত-প্রতি-চক্রান্ত প্রভৃতি ব্যাপারে আমি কৌশলী নহি। আমি শুধু এইটুকু জানি, ভুলভ্রান্তি ভাল শাসনতন্ত্রে এবং খারাপ শাসনতন্ত্রে কার্য-ব্যপদেশে সমানভাবেই ঘটিতে পারে। পুস্তকমুদ্রণের স্বাধীনতা যদি মুষ্টিমের কতিপয়ের ক্ষমতার উপরেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে কোন্ শাসনকর্তা এ-বিষয়ে ভুল খবর না পাইতে পারেন? এবং সেরূপ ঘটনা খুব শীঘ্রই ঘটিবে। কিন্তু যে ভুল করা হইয়াছে তাহাকে স্বেচ্ছায় এবং সত্বর সংশোধন করা, সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিয়াও একটি সাধারণ উপদেশকে শ্রদ্ধা করা—প্রচুর ঘুষ পাইয়া যাঁহারা শ্রদ্ধা করিয়াছেন তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক বেশি শ্রদ্ধা করা—ইহা এমনই একটি গুণ (হে মাননীয় লর্ড-সভা ও লোক-সভার সদস্যগণ,) যাহা আপনাদের মহত্তম কার্যাবলীর সহিতই সুসঙ্গত—যে কার্যাবলীতে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং বিজ্ঞতম ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর কেহই অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না।